জন্মজন্মান্তর

শ্রীদেবব্রত রেজ্

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : : কলিকাতা—১২

— তিন টাকা —

মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক
প্রকাশিত ও বি, জি, প্রিণ্টার্স্ এণ্ড পাবলিসার্স্ লিঃ ৮০।৬,
গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে কানাইলাল দে কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পিতৃদেব পাদপদ্মে

ভূমিকা

বাস্তবের মধ্যে স্বপ্ন অনুপ্রবেশ ক'রে তার চেহারা বদলে দেয়। যাকে আমরা বাস্তব ব'লে সহজেই গ্রহণ ক'রে থাকি তা ষোল আনা 'বাস্তব' নয়, তার মধ্যে স্বপ্নের জালবুনানি থাকেই। এই Phantasy আমাদের ভাবলোকের দুরপনেয় কলঙ্ক বা অলঙ্কার (যার যা খুশী বলুন)। এই তত্ত্ব এই কাব্য-নাটকের মূল আশ্রয়।

জন্মান্তরবাদের কাঠামোর উপর এই কাব্য বোনা। লেখকের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন অবান্তর।

আরো একটা তত্ত্ব সন্ধান করলে এর মধ্যে পাওয়া যাবে। সেটা এই : আমাদের মানসিকতার যা বর্ত্তমান রূপ তা শুধু ইদানীং কালেরই গড়া নয় তা অতীত পূর্বকালের ভাবস্তর সমন্বয়ে সৃষ্টি। আমাদের Phantasy প্রায়শঃই বিগত যুগের সাক্ষী এই ভাবস্তরগুলির মধ্যে সঞ্চরণ করে।

এগুলো তত্ত্ব। কাব্য শুধু তত্ত্ববিস্তার নয়। ভাব ও ভাষা যখন রূপসীর তনু আর মস্‌লীনের মত একে অপরের মধ্যে বিলীন হ'য়ে প্রতিভাত হয় তখনই কাব্যের উৎপত্তি।

আমার এই কাব্য-নাটক। যেহেতু নাটক ও কাব্য গঠনে স্বতন্ত্র স্ব-তন্ত্র; যেহেতু কাব্য। প্রত্যেক কাব্যই স্বতন্ত্র।

নাটক বললেই অভিনয়ের সমস্যাটাও এসে পড়ে। অভিনয়ের কলা কৌশল নির্দ্দেশ আমার কর্ত্তব্য নয়।

এই কাব্য-নাটক প্রকাশের পশ্চাতে যাঁদের নিরলস চেষ্টা, দুর্জ্জয় আশা, এবং বহুবিধ ত্যাগ সঞ্চিত রয়ে গেল আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁদের প্রত্যেককে আমরণ প্রীতি জানাই। ইতি—

ওকড়সা, বর্দ্ধমান
আগষ্ট, ১৯৫১

শ্রীদেবব্রত রেজ্

জন্মজন্মান্তর

শ্রীদেবব্রত রেজ

(আগষ্ট ১৯৪৮–এর অনুলিপি)

"From the view-point of analytic psychology, the theatre, aside from any aesthetic value, may be considered as an institution for the treatment of mass complex" —C. G. Jung. (Psychology of the Unconscious).

আভাস

সুসজ্জিত কক্ষ। মাঝে সেক্রেটারিয়েট টেবিল—ঘরে অনেকগুলো চেয়ার ইতস্ততঃ ছড়ানো। টেবিলে ফোন। চারিদিকে গরাদবিহীন জানালা—কোনটাতেই পর্দ্দা নেই। টেবিলে দুইজন মুখোমুখী বসে আছেন। যিনি দরজার মুখোমুখী বসে আছেন তিনি থিয়েটারের ম্যানেজার, তাঁর সম্মুখের ভদ্রলোক লেখক।

লেখক—কই, ম্যানেজার বাবু, আপনার অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসছেন কই? বেলা তো তিনটে পেরিয়ে গেল। প্লে শুরু করতে দেরী হ'তে পারে। আজকে প্রথম অভিনয়—দেরী করা উচিত হবে না।

(বাহিরে অনেকগুলি পায়ের শব্দ)

ম্যানেজার—ঐ সবাই আসছেন। এই যে এসেছেন—আসুন আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই।

এঁর নাম শ্রীভাস্কর বসু—আপনার নাটকের নায়ক—

আর ইনি এই নাটকের লেখক।

—নমস্কার—নমস্কার—

ইঁনি শ্রীরোহিণী চৌধুরী—আপনার নাটকের ধর্ম্মমহামাত্য

—নমস্কার—নমস্কার—

ইনি শ্রীমতী নন্দিতা দেবী—নাটকের নায়িকা সুসজ্জতা—

—এঁকে আমি চিনি

—আমিও আপনাকে চিনি—

ইনি শ্রীমতী মার্গারেট, নাটকের সহ-নায়িকা রম্ভা—

—নমস্কার—গুডমর্ণিং

ভাস্কর—উনি আমার ছায়া, না, মার্গারেট?

মা—কি করেন? চুপ করুন!

ম্যা—বসুন সকলে বসুন। (সবাই বসিলেন)

লেখক—ভাস্করবাবু, বলুনতো নাটকটা আপনার কেমন লেগেছে?

ভাস্কর—নাটকটার শেষ কোথায়?

লেখক—শেষ নেই, শেষ আপনা হ'তেই গ'ড়ে উঠবে।

ভাস্কর—আপনি কি জন্মজন্মান্তর নিয়ে একটা Applied Psycholo
experimen করছেন ?

লেখক (হাসিয়া)—তা বলতে পারেন—কেমন লাগল ?

ভাস্কর—ভালই লেগেছে। তবে সেটা আপনার ভাষার জন্য নয়—আম ভালো লাগার কারণটার মধ্যে সাহিত্যবোধ নেই—নিছক অন্য কারণে ভাল লেগেছে।

লেখক—বলুন।

ভাস্কর—দেখুন, আমাদের দেশে যারা 'যাত্রা' করত তারা একটা বিশেষ ধরণের আনন্দ পেত। সেটা হল সংসার থেকে ছাড়া পাবার আনন্দ। নিতাই, গদাই যখন রাবণ সাজত তখন তারা তার মধ্যে একটা গূঢ় তৃপ্তি পেত। আমিও পড়তে পড়তে সেই রকম একটা তৃপ্তি পেয়েছি। অন্ততঃ এটা অভিনয় করলে সেইরকম একটা তৃপ্তি পাব ব'লে আশা রাখি। বহুকাল রাজা মহারাজা সাজিনি—সামাজিক নাটকে অভিনয় ক'রে ক'রে নিজের মধ্যে রাজসত্তাটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। প্রত্যেকের মধ্যে একটা রাজসত্তা আছে।

নন্দিতা—আমারও তাই মত। আমরা স্বীকার করি বা না করি, আমরা সবাই স্বপ দেখি। স্বপ্নগুলো প্রায়ই wild, কিন্তু এমন আটপৌরে আমাদের জীবন যে স্বপ্নগুলোকে কোনরূপে বাইরে খুলে ধরবার উপায় নেই—যত্ন ক'রে মনের পুরানো ট্রাঙ্কে পুরে রাখতে হয়। স্বপ্নহীন সত্তাটাকে প'রে বেরোই, যেন আমরা চিত্তের দিক দিয়ে সবাই মুদী—জাতমুদী নয় স্বভাবমুদী। চিত্রকর যাঁরা তাঁদের তবু উপায় আছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কত বর্ণ কত রূপ আছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বাইরে আমাদের জীবনের চেহারা কত ম্লান, কত বিবর্ণ, কত বিরূপ! স্বপ্নগুলোকে assert করা চাই—মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা চাই। তা না হ'লে ভবিষ্যৎ মানুষের চিত্ত ধোয়া বিছানার চাদরের মত বিবর্ণ হ'য়ে যাবে।

মার্গারেট—পর্দার পেছনে রঙীন আলোর মত এই স্বপ্নগুলো আমাদের বাইরের জীবনের উপর রঙের আভাস ফেলে।

রোহিণী—আমি বিশ্বাস করি না। স্বপ্ন অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার গুপ্ত বিলাস।

ভাস্কর—না, রোহিণী! আর এক ধরণের স্বপ্ন আছে যা এত রোমান্টিক যে লোকের কাছে খুলে বলতে লজ্জা হয়—ছোট বেলায় নন্দিতার প্রেমে পড়ি। ও তখন ভিন্ন জাতের জমিদার ঘরের মেয়ে, আমি একটা সাধারণ গেরস্তর সাধারণ ছেলে। তখন কতই বা আমার বয়স। ধর, পনের। আর নন্দিতার বয়স তের কি চোদ্দ হবে—কি, তাই না নন্দিতা?

নন্দিতা—হ্যাঁ।

রোহিণী—তাই ব'লে স্বপ্নের দায়ে জেল খাটতে হবে?

ভাস্কর—শোন, আমি স্বপ্ন দেখতাম নন্দিতা খুব গভীর গড়খাইঘেরা একটা কুতুবমিনারের মত লাল পাথরে তৈরী দুর্গে আটক আছে, আমি গড়খাইয়ের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি; লোকচোখের আড়াল হ'লেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতরে ওপারে যাবো—এখনও নিরিবিলি হ'লে আমার মন গড়খাইটা ঝাঁপিয়ে পার হ'য়ে দুর্গে যায়, অবশ্য নন্দিতা এখন সেখানে নেই। নন্দিতা একদিন স্বপ্ন দেখলে—আমি যেন রাজপুত বীরের পোষাকে একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে ওকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলাম—কি, সত্যি না নন্দিতা?

ন—হ্যাঁ, ঐ স্বপ্নটা আবার কালকেও দেখলাম!

রোহিণী—কাল? বল কি? বইটা পড়ার পর বোধ হয়?

ন—হ্যাঁ।

রোহিণী—সর্ব্বনাশ! এখনো সেই স্বপ্ন? (লেখকের প্রতি) আচ্ছা কবি, মানুষের বয়স কি সরল ভাবে বাড়ে? না সেলডিভিসনের মত বাড়ে?

লেখক—অভিনয়ের পর জবাব দেব।

রোহিণী—কে বলে আমরা বিংশ শতাব্দীতে রেলগাড়ী, মোটর, রেডিও এসব নিয়ে আছি? প্রত্যেক লোকটার মনের তলায় পুরানো যুগগুলো নিঃশব্দে বইছে ⋯

ভাস্কর—ঠিকই ত! কথায় বলে 'মহাকাল'। জানো তো রোহিণী, মহাকাল মরে না। সব মরে—কাল মরে না। প্রত্যেক প্রাণীর চিত্তের মধ্যে বিগত সমস্ত কালগুলো পর্দ্দায় পর্দ্দায় সাজানো থাকে।

লেখক—যাক্, তাহ'লে মোটামুটি ভালই লেগেছে।

ম্যানেজার—এখন দর্শকদের ভাল লাগলেই হয়।

ভাস্কর—মনে হয় লাগবে। যে যতই বলুক—এমন পুরুষ কোথায় আছে যে কোন না কোনদিন দিবাস্বপ্নের রাজ্যে পৃথ্বীরাজের রূপ ধ'রে তার সংযুক্তাকে হরণ করে নি? এমন নারী কোথায় যে কোন না কোন দিন স্বপ্ন-বৃন্দাবনে মীরার অভিনয় করে নি?—করে, মানুষ মাত্রেই করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার মনে মনে সবাই রাজারাণীর অভিনয় করে। এ রাজারাণীর কোনও পার্থিব রাজ্য নেই, এ রাজারাণীর রাজ্য চিত্তলোক—মানস স্বর্গ। এই অভিনয় ক'রে তারা তৃপ্তি পায় বলেই ত' করে! আমি বলি অভিনয়টা গোপনে করার থেকে প্রকাশ্যে করা ভাল। প্রত্যেক মানুষ অজ্ঞাতসারে এক একটা 'রোল' নিয়ে জীবন যাপন করে। মহাপুরুষেরা রোল বদলান না, সাধারণ মানুষ দিনে দিনে বদলায়। মনে মনে এই রোল নেওয়ার নাম পোজ্। পোজ্ ছাড়া কে আছে।

ম্যা—যাক, ওসব দার্শনিক প্রসঙ্গ থাক—যান সব আপন আপন টেবিলে—সাজ পোষাক প'রে নিন—বেশী সময় নেই—ততক্ষণ—

লেখক—ততক্ষণ পর্দ্দার আড়ালে আপনি বেহালাটা নিয়ে বসুন—

ম্যা—আমারও পার্ট আছে—আমিই ত' বসন্তক—যাই একেবারে চুলটা প'রে আলখাল্লাটা গায়ে চাপিয়ে যাই।

প্রস্তাবনা

[পরিত্যক্ত, অবহেলিত রাজোদ্যান। পশ্চাৎ পটভূমিতে রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের উদ্যানমুখী একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত, অপরগুলো বন্ধ। আধিচন্দ্র জ্যোৎস্না। দূরাগত বীণাধ্বনি।

বীণাবাদক বীণা বাজাতে বাজাতে একটি মল্লিকা শাখার একমাত্র মল্লিকার কাছে এসে দাঁড়াল।]

বীণাবাদক (বাজানো বন্ধ করে)—তুইও ফুটলি শেষে? বেশ ত' ছিলি আপনার অন্ধকূপে বন্ধ! কেন? বড্ড অন্ধকাব! তাই বেরিয়ে এলি? ...ভাল করিস নি, মল্লিকা, ভাল করিস নি! বসন্তকেব কথা শোন্, লুকিয়ে যা, লুকিয়ে যা!...

...আর লুকিয়ে যাবিই বা কেমন ক'বে? অনঙ্গচালিত দক্ষিণ বায়ু প্রকৃতিব বক্ষোবাস হবণ ক'রেছে যে! লুকোবি কোথায়?...

...তবে ঝরে যা! ঝরে যা! শেষ রাত্রে, বিলাস কক্ষে, রাজপুত্রেব উলঙ্গ বক্ষে শুকিয়ে মরার চেয়ে মাটিতে ঝ'বে মবা ভাল!

...তোশালীর এক উদ্যান খণ্ডে এক মানবী মল্লিকা সদ্য ফুটছিল... শ্রেষ্ঠী কুবলয়ের কন্যা! তখন' সম্পূর্ণ ফোটে নি ... সেই সদ্য তার চোখ নিজের অজ্ঞাতে ইশারা করতে শিখছিল। ... যৌবন তার শুভ্র বক্ষের সুধাকলসে অন্তরের মধুসম্ভাব সবেমাত্র আহরণ করতে শুরু ক'রেছিল! আমি ছিলাম দ্রষ্টা! ... মনে মনে ব'লতাম, তোশালীব মল্লিকা, ফুটিস না! তোর মুকুলিকা রূপ চিরন্তন হোক। —তবু ফুটছিল!

...তারপর, (শাখাটি নড়ছে) ... তারপর জানো না? —কেন, শোন' নি, দেবানামপ্রিয়ের কলিঙ্গ বিজয় কাহিনী? শোন' নি রাজধানী তোশালীর দাহ কাহিনী? —শোন' নি কুবলয় কন্যা সুসঙ্গতার— ? আঃ, থাক্ ... (দূরে চেয়ে) ...

...ঐ প্রাসাদে সে বন্দিনী! ...গান শুনবি সুসজা? (একখানি প্রস্তর-

খণ্ডের উপর বসে) ···শোন্, তোশালীর মহেশ মন্দিরের সর্ব্বশেষ আর্ত্ত শঙ্খঘণ্টাধ্বনি!

তোশালীর শ্যামল চারণ-ভূমিতে অগ্নি-বিহ্বল, লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশুর আর্ত্তনাদ আবার শোন্!

তোশালীর অনন্ত রাজপ্রাসাদ অলিন্দে সৈন্যতাড়িত নর্ত্তকীদের বিস্রস্ত নূপুরের কান্না! আরো শোন্, তোশালীর পদপ্রান্তে মহাসমুদ্রের সেই শেষ বিদায়ের দীর্ঘনিশ্বাস! ···(বসন্তক বীণা বাজাতে সুরু করল)

(এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর ঈষৎ ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ)

ভিক্ষু—সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী, বীণা ফেলে দাও! বীণা ফেলে দাও!

বসন্তক—(বাজানো বন্ধ করে) কেন ভিক্ষু?

ভিক্ষু—ধর্ম্মমহামাত্যের কানে সুরের লেশমাত্র পৌছলে সর্ব্বনাশ!

ব—কে সেই পাষণ্ড?

ভি—ছিঃ সন্ন্যাসী! তিনি পরম বৌদ্ধ! রাজ্যের ও রাজঅন্তঃপুরের নৈতিক শুদ্ধি রক্ষক।

ব—সঙ্গীত কোনো কালে অশুদ্ধ নয় ভিক্ষু।

ভি—কিন্তু এই সঙ্গীত যুবক যুবতীর মনে অশুদ্ধভাব জাগাতে পারে। সঙ্গীত—

ব—নির্ব্বাণের অন্ধকার গুপ্তগলির পথে বারাঙ্গনা? কি বল?

ভি—প্রিয়দর্শীর অনুশাসন, সঙ্গীতের মোহিনী-ধ্বনি তাঁর সাম্রাজ্যের কোথাও ধ্বনিত হবে না। সঙ্গীত মানুষকে কঠোর কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করে। ...নির্ব্বাণের সাধনা বড় কঠোর সন্ন্যাসী! নির্ব্বাণকে যে লক্ষ্য ক'রেছে জীবনের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে ক্ষণিকের জন্যও স্তব্ধ হ'লে তার চলবে না! মুক্ত হ'তে হবে, সন্ন্যাসী! মুক্ত হ'তে হবে!

ব—বাঃ চমৎকার! বালক কিনা, তাই অবিকল কণ্ঠস্থ করতে পেরেছো! বেশ বলেছো বালক বৌদ্ধ!

ভি—প্রিয়ম্বদক ব'লে সম্বোধন করুন, আমার নাম প্রিয়ম্বদক।

ব—প্রিয়ম্বদক! প্রিয়ম্বদক! ...বাঃ চমৎকার নাম! তাই বেশ ব'লেছো, "জীবনের যাদুমন্ত্র"! জীবনটাই যে যাদু বন্ধু! যে যাদু যৌবনের ছল ক'রে তোমার দেহে স্ফুরিত হ'য়েছে সেই ত নিঃশব্দ সঙ্গীত প্রিয়ম্বদক! এই যাদু যুগ যুগ ধ'রে জন্ম-জন্মান্তরে তোমাকে পৃথিবীর রূপরসগন্ধ-

স্পর্শের রসসঙ্গমে বারংবার টেনে আনছে! এই যাদু কখন' তোমাকে বৌদ্ধ, কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয়, কখনো বৈশ্য, কখনো প্রণয়বিধুর কুমার, কখনো সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়ে চ'লেছে! এই 'যাদু' ছড়ানো আছে ফুলে, মুকুলে, আকাশের নীলে, জলের নীলোৎপলে!. তুমিই রূপমস্ত সঙ্গীত প্রিয়ম্বদক। —মহাকাল, সেও বিপুল বিশ্বপ্লাবী সঙ্গীত-ধারা! কোনো সৃষ্টি তার তান, কোনো সৃষ্টি লয়, কোনো সৃষ্টি মূর্চ্ছনা! তুমি তান, আমি বসন্তক লয়! আর, ঐ দেখ (দূরে প্রাসাদের গবাক্ষে একটি অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির দিকে নির্দ্দেশ করে) —ঐ দেখ মূর্চ্ছনা!...

...ওকি! মন্ত্রমুগ্ধের মত কার দিকে চেয়ে আছো বৌদ্ধ?

প্রি—(আত্মসংবরণ করে) ...বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, ...কিন্তু, ও কে, সন্ন্যাসী?...

ব—কিশোরী সুসঙ্গতা—এখন বলাৎকারোদ্ভিন্ন যৌবনা—ধ্বংসপ্রাপ্ত তোশালীর শ্রেষ্ঠী কুবলয়ের কন্যা—রাজভোগের অর্ঘ্য—প্রাসাদে বন্দিনী—ওকে চেন' নাকি, প্রিয়ম্বদক?

প্রি—(চঞ্চল হয়ে) বল, বল, বসন্তক! কে ওর কৌমার্য্যকে অপমানিত করেছে? বল, সে কে? বল, বসন্তক, কে সে?

ব—একি বৌদ্ধ, মনে হ'চ্ছে তুমি ওকে চেন?

প্রি—না। সংসারে যাকে চেনা বলে সে চেনায় আমি ওকে চিনি না। কিন্তু, মনে হয় ও চেনা! মনে হয়, কতকাল ওকে দেখেছি, আর, কত-কাল ওকে দেখিনি!

ব—ওকে কবে, কোথায় দেখেছো, বলত' প্রিয়ম্বদক?

প্রি—(গাঢ়স্বরে) বোধ হয় স্বপ্নে দেখে থাকব! —মনে পড়ছে, বসন্তক, যেন মনে পড়ছে, কিন্তু অস্পষ্ট—পুরাণো স্মৃতির মত অস্পষ্ট! বাল্য-স্মৃতিও এর চেয়ে সুসংবদ্ধ। তবু, সে ঐ সুসঙ্গতা! (মন্ত্রমুগ্ধবৎ উচ্চারণ) সুসঙ্গতা! ...সু-স্ন-ঙ্গ-তা!

ব—তুমি ওকে আরো কাছে দেখবে প্রিয়ম্বদক?

প্রি—তুমি দেখাতে পারো বসন্তক? দেখাতে পারো?

ব—দেখবে? আমি বাজাই, তুমি অচঞ্চল হ'য়ে শোনো। আমার বীণার ঝঙ্কার কালের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেবে। তুমি দেখবে ওকে, যুগে যুগে,

জন্মজন্মান্তরে তোমার উচ্ছল বক্ষ-রক্তের লহরীতে লহরীতে যে পবিচিতার প্রতিবিম্বখানি বহন ক'রে চ'লেছো, তাকে দেখতে পাবে এই স্থানে, বর্ত্তমান কালের পরিবেশে! কিন্তু…

প্রি—দেখাও, বসন্তক, দেখাও!

ব—কিন্তু, দেখার পবই ভুলে যাবে! সেই দেখার অন্ধ স্মৃতিব বেদনা সইতে পারবে তো?

প্রি—ভুলে যাবো? দেখে ভুলে যাব? কেন?

ব—তা ত' জানিনে ভাই, আমিও দেখি আর ভুলে যাই! বুঝি ভোলাটাই প্রকৃতি! শিশিবেব ভ্রান্তি না এলে বসন্তের পুনরাবির্ভাব হবে কি ক'বে?

প্রি—তবু—দেখাও।

(বসন্তক বীণায় অঙ্গুলিব আঘাত করাতে রাজপ্রাসাদেব সম্মুখে নূতন দৃশ্য ভেসে উঠল)

বৌদ্ধ বিহাবের ঈষদন্ধকাব গুপ্তগৃহ: কক্ষে একটী মাত্র প্রদীপ, সম্মুখে অমিতাভ মূর্ত্তি, সুজাতাব ভঙ্গীতে প্রণতা এক নারী প্রার্থনা করছে: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ইত্যাদি।..

(বসন্তক বীণাবাদন বন্ধ কবলেন, ছবি মিলিয়ে গেল)

উঃ, কী যন্ত্রণা! কী যন্ত্রণা! (প্রিয়ম্বদক বসে পডলেন)

ব—(কোমলকণ্ঠে) প্রিয়ম্বদক!

প্রি—(আবিষ্ট) কে? বসন্তক! বসন্তক, তুমি কি আমাকে কোনো যন্ত্রণাদায়ক আসব পান করিয়েছিলে?

ব—না, বন্ধু! ধ্যানে কী দেখেছিলে?

প্রি—ধ্যান? আমি ধ্যানস্থ ছিলাম? না তো! আমি কিছু দেখেছিলাম? কই, না তো! মনে হ'ল মাথার মধ্যের রক্তস্রোত জ্বলে উঠল! তুমি আমাকে আঘাত ক'রেছো, বসন্তক?

ব—না, বন্ধু!

প্রি—তুমি মায়াবী সন্ন্যাসী! তুমি যাদুকর! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সম্বিৎকে কে যেন হরণ করলে! তুমি হরণ ক'রেছিলে, বসন্তক?

ব—না, বন্ধু! তুমি জন্মান্তরের স্বপ্ন দেখছিলে?

প্রি—(মুগ্ধের মত)…জন্মান্তর? জন্মান্তর?—যে অস্পষ্ট ইশারা আমার

প্রতিপদক্ষেপকে ক্বচিৎ দৃষ্ট স্বর্ণমৃগের মত প্রলুব্ধ ক'রে সীমাহীন মায়ার শূন্য ভুবনে আকর্ষণ করে, অন্তর কন্দরে বন্দী যে কস্তুরী-সৌরভ, প্রাণকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে উৎকণ্ঠিত মৃগয়ায় তাকে লোকে লোকান্তরে বারংবার ব্যয়িত করে, সেকি জন্মান্তর স্মৃতি?...বল, বসন্তক, সেই কি জন্মান্তর-স্মৃতি যাকে দেখেছি অশ্রুর বিন্দুতে বিন্দুতে বিম্বিত? সেই কি জন্মান্তর যাকে অনুভব ক'রেছি অন্ধকার সুষুপ্তির কিনারে সহসাস্খলিত একমুঠি স্বর্ণাভার মতো?...গভীর অবসাদে, অতল দুঃখের কন্দরে সঞ্চরমান বিজুরীর চূর্ণকুন্তল! সেই কি জন্মান্তরের আভাস বসন্তক? অগাধ যন্ত্রণায় হৃদকেন্দ্রে সঞ্চিত অমরত্বের সেই শুক্তি, সেই জন্মান্তর স্মৃতি আমাকে দাও, বসন্তক!...(অবসন্ন)...হাঁ, জন্মান্তর স্মৃতিই হবে!...জন্মান্তর স্মৃতিই হ'বে!...তোমার দোষ নেই, বসন্তক! আমাকে আর একবার দেখাতে পারো, বসন্তক? তুমি বাজাও, আমি দেখি, আমার দেখা সাঙ্গ ক'রো না!

ব—অধীর হ'য়ো না বন্ধু! সহস্র সহস্র বর্ষের অস্তিত্বের আস্বাদ তুমি কেমন ক'রে একজন্মলব্ধ দেহে অনুভব ক'রবে ভাই? তা ত' হয় না! একটা ভাবী জন্ম দেখেছো—সেই দেখার পর তোমার এই উদ্‌ভ্রান্তি। সেই দেখার পর তোমার দেহের কোটি কোটি কোষ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পালিয়ে যেতে চায়! সেই ভাবী জন্মে! তারা যে সহ্য করতে পারে না! এই জন্মের প্রারম্ভে অগ্নিদেবতা তোমার দেহের কোষে কোষে যে বহ্নির পাথেয় দিয়ে দিলেন, সে বহ্নি নিঃশেষ হ'তে দাও! তারপর আবার তাঁর কাছে নূতনতর স্ফুলিঙ্গ লাভ ক'রবে! ইন্দ্র এই জন্মে তোমার সত্তাকে সৃষ্টির যে মধুরসে সিক্ত ক'রেছেন সেই মধুরস ব্যয়িত না হ'লে আরো মধু পাবে কোথায় বন্ধু? তোমার আমার মধুপাত্র সীমাবদ্ধ, একটি জন্মের মধু বই বেশী তাতে ধরে না! বেশী তা'তে ধরে না!

...এই ত' ভালো প্রিয়ম্বদক! জন্মে জন্মে জীবনের এই আস্বাদন! এই চুমুকে চুমুকে পান! জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী এই নাট্য! অঙ্কে অঙ্কে বসন পরিবর্তন! বাসনাসমৃদ্ধ গর্ভাঙ্ক! এই ত' ভালো!

প্রি—আর কতজন্ম আমার বাকী আছে, বসন্তক? শেষ জন্মটা একবার আমাকে দেখাতে পারো?

ব—কে জানে, বন্ধু, কবে শেষ? শেষ আছে কিনা, তাই বা কে জানে?
হয়ত বুদ্ধ জেনেছিলেন! আমি জানি না! আমি দেখছি সম্মুখে
বর্ষচক্রের বিরতিহীন আবর্ত্তন

(রঙ্গমঞ্চের আলো গাঢ় নীল :

দ্বাদশার (twelve spoked) হিরণ্ময় বর্ষচক্র ধীরে ধীরে ঘুরছে—দক্ষিণে দক্ষিণায়নের দেবী—অপূর্ব্ব সুন্দরী—বামে অপূর্ব্ব সুন্দরী উত্তরায়ণের দেবী—একজন কালো সুতায় অপরজন সাদা সুতায় রাত্রি দিন বুনছেন—চক্রের পরিধির ষষ্ঠাংশ পরে পরে ঋতুরা দণ্ডায়মান—বাম হ'তে দক্ষিণে—প্রথমে বালক গ্রীষ্ম, পিঙ্গল বস্ত্র, রুক্ষ জটাবদ্ধ কেশ, লোহিতাভ চক্ষুর্দ্বয়; বামহাতে একটি মাত্র পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষশাখা—তাহার বামে বালিকা বর্ষা—পরিপুষ্ট শ্যাম দেহ, সবুজ পরিধেয়, কটিতে কদম্বমেখলা, বামহাতে কেতকী গুচ্ছ, পৃষ্ঠে লম্বিত কেশদামে হিরণ্ময় খদ্যোতিকার দল; তার বামে বালক শরৎ নীলাম্বর, গৌরবর্ণ, গলায় শেফালির মালা, বামহাতে কাশগুচ্ছ, তার বামে হেমন্ত বালিকা, পদ্মখচিত নীল পরিধেয়, বামহাতে ধান্যশীর্ষ, তারও বামে বালক শীত, তুষার শুভ্র বসন, কৃষ্ণবর্ণ, একহাতে পত্রহীন শাখা, মাথায় শুভ্র কিরীটের উপর সারস, তার বামে বালিকা বসন্ত, পরিধেয় বাসন্তী রঙের, নানাজাতীয় ফুল ও ভ্রমরখচিত, বাম হাতে পুষ্পমাল্য, হাসি হাসি মুখ, কর্ণে শিরীষ! বর্ষচক্রের সম্মুখে শ্বেত অশ্ব (অগ্নি) তার উপর উপবিষ্ট যোদ্ধা (ইন্দ্র)।

ধীর গম্ভীর সুরঝঙ্কার বেজে উঠল; বসন্তক বীণায় সুর তুলে ঐকতানে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঋতু বালক ও ঋতু বালিকারা একে একে নিজ নিজ স্থান হ'তে নেমে এসে পৃথক্ পৃথক্ নৃত্যের পর একত্রে যৌথ নৃত্য আরম্ভ করল। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের দেবীরা মুদ্রার দ্বারা সুরের ব্যঞ্জনা দিতে লাগলেন। ইন্দ্র হেসে মুখ ফিরিয়ে নৃত্যরত ঋতুদের প্রতি চেয়ে রইলেন। নৃত্যগীত উদ্দাম হ'তে উদ্দামতর হ'য়ে উঠল।

ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের উদ্দামতা কমে আসতে লাগল। রঙ্গমঞ্চের আলোক কমে আসতে লাগল। একটির পর একটি সূক্ষ্ম কালো পর্দা সম্মুখে নামতে শুরু করল ও বর্ষচক্র ধীরে ধীরে অস্ফুট হয়ে গেল।)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বর্ষচক্র ধীরে ধীরে অস্ফুট হয়ে গেল।

পাটলীপুত্রের রাজ প্রাসাদের একটি কক্ষ।

সুসজ্জতা (বাতায়নে)—রম্ভা, সখি !

রম্ভা—দেবি !

সু—রাজোদ্যানে—

র—রাজোদ্যানে ফুল নেই সখি !

সু—রাজোদ্যানে ও কে সখি ?

র—কই দেখি ! (চেয়ে নির্বাক)

সু—ও কে সখি ?

(রম্ভা নির্বাক)

সু—মুহূর্ত্তে মুগ্ধা হ'য়ে গেলি রম্ভা ?

র—(উদ্দেশে নমস্কার করে) অপরাধিনী ক'রো না দেবি ! আমি বুদ্ধের দাসী !

সু—কিন্তু, ও কে ?

র—আমার বাল্যের খেলার সঙ্গী প্রিয়ম্বদক। বাল্যে, গ্রামের সপ্তপর্ণী ছায়ায় আমরা দুজনে খেলা ক'রেছি।

সু—তোর বাল্যসাথী ?—জীবনের পরম লগ্ন তুই হেলায় হারিয়েছিস রম্ভা !

র—পরম লগ্ন ? যে লগ্নে ভগবান তথাগতের পদারবিন্দে আত্মসমর্পণ ক'রেছি সেই আমার পরম লগ্ন দেবি !

সু—মিথ্যা ! দেবতা নিয়ে মানুষের চিত্ত ভরে না, রম্ভা ! বুদ্ধ তোর আলেয়া !

র—চুপ কর, চুপ কর, সুসজ্জতা !

সু—কোথায় প্রিয়ম্বদকের শুভ্র নগ্ন বাহুর উপাধানে আসক্ত অধরে অস্ফুট কাকলি আর কোথায় তৃষিত অধরে অহোরাত্র বুদ্ধনামকীর্ত্তন !

র—দেবি! দেবি! তুমি এতদূর ভ্রষ্টা! বুদ্ধ নামে শ্রুতিদাহ?

সু—আমার দেহে দাহ রম্ভা, আমার মনে দাহ! আমার আত্মার স্তরে স্তরে জ্বলন্ত অঙ্গার! তোর বুদ্ধ নামেও এ দাহ মিলায় না! তোশালীর জ্বলন্ত রূপ দেখে আমার আঁখির তারা দগ্ধ! জানিস্ না আমার কাহিনী?—বলি শোন্...

বাইরে বজ্রবিহ্বল, বর্ষণতাড়িত কালো কেউটে সাপের গায়ের মত কৃষ্ণ অন্ধকার রাত! শিবিরের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে কাঠের কব্জাটের মত আমার দেহকে দুটো শলাকা দিয়ে পুঁতে দিয়েছে—দুটো বৌদ্ধ বাহুর মাংসল শলাকা! গায়ের উপর একটা ভয়ঙ্কর কালো দ্বিপদ দ্বিভুজ—সরীসৃপ! বস্তা! কী কালো! কী কালো! কী কালো রম্ভা! (মূর্চ্ছা)

(রম্ভা জপ করছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,...ও যত্ন সহকারে সুসঙ্গতার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে)

(সুসঙ্গতা চোখ মেলে উঠে বসতে ধর্ম্মমহামাত্যের প্রবেশ)

ধর্ম্মমহামাত্য—ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং!... তোমার সখী পীড়িতা, রম্ভা?

র—হ্যাঁ, প্রভু, তাই বুদ্ধ নাম শোনাচ্ছিলাম!

ধ—বেশ, বেশ! (স্বগতঃ) রক্তপদ্মগর্ভ দুটি আরক্ত চক্ষু-মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মত দুটো তারা!—কিন্তু পদ্মে স্ফুলিঙ্গ!

(প্রকাশ্যে) বেশ, বেশ! তোমার সখীর চক্ষু মুদ্রিত ক'রে দাও রম্ভা! ওর নেত্রের বিশ্রাম প্রয়োজন! ও অত্যন্ত পীড়িত!

...আচ্ছা, আমি যাই! মাঝে মাঝে সংবাদ দিও!—ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং! (প্রস্থান) Exit

সু—(ভীতিবিহ্বলা অবস্থায় রম্ভাকে আঁকড়িয়ে)...ঐ, ঐ বোধহয় রম্ভা!

র—কাকে দেখছ? কই, কেউ ত' নেই! এই মাত্র ধর্ম্মমহামাত্য এসেছিলেন—

(অদূরে ওঁ মনিপদ্মে হুং)

তুমি একটু শোও সখি, আমি কিছুক্ষণ পরিচর্য্যা করি, তা হ'লে তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠবে!...চোখ বোজ!

সু—(চক্ষু মুদ্রিত করল)

র—নিমীলিত নেত্রে ভগবান তথাগতের অমিতাভ মূর্ত্তির ধ্যান করো।

...দেখতে পাচ্ছো? দেখো—কোটি-জন্ম-সমৃদ্ধ মুখাবয়ব, ঘনকৃষ্ণশুন্যে উদ্ভাসিত অনন্ত জ্যোতির কমল! দেখো অনন্ত পুণ্যচ্ছবি! প্রেমসমুদ্রের মহাশঙ্খ—ভগবান অমিতাভকে দেখো সুসঙ্গতা। দেখ্‌ছো!

সু—(আবিষ্ট) দেখছি!—জ্যোতির্ম্ময়! কুন্দ ফুলের মত শুভ্রগণ্ড! বিকালের পড়ন্ত আলোর মত মুখের ভাব! বুদ্ধ?—সেত' বুদ্ধ নয়, রম্ভা! সে, ঐ প্রিয়ম্বদক! (মুগ্ধা) প্রিয়ম্বদক! প্রিয়ম্বদক আমার বুদ্ধ, রম্ভা। (চকিতে জেগে) কী বললাম, রম্ভা? বুঝি কিছু বিষম্ বললাম! আমি কি প্রলাপ বকছিলাম? তন্দ্রা এসেছিল বটে!

র—(ব্যথিত) বুদ্ধনাম তোমার মনে বাজে না কেন, সখি? আচ্ছা, এখন বিশ্রাম করো আমি আসি (প্রস্থান)

সু—বুদ্ধনাম কলিঙ্গ হন্তার বীজমন্ত্র! ধর্ম্মমহামাত্যের বীজমন্ত্র।

(নেপথ্যে ওঁ মণিপদ্মে হুং)

(সুসঙ্গতা সভয়ে দরজায় অর্গল দিয়ে দিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধর্ম্মমহামাত্য—(স্বগতঃ) "প্রিয়ম্বদক, আমার বুদ্ধ!" কিশোরী কিশোরকে কামনা ক'রবে তাতে আশ্চর্য্য কি! রূপ চাইবে রূপ, সে ত স্বাভাবিক! সুসঙ্গতার এই স্বাভাবিক কামনার শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে হবে! অস্বাভাবিক কামনাকে জাগাতে হবে যার তাড়নায় মন্ত্রমুগ্ধার মত সে আমার কামনার গণ্ডীতে বন্দিনী হ'য়ে থাকবে!

...শ্বাপদকে মানুষ ভয় করে, কিন্তু সেই শ্বাপদকে অলঙ্কৃত ক'রে দিলে মানুষের ভয় কমে যায়! বন্যবরাহের দাঁতকেও মণিমাণিক্যখচিত ক'রে দিলে তার ভয়ঙ্করত্ব কমে!...

...আমার শ্বাপদ লোভকে ক্ষুদ্র মেষশাবকের মত, চারিপায়ে বৌদ্ধমন্ত্রের নূপুর পরিয়ে অসহায়ের মত তার বিরাম অবসর বিনোদনের জন্য পাঠিয়ে দেব! আমার সেই আপাতঃ-অসহায় ভীরু বাঞ্ছা তার অসাবধান মুহূর্ত্তে তাকে গ্রাস করবে; আবার সে সাবধান হ'লে মেষশাবকের মত তার পায়ে পায়ে অসহায়ের অশ্রুসজল ভীরু অভিনয় করবে! কিন্তু, তার আগে প্রিয়ম্বদককে তার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে

ফেলতে হবে! কিশোরীর প্রেমকল্পনাকে প্রথমেই নিরাশ্রয় করতে হবে!...আচ্ছা দেখি! (উচ্চৈঃস্বরে) নিকটে কে আছো?

ভৃত্য—দাস উপস্থিত প্রভু!

ধ—রাজোদ্যানের উত্তরে চৈত্যে প্রিয়ম্বদক পাঠ অভ্যাস করছে। তাকে আমার কক্ষে ডেকে আন।

ভৃ—আজ্ঞা শিরোধার্য্য (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[ধর্ম্মমহামাত্যের কক্ষ: প্রিয়ম্বদকের প্রবেশ।]

ধ—পাঠাভ্যাস করছিলে প্রিয়ম্বদক?

প্রি—না।

ধ—তবে?

প্রি—ইদানীং মনটা খুব বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে মহামাত্য!

ধ—কেমন বিশৃঙ্খল? কোন আকাঙ্ক্ষা জেগেছে মনে?

প্রি—এখনো স্পষ্ট কোনো আকাঙ্ক্ষা জাগে নি মহামাত্য! তবে যেন আকাঙ্ক্ষা জাগারই মতো! গভীর রাত্রিতে ঈষৎ চন্দ্রালোকে যেমন কালো কালো পিণ্ডের মত শুশুক গঙ্গাবক্ষকে আলোড়িত করে, তেমনি! বুঝতে পারছি না! কি আকাঙ্ক্ষা ঠাহর করতে পারছি না!

ধ—(চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানের ভান) বুঝেছি।

প্রি—কী আশ্চর্য্য! দেখেছিলাম বসন্তককে, যে ভূত ভবিষ্যৎ জানতো! আপনিও দেখছি অন্তর্য্যামী। কেবল আমিই অজ্ঞানের ঠুলি প'রে হৃদয়ের তৈলযন্ত্রে প্রাণকে নিষ্পেষিত ক'রে চলেছি! আমাকে পথের সন্ধান দেবে কে?

ধ—ভগবান বুদ্ধ দেবেন। তাঁকে অনুসরণ করো। পশ্চাতের জীবনকে বিস্মৃত হও। ছিঃ, প্রিয়ম্বদক! যে নয়ন নয়নাভিরাম অমিতাভ পদের ভৃঙ্গ তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দিয়েছো? তাকে নিবদ্ধ ক'রেছো যুবতীর কাম কলসে? ছিঃ প্রিয়ম্বদক, ছিঃ!

প্রি—এবার থেকে সংযত হব, মহামাত্য! এ চক্ষু ভগবান তথাগতের পাদপদ্মছাড়া লক্ষ্যান্তরে লগ্ন হবে না! এ চক্ষু!

ধ—কিন্তু মন?

প্রি—কত চেষ্টা ক'রেছি মহামাত্য! মনের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ ক'রে বুদ্ধকে স্মরণ করতে চেয়েছি! কিন্তু মন, আমার সমস্ত প্রহরাকে ব্যর্থ করে স্মৃতির শ্মশানে শ্মশানে বিবাগী হ'য়ে কোনো এক প্রিয়জনের লেশ গুলিকে ব্যাকুল হ'য়ে সন্ধান ক'রেছে!

জানি ভুল. জানি মায়া!—মনের মধ্যে আছে মায়াবী!

দিবারাত্র সংকল্পের আগুনে হৃদয়কে বেড়া দিয়ে আছি। তবু মায়াবীকে তাড়াতে পারিনে! মন যেন হৃদয়পুটে বন্দী ভ্রমর! বাইরে নয়নোন্মাদ কুসুম! বারংবার অশান্ত দংশন! আপনি সন্ন্যাসী, বুঝবেন না!

ধ—হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর বৌদ্ধ! যাও ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিবেশ করগে! এই-ই শান্তি-পথ!

প্রি—(কিছুক্ষণ ভেবে) সেই ভালো! যেখানেই সূর্য্যালোক পড়ে সেখানেই তাঁর নাম প্রচার করব। (নতজানু হয়ে) ভগবান্, তোমার অগাধ হৃদয় সমুদ্রে বিশ্বের কোটি কোটি প্রেমের স্রোত নির্ব্বাণ লাভ ক'রেছে। আমার অন্তঃনিঃসারিত বন্যা তোমার অন্তর সমুদ্রে চরিতার্থ হোক। ...সেই ভালো!

ধ—দাক্ষিণাত্যে যাবে?

প্রি—যাবো। বৌদ্ধের উত্তর নেই, দক্ষিণ নেই, পুব নেই, পশ্চিম নেই! যেখানে সূর্য্যের আলো সেখানেই তার দেশ! যেখানে উর্দ্ধে আকাশ সেখানেই তার গৃহ! আমি যাবো! (উঠে) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

ধ—তোমার পথ শুভ হোক! বোধিসত্ব তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন। তবে যাও। প্রস্তুত হওগে! (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(প্রত্যূষ)

স্থ—আজকের প্রত্যূষ কী বিরস রস্তা? প্রত্যূষে উঠেই মনে হল গতরাত্রে প্রকৃতি কী যেন হারিয়েছে! সূর্য্যদেব এখনও ইতস্ততঃ করছেন!

র—এখনও তাঁর উদয়ের সময় হয়নি সুলতা!

স্থ—তৃণে, কিশলয়ে, বিন্দু বিন্দু অশ্রু! প্রকৃতি সারারাত্রি নিঃশব্দে কেঁদেছে!

র—শিশির বিন্দু সুসঙ্গতা।

সু—সহসা দেখি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা দক্ষিণে হেলেছে! গঙ্গাবক্ষে নৌকার পাল বুক ফিরিয়েছে দক্ষিণে। (সূর্য্যোদয়) আর ঐ দেখ রন্তা, তপনদেবও দক্ষিণ ঘেঁসে আবির্ভূত হ'চ্ছেন।

—কাল রাত্রে প্রকৃতির কোনো প্রিয়জন দক্ষিণে গেছে তাই উৎসুক হ'য়ে সে দক্ষিণে চেয়ে আছে।

র—এটা শীতঋতু সুসঙ্গতা! এখন সব কিছু দক্ষিণমুখী।

সু—তুই ত' বিশ্বাস করবি নে রন্তা! তা আমি জানি। আমি যে শুনেছি!... তখন মধ্যরাত্রি, ঘুম ভেঙে কানে এল অশ্বখুরধ্বনি—কে চলে গেল দক্ষিণে! সেই মধ্যরাত্রে অন্ধকারে অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে সজ্জা বদলেছি। ভেবেছিলাম সেই দক্ষিণের যাত্রীর সঙ্গ নেব। কক্ষের ভেতরের অর্গল খুলে দেখি তার বাইরেও অর্গল! তোশালীর মহেশ মন্দিরের দেবাদিদেবকে বললাম 'দেবাদিদেব অর্গল খুলে দাও'—দিলেন না। সেই মধ্যরাত্রি থেকে এই বাতায়নে দাঁড়িয়ে আছি। তুই ত' বিশ্বাস করবিনে রন্তা! আমি জানি প্রিয়ম্বদক চলে গেল। আমাকে একবার ডাকলে না রন্তা। (অশ্রুসজল চক্ষু)

(দ্বারে দাসীর আবির্ভাব)

র—কি সংবাদ আরণ্যকা?

আ—ধর্ম্মমহামাত্য এই চীরখণ্ডগুলি ও একটি লিপি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

র—কই দাও—আচ্ছা তুমি যাও।

(লিপি পাঠ করে)

(চীরখণ্ডগুলির দিকে নির্দ্দেশ করে) ধর্ম্ম মহামাত্য তোমার জন্য এই ভূষণ পাঠিয়েছেন সুসঙ্গতা।

সু—ভূষণ?

র—বুদ্ধনামপূত এই বসন ভূষণ নয় সুসঙ্গতা? (লিপি পাঠ করতে করতে) আরো সুসংবাদ আছে সুসঙ্গতা। আজ থেকে তুমি মুক্ত।

সু—মুক্ত? মুক্ত? কিসের জন্য মুক্ত রন্তা? মরুভূমির মধ্যে পরিত্যাগকে তুমি মুক্তি বল? পথ কই? অবলম্বন কই?

র—যত দিক তত পথ—সম্বল বুদ্ধনাম!

সু—বাঁধা পথ নাই—সমুদ্রে! সম্বলে প্রয়োজন নাই তার যার আর জন্মে প্রয়োজন নাই! জন্মে জন্মে পরিক্রমা যার সাঙ্গ হোল সেই দাঁড়ায় অনিশ্চিতের এই সমুদ্রকূলে! যার ফুরোল প্রয়োজন সেইই শুধু-হাতে এই সমুদ্রে পাড়ি জমায়। আমার পরিক্রমা ফুরোয় নি রত্না। আমার প্রয়োজন ফুরোয় নি! তাই আমার এই জন্ম আকর্ষণ করছে আগামী জন্মকে। আমার মধ্যে এখনও সৃষ্টির বসন্ত!

প্রাণে প্রাণে ভিন্ন ভিন্ন তালে বিশ্ব দেবতার সঞ্চরণ: কোথাও একতালা, কোথাও চৌতালা, কারো মধ্যে তাঁর ধ্রুপদের চাল, কোনো প্রাণে বেহাগের। কোনো প্রাণ নিঃসঙ্গ, জন্মে জন্মে সে চলে একলা! কোন-প্রাণ অন্য প্রাণের সঙ্গে যুগ্মে বাঁধা।

আমার এ প্রাণ একটা যুগ্মের একক: দোসর চলেছে ঐ—ঐ প্রিয়ম্বদক।

র—অদ্ভুত। তুমি টের পেলে কী ক'রে সুসজ্জতা?

সু—(বিষণ্ণ ভাবে হেসে) টের পাওয়া বলছিস্? টের পেলাম সেদিন যেদিন বাজোদ্যানে ওকে দেখলাম।—মনে হ'ল জন্মজন্মান্তরের চেনা! যেন ওর আশায় এতদিন ব'সে ছিলাম! আমার দুই বাহু নিজের অজ্ঞাতে শূন্যে আলিঙ্গনভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেল। আঁখি পল্লব আপনি মুদে এল। আপাদমস্তক পরিতৃপ্ত হ'ল!

ও যখন ধীরে ধীরে চ'লে গেল, তখন ওর প্রতিপদক্ষেপ আমাকে যেন ইশারা ক'রে ব'ললে, "এসো, এসো, এই পথ!" ওর গৈরিক উত্তরীয় যখন দক্ষিণ হাওয়ায় উড়ল তখন সেই উত্তরীয়ের নিশান আমাকে ডাকল, বলল "তোমার এই ত' সম্বল!"...গতরাত্রে সে যখন অশ্বারোহণে চ'লে গেল তখন আমার ঘুমের স্ফটিক গলিতে গলিতে প্রতিধ্বনি উঠল, "চ'ললাম, চ'ললাম!" —ঘুম ভেঙে গেল। মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠল "যাই, যাই, যাই!"

—ভালই হোল মুক্ত হ'লাম। আমি তোর দেওয়া এই চীরবাস প'রেই যাবো রত্না।

র—কোথা যাবে সখি? কোন্ পথে সে গেছে তুমি জানবে কেমন ক'রে?

সু—আত্মার চোখ নিয়ে যাবে রত্না। যে পথে সে গেছে সে পথের ধূলিতে সে রেখে গেছে সঙ্কেত! যে জলাশয়ের কাছ ঘেঁষে গেছে সেই জলাশয়ে রেখে গেছে তার প্রতিবিম্ব! যে বনছায়ার কোল ঘেঁষে গেছে সেই বনছায়ায় সে রেখে গেছে তার দৃষ্টির আলো! যে উদ্যানের মধ্য দিয়ে

গেছে সেই উদ্যানের কুসুমসৌরভে সে নিঃশ্বাসপরিমল রেখে গেছে ! আমার ভুল হবে না রম্ভা !
ওরে, জন্মজন্ম ভুল হয়নি, এই জন্মে হবে ?
ঐ চীরখণ্ডগুলো আমায় দে রম্ভা। এই চীরখণ্ডে আমার ছদ্মবেশ ভালই হবে ! (চীরখণ্ডগুলি কুড়িয়ে নিয়ে) যাই রম্ভা। এতদিন বন্দিনী ব'লে বড় ভালবেসেছিলে, আজ মুক্ত ব'লে সে ভালবাসার লাঘব ক'রো না !

র—তোমাকে আমি ভাল না বেসে থাকতে পারিনি সখি ! (অশ্রুমোচন)।
(রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার, ইতিমধ্যে সুসঙ্গতা বসন পরিবর্ত্তন করেছেন)

সু—তোর আরাধ্য তোর প্রতি প্রসন্ন হ'ন রম্ভা ! আমি যাই ! আমার পরিত্যক্ত বস্ত্র অলঙ্কার তোর জন্যে রেখে গেলাম ! (প্রস্থান)

(সুসঙ্গতা বেরিয়ে গেলে রম্ভা সুসঙ্গতার পরিত্যক্ত অলঙ্কারগুলি নেড়ে চেড়ে দেখছে—দেখলে মনে হয় পরতে চায় কিন্তু মনের ইতস্ততঃ ভাব ঘুচছে না। অলঙ্কারগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে সুসঙ্গতার কণ্ঠাভরণ গলায় ঝুলিয়েছে, ঝুলাতে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় চীৎকার করে ডাকল) সুসঙ্গতা ! সুসঙ্গতা !

(কিছুক্ষণ পরে সুসঙ্গতার প্রবেশ।)

সু—আমায় ডাকছিলে রম্ভা ?

র—তোমার এই সজ্জা অলঙ্কার কুড়িয়ে নিয়ে যাও ভাই ! আমি বুদ্ধের দাসী, বল্কল আমার ভূষণ, এ বস্ত্র অলঙ্কার, এই নর্ত্তকীর বেশ, মারের ছদ্ম উপঢৌকন ! এ তুমি নিয়ে যাও সুসঙ্গতা ! ভগবান বুদ্ধ আমাকে রক্ষা করুন !

সু—"মারের ছদ্ম উপঢৌকন" এই কথাটা শোনাবার জন্যে তুই আমার শুভ-যাত্রায় বিঘ্ন ঘটালি রম্ভা ? যাত্রার মুখে আমাকে পিছু ডাকলি কেন ? বেশ্‌ত' প্রসন্নমুখে জীর্ণ চীরখণ্ড বুকে ধারণ ক'রে, প্রিয় বস্ত্র অলঙ্কার পুরানো ঝিনুকের মত ফেলে চ'লে গেলাম ! তাতেও তোর তৃপ্তি হ'ল না ? আরও আঘাত দেবার বাসনা ছিল ? আমি ত ভিক্ষুণী নই রম্ভা। আমি কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠী পুত্রী, এই বস্ত্র অলঙ্কার আমার পিতার ময়ূরপঙ্খী পোতে সপ্ত সমুদ্রের কূল উপকূল থেকে আমার জন্য আহৃত হ'য়েছিল !

র—অপরাধ নিয়ো না দেবি ! আমি আতঙ্কে প'ড়ে তোমাকে ডেকেছি !

সু—আতঙ্ক ? রত্ন অলঙ্কারে কি আতঙ্ক থাকে রম্ভা ?

র—হ্যাঁ, আতঙ্ক ! এই অলঙ্কার রাশি চুম্বকের মত ভাবী জন্মের মত আমাকে টানে কেন সুসঙ্গতা ?

সু—ওঃ, তাই ! (গাঢ় থেকে গাঢ়তর বর্ণ বসন্তের ফুলকে টানে কেন ? ছায়া পথের দিগন্তব্যাপী বলয় কেন রাত্রিকে আকর্ষণ করে ? স্বভাব, রম্ভা, স্বভাব ! রম্ভা, তুই জানিস না তুই কত সুন্দরী ! তোর শঙ্খের মত কর্ণ আকর্ষণ করছে এই পদ্মরাগের কর্ণাভরণকে, তোর গজদন্ত সুডৌল বাহু টানছে এই বলয়কে, তোর স্ফটিক-স্বচ্ছ স্তনমধ্য ডাকছে কণ্ঠাভরণকে !) —এই ত স্বাভাবিক ! আতঙ্ক কেন ?
কই দেখি, দক্ষিণ হাতটা দে'তো ! (বলয় পরিয়ে) দেখ্‌তো ! (কঙ্কণ পরিয়ে) দেখ্‌তো !—এতে আতঙ্ক ? (গলায় কণ্ঠাভরণ দুলিয়ে) এক কলা চাঁদের ওপর তোর কুমুদিনী মুখের শোভা দেখ্—দর্পণ আনবু ?

র—(সলজ্জ) থাক্ ! থাক্ !

সু—ভূষণটাই বা অসম্পূর্ণ থাকে কেন ? আয়, কাঞ্চী পরিয়ে দি। কাঁচুলি পরিয়ে দি ! কবরী বেঁধে দি ! (ষ্টেজ ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার ; তারপর সুসঙ্গতার সম্পূর্ণ বেশে সজ্জিতা রম্ভা)

(সুসঙ্গতার চক্ষু সজল হয়ে উঠেছে)

র—তোমার চোখে জল সখি ?

সু—কিছু না, কিছু না ! মনে প'ড়ে গেল !

র—প্রিয়ম্বদককে ?

সু—হাঁ, এই সজ্জায় তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। এই সজ্জায় তাঁকে দয়িত ব'লে চিনেছিলাম ! আজ এই সজ্জা ত্যাগ ক'রে ছদ্মবেশে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে ! তাঁর পদরজঃ হয়ত আমার এই ছদ্মবেশ দেখে পরাঙ্মুখ হ'য়ে তাঁর পথের সঙ্কেত গোপন ক'রে যাবে !—আয়, দর্পণে আয় !

রম্ভা (দর্পণের সম্মুখে)—এ যে নর্ত্তকী, সুসঙ্গতা !

সু—হাঁ, নর্ত্তকী ! এই ত' প্রথম প্রিয়সন্ধানের বেশ ! মনুষ্যসভায়, দেব সভায়, প্রাসাদ-অলিন্দে, নন্দন-চত্বরে, বনমধ্যে কিংবা মনমধ্যে, সাগর বেলায় কিংবা যমুনার তীরে, কখনো বীণাবক্ষে সুরসভায়, কখনো শূন্য কুম্ভ শিরে ভুবনের ঘাটে ঘাটে, কখনো পণ্য সুরভি নগরীর পথে, কখনো

সিন্দুররাগবিহ্বল সন্ধ্যার কূলে কূলে, কখনো দেহী, কখনো বিদেহীরূপে ভুবনে ভুবনে প্রথম প্রিয় সন্ধান! তার এই বেশ!···

···তারপর, ক্রন্দনে-ক্রন্দনে-শিথিল-বক্ষ, নয়নাশ্রুসেচে গুরুভার, বিস্রস্ত, বিলোল অভিসার-সজ্জা!···

···তারপর, প্রিয়বাহু-আকর্ষণভয়ে-নিবিড়-নিবদ্ধ-কাঞ্চী, স্তনাংশুকস্তবকিত বক্ষে কবরীচ্যুত আস্বচ্ছ অবগুণ্ঠন! পদে পদে জড়িতপ্রায় রত্নোৎকীর্ণ সূক্ষ্ম চেলাঞ্চল—মিলনের সেই বেশ!···

···জন্মজন্মান্তরে—সন্ধান থেকে অভিসারে, অভিসার থেকে মিলনে! ···মিলন! রম্ভা, চক্ষে জল কেন জানিস, এই জীর্ণ চীরবেশ মিলনের বেশ নয়।—থাক্, থাক্ সে কথা। তোকে নর্ত্তকীর বেশে সাজিয়ে দিলাম—এইবার খুঁজে নে। আমি যাই রম্ভা; আমার প্রথম পদক্ষেপ বিঘ্নিত, তাই এত উদ্বেগ! আমি যাই রম্ভা!

র—(সজলচক্ষে) এস সখি! তোমার প্রথম পদক্ষেপকে বিঘ্নিত ক'রে দিলাম—ক্ষমা ক'রে যেও—ক্ষমা ক'রে যেও!

(মাথা নেড়ে মূক সম্মতি জানিয়ে সুসঙ্গতার প্রস্থান—রম্ভা ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়াল)

র—(স্বগতঃ) মনুষ্যসভায়, দেবসভায়, প্রাসাদ-অলিন্দে, নন্দন-চত্বরে—প্রথম প্রিয়সন্ধানের এই বেশ!···দেবলোক!···

নেপথ্যে—দেবলোক!...বিশ্বের হৃদ্‌পিণ্ড, বিশ্বজনের রক্তরেখা দ্বারা বলয়িত! এই প্রশস্ত রক্তরেখা মন্দাকিনী, তার তীরে তীরে স্বপ্নের কাশগুচ্ছ চির আশার আন্দোলনে কম্পমান! সেই তীর ঘিরে কল্পনার সংখ্যাহীন কল্পদ্রুমের শাখায় শাখায় নবোদ্ভিন্ন বসন্ত কিশলয়ের মত ঈষদ্‌রক্ত পত্র-সম্ভার! এই পত্র অযুতহৃদয়ের রক্তরাগে লিখিত লিপি! আহ্বান লিপি! অভিসারসঙ্কেতনির্দ্দেশী লিপি! ভাষাহীন লিপি!

···এ জগৎ ভাষাহীন, এ জগতের পরমাণুতে পরমাণুতে একটি মাত্র স্বচ্ছ-বোধ সঞ্চরমান, নৃত্যে নৃত্যে ছন্দিত! এ ছন্দ ছায়া, এই ছন্দ আলো, এই ছন্দ বর্ণগন্ধ, এই ছন্দ মন্দারের সুরভি—কোলাহলহীন চরম মুখরতা! এই ছন্দ রুদ্রের দক্ষিণ পাণির বজ্রচ্ছন্দ, বরুণের বিশ্বগ্রাসী জ্যোতির পবচ্ছন্দ, এই ছন্দ জড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরমান মিত্রের মহাদ্যুতি, এই ছন্দ বিশ্বমনসমুদ্রে ইন্দ্রের রসতত্ত্ব!

র—(স্বগতঃ)—দেবলোক! আমি দেবলোকে নর্ত্তকী? আমার দয়িত?
—ছায়া! ছায়া! সব ছায়া!…এই মুগ্ধ বাতায়ন পথে একমাত্র
প্রিয়ম্বদকেই চোখে পড়ে!

(ধর্ম্মমহামাত্যের ধীরে ধীরে প্রবেশ)

ধ—সুসঙ্গতা একাকী! রম্ভা হয়ত গৃহান্তরে। এই ত' সময়!
(নিঃশব্দে অর্গল বন্ধ করে নিম্নস্বরে) তোমার মনে অর্গল, সুন্দরি!
সুন্দরি! সুন্দরি! তুমি অবর্ণনীয়া। (ঋক্‌বেদের উষা স্তোত্র তোমার
বর্ণনায় বিড়ম্বিত--আমি বিড়ম্বিত, সুসঙ্গতা—তোমার অসাবধান মুকুলিকা
কৈশোরকে অপবিত্র ক'রে আমি বিড়ম্বিত! এখন অনুশোচনা হয়;
তোমার মনমূলের আলবালে দিনের পর দিন অশ্রুজল সেচন ক'রলে
তোমার কিশোর মনে হয়ত আমার প্রতি অনুরাগী ফুল ফুটত! আমাকে
ক্ষমা করো, সুন্দরি, ক্ষমা করো!—অদৃষ্টের কুটিল ব্যঙ্গ সুসঙ্গতা, এই
বিগত যৌবনের ছায়ান্ধকারে অন্ধ, মদান্ধ কবির উন্মত্ততা, ভাগ্যের
উপহাস সুন্দরি!) জন্মান্তরের অতৃপ্তির ছায়া হয়ত আমার মনকে, বুদ্ধিকে
আঁধার ক'রেছে। জন্মান্তর, জন্মান্তরই হবে! তা না হলে কোথা
তুমি নবীন শ্যাম ইন্দীবরদল, আর কোথা আমি! ফিরে দেখ, পরাঙ্মুখী,
আমি নতজানু, আমাকে ক্ষমা করো, তোমার দুর্লভ নয়নপ্রসাদের একটি
কৃপণ মুষ্টিও দাও—চেয়ে দেখ!

র—(মুগ্ধা) অনুনয়? আবেদন? কেউ কি অমরাবতীর পরিত্যক্ত রাজপথের
এক কোণের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে? সত্যিই কি দেবলোক
নেমে এল? আকাশ ছিঁড়ে নেমে এল? এস দেবলোক! এস, এস
দেবতা দয়িত!
(ধর্ম্মমহামাত্য ধীরে ধীরে সন্তর্পণে গিয়ে রম্ভাকে জড়িয়ে ধরতে রম্ভা
তড়িৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে) কে? মহামাত্য?

ধ—কে? রম্ভা? (চকিতে কটি হতে গুপ্ত ছুরিকা বের করে রম্ভার বক্ষে
আমূল বসিয়ে দিল)

র—আঃ—(ভূতলে পতন) আঃ, অমিতাভ!

ধ—(ছুরিকা রম্ভার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে) ওঁ মনিপদ্মে হুং!
ওঁ মনিপদ্মে হুং! ওঁ মনিপদ্মে হুং! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(সুসঙ্গতা ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করছে)

সু—একি ! পথ কই ? যাবার সময় পথ মুছে দিয়ে গেছ, প্রিয়ম্বদক ?··· সম্মুখে পাহাড—হয়ত ও শিলা নয় ! হয়ত জমাট উচ্ছ্বসিত কালো কান্নার ঢেউ ! ওর এপারে এই জন্ম, পরপারে জন্মান্তর ! পাহাড়ের কোলে সংঘারাম—একটি বিবাট শুভ্র কুন্দ ! হয়ত জন্ম মৃত্যুর সন্ধিতে একখানি শুভ্র আশা !

তুমি কি ঐ সংঘারামে বিরাম নিচ্ছ, প্রিয়ম্বদক ? না, না, না, তোমারে ধরবে কে ?—ভুবনজীবনসমুদ্রে ময়ূরকণ্ঠী পাল তুলে দিগবিদিকের সন্ধানী হাওয়ার সঙ্গে তোমার তরী লুকোচুরী খেলছে !—সম্মুখে ঐ নদী তোমার তরলকণ্ঠ চারণ, তার নীরবসনের নীচে নুড়ির রুদ্রাক্ষে তোমার নাম জপ ক'রে চ'লেছে ! নদীর তীরে ঐ বেতসবন, ও ত' বেতস নয় ! নম্র কম্প্র ইশারা তোমার ?—ঐ ঢালুপার তোমার উরস সখা ! ঐ শ্রমণ নামছে নীরে, শূন্য কুম্ভ শিরে, তোমার নাম দিয়ে ও কলস পূর্ণ ক'রবে !

এই পথ দিয়ে যাবার বেলায় প্রতিবিম্ব রেখে গেছো ত' ?—কই, দেখি, দেখি (বিরল বেতস গুল্মের অভ্যন্তর দিয়ে শায়িতা অবস্থায় উচ্চপাড হতে নিম্নে জলের দিকে চেয়ে রইল : নীচে জল ভরবার সময় শ্রমণের কলসে শব্দ উঠছে বক্, বক্, বক্)

(পাহাড়ে প্রতিধ্বনি) প্রিয়ম্বদক ! প্রিয়ম্বদক ! প্রিয়ম্বদক !

সু—ঠিকই ত ! গেছে—এই পথ দিয়েই গেছে !

শ্র—(তাকে ঝুঁকতে দেখে) ও কি ! ও কি !

(নেপথ্যে প্রতিধ্বনি) সখি ! সখি ! সখি !

সু—(উঠে বসে) ডাকছ ? ডাকছ, প্রিয়ম্বদক !

শ্র—(সরে এসে) ভগিনী, তুমি কিসের সন্ধান করছ, ভগিনী ?

সু—আমি প্রতিবিম্বের সন্ধান করছি ভাই !

শ্র—কীসের প্রতিবিম্ব ?

সু—প্রিয়ম্বদকের প্রতিবিম্ব ।

শ্র—বুঝলাম না ভগিনী !

সু—বুঝবে না । কি করে বুঝবে ? তা যাক্—এই পথ দিয়ে কাউকে দক্ষিণে যেতে দেখেছো ?

শ্র—দেখেছি—বহু লোক দক্ষিণে গেছে।

সু—বহু লোক নয়! বহু লোক নয়! এমন কাউকে দেখেছো কিশোর কিশলয়ে সুপ্ত তন্দ্রর মত যার কিশোর দেহে চীর বাস? যার বালকের মত মুখে জ্যোতির্ময় বার্দ্ধক্য! (যার সুভাষ অধরৌষ্ঠ কোণে নিগূঢ় বেদনা? যার নয়নে নয়নে পরিতৃপ্তি আর দৃষ্টিতে চির সন্ধান?—দেখেছো?) 'এই পথ' দিয়ে সে গেছে—আমি জানি সে এই পথ দিয়ে গেছে—

শ্র—এই পথ দিয়ে সে গেছে?

সু—হ্যাঁ, এই পথ দিয়ে সে গেছে! এই নদীর তার অনোমা, সে হয়ত এইখানে অশ্বত্যাগ ক'রে পরিব্রাজক হ'য়ে গেছে—তার সন্ন্যাসে এখানকার তরুলতা এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—শুনতে পাও না?—তাকে দেখ নি?

শ্র—ভগিনীর হয়ত ভুল হ'চ্ছে?

সু—ভুল?

শ্র—(স্বগতঃ) "অনোমা" "অশ্বত্যাগ ক'রে পরিব্রাজক", ভগিনীর ভিক্ষুণীর বেশ! ভগিনী বুদ্ধপ্রেমে উন্মাদিনী! ('প্রকাশ্যে') আপনার ভুল নয়, আমারই ভুল! আসুন আমি আপনাকে নিয়ে যাই—তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব—এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক দিয়ে!

সু—(যেতে যেতে) তোমার কুম্ভে বুঝি নাম ভ'রে নিয়েছো?

শ্র—(চমকিত) হাঁ, ভগিনী!

সু—তোমরাও তাকে এত ভালবাসো?

শ্র—হ্যাঁ, ভগিনী, বিশ্ব তাঁকে ভালবাসে ভগিনী! তিনিও বিশ্বকে ভালবাসেন।

সু—না,না, ভুল!—সারা বিশ্বকে ভালবাসতে যাবে কেন? আমাকেই ভালবাসে।

শ্র—(হেসে) তাই হ'ল বোন।

(সংঘারামের কক্ষ)

শ্র—(বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে নির্দ্দেশ করে) ঐ দেখ বোন।

সু—এযে পাথর!

শ্র—নিখিলের শোকে!

সু—অমিতাভ!

প্র—হ্যাঁ, ভগবান, অমিতাভ। যে রূপ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিহ্বল ক'রেছে, বোন!

সু—প্রিয়ম্বদক, তুমি পাথর হ'য়ে বুদ্ধে পরিণত হ'য়ে গেলে?

আমার আলিঙ্গনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্বেব্যাপ্ত হ'লে সখা? আমি চেয়েছিলাম বিশ্বের এক প্রেমরৌদ্রকবোজ্জ্বল 'কোণে একাকী তোমাকে হৃদয়গত ক'রতে। একি হ'ল সখা? (শঙ্কা) ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ভগবান্, তোমাকে সখা বলে সম্বোধন ক'রলাম, ক্ষমা করো প্রভু, তুমি বিশ্বপতি। প্রভু অমিতাভ। তুমি কি প্রিয়ম্বদকের ছদ্মবেশে আমাকে বিবাগী করেছো? তোমার নাম "প্রিয়ম্বদক" এই ধ্বনিতে কি আমার ধমনীতে ধমনীতে প্রতিধ্বনিত ক'রেছো, প্রভু?

যদি তাই ক'রে থাকো—অন্ধ ছদ্মবেশ মোচন কর, ভগবান, দাসীকে চরণে স্থান দাও। (মূর্তির পদতলে পতন)

প্র—বুদ্ধম্ শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মম্ শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(অশ্বারোহণে প্রিয়ম্বদক, সম্মুখে বৃক্ষান্তরালে চাঁদ উঠছে, আকাশ লাল হয়ে উঠছে, সহসা অদূরে বহু পদের নূপুরধ্বনি, কয়েকটি বক সশব্দে উড়ে গেল—তাদের শব্দে মনে হলো তারা যেন ডেকে গেল "প্রিয়ম্বদক, প্রিয়ম্বদক"। প্রিয়ম্বদক পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকলেন "সুসঙ্গতা।")

নেপথ্যে—আঃ, কী কর! কী কর। দেখতে পাবে যে।

—কে দেখবে?

—ঐ যে ঐ চাঁদ—ঐ চাঁদ—দেখ, দেখ, পূবের আকাশটা দেখ—কী রাঙা, কী রাঙা! লজ্জায় গো, লজ্জায়।

—কেন?

—শৃঙ্গী চাঁদ ওর বুক ক'রেছে ক্ষত—ক্ষত—ক্ষত-বিক্ষত—শৃঙ্গীর শৃঙ্গার।

(কলহাস্য)

(নূপুরের শব্দ, প্রিয়ম্বদক পশ্চাতে একবার চকিতে চেয়ে লইলেন)

—ও কি? পালাচ্ছ কেন? শোনো, শোনো!

—বাঃ, বাঃ, বাঃ ! আজ কি রঙ্গের সময় নাকি ?

—তাই বুঝি ভ্রুভঙ্গ ? কিন্তু ?—

—কিন্তু ?

—কিন্তু ধরা না দিলে ত' ধরা পড়বে না !

—ধরা পড়ব কেন ?

—তবে পালাচ্ছ কেন ?

—না, না, না, তা কেন ? আমিত' ধ'রেছি।—দেখে যাও—দেখে যাও—আমার মুঠোর মধ্যে একটা প্রজাপতি ধ'রেছি—

—রাত্রে প্রজাপতি ধরেছো, সে কি ?

—তবে—হুস্—ছেড়ে দিলাম।—চ'লে যাও—অন্য ফুলে চ'লে যাও ! যাও !

—কই ? প্রজাপতি কই ?

—ওইত ! ওইত মধুপান ক'রে মাতালের মত, সামনে—ওই !

—ওঃ, আমি ?—এস ফুল ! এস কুরুবক, করবী, এসো চম্পক, মল্লিকা, এসো নিশিগন্ধা, এসো, এসো, কুমুদিনী !

—চুপ, চুপ, চুপ !

—কেন ?

—শুনছ না ? (নিকটে বহু নূপুরের ধ্বনি) কারা আসছে ?

—কি ক'রে জানব ?

—রাণী সুদর্শনা আসছেন সখিদের সঙ্গে।

—এ পথে ?

—মহেশ মন্দিরে ব্রত আছে।

—ব্রত ?

—হ্যাঁ, পুত্রেষ্টি ব্রত।

—চলো স'রে যাই।

—কোথায় ?

—ঐ ছায়ায়।

—ছায়ায় ?—তুমি যদি ? যদি তুমি—?

—তবে ঘর ছেড়ে এলে কেন ?

—না এসে যে পারিনা ! (কলহাস্য)

প্রিয়ম্বদক (নিম্নস্বরে)—প্রিয়ম্বদক, তোমার চতুর্দ্দিকে 'মার'! দেখতে পাচ্ছো না? বুঝতে পারছনা?

ঐ যে আলোতে ছায়াতে বিভ্রম—ঐ যে পূর্ব্বাকাশে—

—প্রবাল পালঙ্কে—

প্রথম বাসর লজ্জা!

ঐ যে—

পল্লবে পল্লবে ছুরিত—

'অপাঙ্গ দৃষ্টি'!—

ঐযে—হেথা হোথা—

—কাশে কাশে উচ্ছ্বসিত—

—সারি সারি রূপসীর—

—সাধ্বস-কম্পিত—

—কুচকুম্ভ বিভ্রম!

ঐ পদ্মমধ্যগতা রাজহংসীর

মুহুর্মুহু গ্রীবার আক্ষেপ!—

ফেনিল জ্যোৎস্নায়—

নবনীতখণ্ডের মত—ভাসমান—

সৌবভের ভ্রম—

সব মারের প্রলোভন, প্রিয়ম্বদক, সব মারের প্রলোভন!

(অপেক্ষাকৃত প্রকাশ্যভাবে) কিন্তু কী সুন্দর! মায়াবী জগৎ—তার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ইন্দ্রজাল—মনে হয় প্রিয়ম্বদক স্বয়ং লক্ষ্যহীন একখণ্ড ইন্দ্রজালের মেঘ!

(আশে পাশে নূপুরের শব্দ ও চকিত হয়ে প্রিয়ম্বদকের পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ; অতি নিকটে নূপুর ধ্বনি ও বহু নারীর কলহাস্যে চকিত হয়ে, সহসা অশ্বের বর্দ্ধিত গতিবেগ, প্রিয়ম্বদকের পতন ও মূর্চ্ছা; আহত-মস্তকে রক্তস্রাবণ হ'চ্ছে)

নেপথ্যে—এই দিক দিয়ে মহারাণী, এই দিক দিয়ে।

(সখিসাথে রাণী সুদর্শনার প্রবেশ)

১মা সখি—পথিমধ্যে এক সম্বিৎহীন পুরুষ মহারাণী।

২য়া—যুবক মহারাণী,

৩য়া—কিশোর, মহারাণী !

রাণী—(অগ্রসর হ'য়ে) কিশোর ? কই দেখি দেখি ! আহা !

(নিজের অবগুণ্ঠন খুলে দিয়ে অনেকা সখীর প্রতি)

যা কাঞ্চন, আমার অবগুণ্ঠনটা ঐ পল্বলে ভিজিয়ে নিয়ে আয়। যা—ছুটে যা।

১মা—মহারাণী, রাজধানীর পান্থশালায় এই ভিক্ষুকে পরিচর্য্যার জন্যে পাঠিয়ে দিন। মন্দির এখনও দূরে—প্রায় মধ্যরাত্রি—যেতে দেরী হবে।

রাণী—সখি, আঁচল দিয়ে বাতাস কর—দেবাদিদেব আমাকে পরীক্ষা করছেন, সখি !

(কাঞ্চন অবগুণ্ঠন ভিজিয়ে আনলে প্রিয়ম্বদকেব মুখেব উপর নিঙ্ড়িয়ে দিয়ে)

কুমার !

কাঞ্চন—মহারাণী, বৌদ্ধ ভিক্ষু।

রাণী—না, কাঞ্চন, ও কুমার। তা না হ'লে আমাব মুখ থেকে "কুমার" সম্বোধন কেন খসল ?

১মা—রাণী, মন্দির এখনও দূরে।

রা—কাঞ্চন, ওকে চুপ করতে বল, কাঞ্চন। দেবাদিদেবই এই পথিককুমারকে আমার পথে ফেলে রেখেছেন—আমার বাৎসল্যের প্রস্রবনের মুখ খুলে দিতে! তাই ওকে দেখে আমার অন্তর গ'লে গেল, স্তন্যের সঞ্চার হোল, কাঞ্চন ! দেখ্ দেখ্, এইবার হয়ত জ্ঞান ফিরে আসছে।

২য়া—বিলম্বে ব্রত অসম্পূর্ণ থাকবে, মহারাণী।

রাণী—এই আমার ব্রত উদ্‌যাপন, সখি। এই আমার মানসপুত্র—এই মুখ আমি স্বপ্নে দেখেছি—এই মুখ আমার অন্তরে অন্তরে কামনা হ'য়ে লীন ছিল !

কা—মহারাণী, সরে এসো, পথিক মুমূর্ষু, এক্ষুনি শবে পরিণত হবে—শব ছুঁলে দেহ অশুচি হবে, পুজো বন্ধ হবে—স'রে এসো।

প্রি—(অস্ফুটস্বরে) হাঁ, স'রে যাও—স'রে যাও—পথ দাও—একখানা গুরুভার তরবারী দিতে পারো ? সম্মুখের অরণ্য কেটে দিই। তাম্রপর্ণীর পথটা হারিয়ে গেছে ! কোথায় যে হারিয়ে গেল !

কা—মরছে, ও মরছে মহারাণী, দেখছোনা হাতদুটো কঠিন হ'য়ে আসছে।

প্রি—ম'রব কেন? ঐত নূপুরের ধ্বনি—কণ্টকের ভয়ে—বামহাতে ঘাঘরার কোনটি তুলে জ্যোৎস্নার পথ ধ'রে ঐত আসছে! পাদুটো রজতখণ্ডের মত আলোয় ঝিকমিক ক'রছে! ঐ ত এল ব'লে।......একসঙ্গে যাবো—কোথায় চলেছো? দাঁড়াও—দাঁড়াও সুসঙ্গতা! আমি যে চলতে পারছি নে।—দাঁড়ালো না! মিলিয়ে গেল। ধূপের মত মিলিয়ে গেল!—একা একা কোথা যাবো?

রাণী—আহা। কোথা যাবে কুমার?

প্রি—এসেছো? এসো, তোমার সঙ্গে যাবো—

—অনন্তকাল ধ'রে পাশে পাশে যাবো—

উপচার পাত্রের মধ্যে ধুপাধারের মত—সঙ্গে যাবো—

নর্ত্তকী সেজেছো?—বাঃ, কী সুন্দর তোমার বেশ!

হাতে মণিকঙ্কণ, গলে চন্দ্রহার, চরণে নূপুর, কটিতে ময়ূরকণ্ঠী ঘাঘ্‌রা।

(চক্ষু মুদ্রিত করল)

রাণী—কাঞ্চন, জল দে, জল দে!

প্রি—জল আনতে চ'লেছো সুসঙ্গতা? আমাকে বাঁচাবে?...আনো, আনো, তোমার চম্পককর্বপুটের এক অঞ্জলি আমার কপালে ঢেলে দাও। অদৃষ্ট পরিচ্ছন্ন হোক!—

একি?' হঠাৎ একি হ'ল?—তোমার মাথায় ছিল শূন্যকুম্ভ—সেই কুম্ভ হ'ল সুধাপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ—টলমল করছে তোমার প্রতি পদক্ষেপে—

তোমার কণ্ঠহার—

হ'ল ছায়াপথ, তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে দুলছে—

তোমার কঙ্কণ,—

গিরিনদীর বাঁক, তোমার চলার ঠমকে ঠমকে বাঁকে বাঁকে ওঠে ঝঙ্কার—

তোমার সিঁথি,

হ'ল আমার তাম্রপর্ণীর পথ, পায়ে চলার পথ, যতই চলি ফুরোয় না—

আমার আঘাতের রক্তরাগে সে পথ হ'ল সিন্দুর লাঞ্ছিত!

এই রেখার শেষে

তোমার ঘনচিকুরের অন্ধকার।

চোখের সম্মুখে আঁধার, তুমি কই সুসঙ্গতা? কে আছো আমাকে একখানা 'রত্নখচিত' গুরুভার তরবারী দাও—সম্মুখের এই আঁধারকে কেটে

থান থান ক'রে দেব !…সুসঙ্গতা হারিয়ে গেল—কোথায় গেল ?
…নীল যমুনার ধারে পাটলীপুত্রের ঐ মেঘপ্রতিচ্ছন্ন প্রাসাদ—কিন্তু সেই বাতায়ন শূন্য—তুমি কি প্রাসাদের প্রমোদ কক্ষে ?
—তুমি কাঁদছ সুসঙ্গতা ?—দাঁড়াও—কে আছো একটা অশ্ব দাও—একখানা তরবারি দাও !—

রাণী—কুমার !

প্রি—কে ?

রাণী—মা !

প্রি—মা ? একখানা তরবারি দাও তো মা—তার মুখটা হবে ঐ চাঁদের শৃঙ্গের মত তীক্ষ্ণ বাঁকা—দাও তো। কই, দিলে না ?

রাণী—তাই দেব কুমার, তাই দেব। (অশ্রুমোচন)

কাঞ্চন—(জনান্তিকে) বন্ধ্যার বাৎসল্য গোশকটে গঙ্গাজলের পূর্ণকুম্ভ—আচ্ছাদনহীন—পথে পথে চ'ল্‌কে চ'ল্‌কে পড়ে।
(প্রকাশ্যে) আপনি উঠুন, মহারাণী, আমরা ওকে তুলে নিয়ে প্রাসাদে যাই।

প্রি—না, না—একখানা তরবারি দাও—দিয়েছো ?—এইত' প্রমোদকক্ষ—শূন্য—সে কই ?—সুসঙ্গতা ! " সুসঙ্গতা !—এই যে তুমি এখানে ! এই আধো-অন্ধকার ঘরে, ভিখারিণীর বেশে—গৈরিক ধারার মত তোমার অশ্রু ঝরছে কেন ? দেখো, আমি এসেছি ! দেখলে না ? চিনতে পারছো না ?—আমি তাম্রপর্ণী যাইনি—পথ থেকে ফিরে এলাম—তুমি যে কাঁদছিলে !—চিনতে পারছো না ? প্রদীপটা উস্কে দাও—এখনও চিনতে পারছো না ? ওকি, শূন্য দৃষ্টিতে কাকে দেখছ ?…তুমি কি ভুলে গেছ ?…আমি যাই তবে। কোথা যাই ?—
—বসন্তক, এসেছো বন্ধু ? তোমার মাথায় নিষ্ঠুর সাদা কেশ কেন ? তুমি বুঝি যুগযুগান্তর ধ'রে বেঁচে আছো ? আমিত' মরছি…কোথায় যাচ্ছ, বসন্তক ? তোশালী ?—ঐ পোড়া বন্দরে, ঐ আধপোড়া নৌকায় কোথা যাবে ? তাম্রপর্ণী যাবে না—না, ও সমুদ্রে আমি নামব না—দেখছ না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন বিরাট ঢেউয়ের নিষ্ঠুর চমকে চমকে জীবন্ত জল আমাকে টানছে ? আমাকে গ্রাস ক'রবে, বসন্তক !

কাঞ্চন—চাঁদ ডুবছে, মহারাণী।

প্রি—সুসঙ্গতা পালিয়ে যাচ্ছে—কালো সমুদ্রটা কদাকার লোলুপ লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের আঙুল দিয়ে আমাকে ধরতে চাইছে—আমি পালাই—চল, আমরা পালাই বসন্তক, তাম্রপর্ণী গিয়ে কাজ নেই—সমুদ্র বুঝি সুসঙ্গতাকে ধ'রে ফেল্লে। সুসঙ্গতার ঘাঘরার কোণে চাঁদের ধারালো শৃঙ্গ আটকে গেল।—চাঁদটাকে নামিয়ে আনতে পারো—বসন্তক ?—এনেছো ? ছেড়োনা! আমি সুসঙ্গতাকে ধরি, ধরি!—(ঊর্দ্ধে বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ)

রাণী—(কাঁদতে কাঁদতে) কুমার, কুমার! তুই আয় কুমার! আমার প্রাসাদে চল্! তোর জন্যে বহুদিন থেকে প্রবালপালঙ্ক পেতে রেখেছি——রত্নখচিত তরবারি দেব—অশ্ব দেব—তুই উত্তরাপথ জয় করবি—বন্দিনীকে মুক্ত ক'রে আনবি, কুমার! (মূর্চ্ছা)

কাঞ্চন—(উদ্বিগ্ন) চাঁদ ডুবে গেছে—(সখিদের প্রতি) ওলো, মশাল জ্বালতে ব'লেদে! মশাল জ্বালতে ব'লেদে!

সপ্তম দৃশ্য

(অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাধারণ বিশ্রামকক্ষ, সম্মুখের দেওয়ালে বৃহদাকার একটি ক্যালেণ্ডারে বর্ষচক্র আঁকা: রত্না দক্ষিণের একটি আরাম কুর্সীতে বসে চিন্তামগ্ন, হাতে এই নাটকখানি, প্রিয়ম্বদক প্রবেশ করে পাশের একটি সোফায় (Sofa) বসে পড়ল: সিগারেট মুখে দিয়ে জ্বালবার জন্য দিয়াশলাই সন্ধান করতে হাতের বইটি টেবিলে নামিয়ে রত্না ড্রয়ার হ'তে দিয়াশলাই বের করে জ্বেলে তার সিগারেট ধরিয়ে দিল—দুজনের মধ্যে কেউই পূর্ব্ব অঙ্কের সজ্জা বদলায় নি)

প্রি—ধন্যবাদ।

র—উঃ, কী কষ্ট!

প্রি—কীসের ? তোমার সেই বুকের ব্যথাটার নাকি ?

র—না, না, না, সেটা সেরে গেছে। বলছিলাম কি, বৌদ্ধ ভিক্ষুনীর পোষাক প'রে রত্নার অভিনয় ক'রতে আমার যেন দম আটকে আসছিল।

প্রি—সুসঙ্গতার ঘাঘরা প'রে পা দুটো উলঙ্গ করতে ভাল লেগেছে, কি বল ? স্বভাব, রত্না, স্বভাব। মিস্ মার্গারেট মেয়ার ওরফে মায়া দেবী, তুমি যে ঐ পোষাকে অভ্যস্ত! কিন্তু স্টেজটাতো ক্রীকুল স্ট্রীট নয়। তা

যাক, (তার খোলা পায়ের দিকে চেয়ে) কিন্তু সাপের পেটের মত সুন্দর পা দুটো তোমার !

মায়া—সত্যিই বাঁচলাম।

প্রি—এখন ওড়নাটাও ছুঁড়ে ফেলে দাও না! ওর ভারটা বইছ কেন ?

মা—(কোমলকণ্ঠে) তুমি যে সামনে রয়েছো ভাস্করদা !

ভা—আচ্ছা, আমি না হয় চোখ বুজে সিগারেট টানছি।

মা—আচ্ছা, ভাস্করদা, এইমাত্র ভালবাসার দারুণ অভিনয় ক'রে এলে, তোমার মনে তার কোন রেশ নেই ?

ভা—বুজরুকি ! ভাষার বুজরুকি ! ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়া আর ছুঁড়ীগুলোকে ভোলাতে হবে ত ? পয়সা হবে কেন ? লোকে যে রসের চাইতে রসের ফেনা ভালবাসে—ভাস্কর বোসের পাঁচশ টাকা ওঠা চাইতো !

মা—আমার কানে কিন্তু সেই ভাষার ঝঙ্কার এখনও বাজছে ভাস্করদা—এই মাত্র ব'সে ব'সে ভাবছিলাম এ কেন সত্যি হ'ল না ?

ভা—জীবনের সঙ্গে অভিনয়ের তফাৎ রাখো না ব'লে তোমরা, মেয়েরা মরো !

মা—তবু মনে হ'চ্ছে সত্যি ! কেমন যেন চোখে মোহ চেপে এল—মনে হ'ল জানালা দিয়ে সত্যিই তোমাকে দেখলাম—কত কাছে !

ভা—আমাকে ? সত্যিকারের ভাস্কর বোসকে ?

মা—হাঁ।

ভা—মাই গড্ ।

মা—চেয়ারটা টেনে এনে তোমার আরো কাছে বসব ?

ভা—এ আবার জিগ্যেস করছ কি ?

মা—ভয় করে ভাস্করদা, কেমন জানি তোমার কাছে ভয় করে। বুক দুর দুর করে।

ভা—তুমি ঘুরিয়ে প্রেম নিবেদন ক'রছ মায়া ?

মা—না, না, না......আর, তা পারলাম কই ! গত জন্মে তুমিত' নন্দিতার নাগর ছিলে ?'

ভা—"গতজন্মে" ?

মা—থুড়ি, গত অঙ্কে !—সেইত' প্রেম নিবেদন ক'রেছিল ? আশ্চর্য্য এই নন্দিতাদি। রোহিনীবাবুর সঙ্গে বিয়ে না ক'রেও কতকাল কাটিয়ে

দিলে—বুকে ক'রে পাঁচ পাঁচটা সন্তান মানুষ ক'রলে—আজও যখন ষ্টেজে নেমে ভালবেসে কাঁদল, তখন মনে হ'ল ওর সত্যে আর অভিনয়ে কোনো তফাৎ নাই। ও তোমাকে ভালবাসে ভাস্করদা।

ভা—ভাস্করদার পেটিকোট আর বডিসের ধ্যানে বসবার বয়স নেই মায়া।

মা—সত্যিই ও তোমাকে খু—ব পছন্দ করে ভাস্করদা, আজ ষ্টেজে ও সত্যি সত্যি কেঁদেছিল—ষ্টেজের বাইরেতে কাঁদতে পারে না—তাই ষ্টেজে কেঁদে নিলে! আমি মেয়ে, আমি ওর মনটা বুঝি।

ভা—তোমার মনটা কে বোঝে মায়া?

মা—কেন, তুমি? তুমি বোঝনা ভাস্করদা?

(সুসঙ্গতা গত অঙ্কের পরিচ্ছদে প্রবেশ করে)

বোঝে গো বোঝে! মায়া, তুই এত হ্যাংলা কেন বল্ দেখি! তাইত' নাটকে তোকে শিমুল তুলোর রোল দেওয়া হ'য়েছে।

মা—সে কি নন্দিতাদি?

ন—যৌবন-চৈত্রের তপ্ত হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্চিস।

মা—তুলোর গুটির কোণে যে বীজটা আছে সেটা বুঝি নজরে পড়েনি?

ন—কিন্তু, (ভাস্করের দিকে নির্দ্দেশ করে) ও বড় শক্ত মাটি মায়া। গঙ্গা গঙ্গা চোখের জলের সেচ দিয়ে ভেজালেও ভেজে না।

ভা—ভেজে গো ভেজে। তবে গঙ্গোত্তরীর গঙ্গা হওয়া চাই, যেখানে তার শাখা বেরোয়নি! তুমিত' শাখাপ্রশাখাশালিনী বাংলার গঙ্গা। থাক্ সে কথা। তা' কেমন আছো, কলস্বনা?...রমণী রঙ্গিনীর জাত! রঙ্গটা কেমন লাগছে?

ন—ব্যঙ্গ ক'রছেন? সন্তানবতী ব'লে বুঝি আমার নিবেদনে মন উঠল না?

ভা—গত অঙ্কের রঙ্গলীলাটা তোমার পক্ষে ব্যঙ্গই নন্দিতা দেবী! সুসঙ্গতার নাচনীর পোষাক, হাঁটু পর্য্যন্ত খালি পা!—নাঃ!

মা—দেখ, দেখ ভাস্করদা, নন্দিতাদির চোখের জল এখনো শুকোয়নি!

ভা—(কৃত্রিম বিস্ময়ে) তাইতো! মায়া, মুছিয়ে দাও!

ন—(চটে) কেন, আপনি দেন না! এবার ষ্টেজে একখানা পুরো মাপের আয়না টাঙিয়ে রাখব—নিজের রঙ্গের ব্যঙ্গটাও চোখে পড়বে!

(ভাস্করের উচ্চহাস্য)

মা—ভারী অদ্ভুত দৃশ্য ! ভাস্করদা প্রেমে উন্মাদ !

(ভাস্করের পুনরায় উচ্চহাস্য)

তুমি এই চেয়ারে ব'সো, নন্দিতাদি, আমি ঐধারে তোমার সোফাটায় বসি।

ন—না, তুই বসে থাক। (চোখ মুছে) আচ্ছা নাটক লিখেছে, যাই হোক। এই জন্মের ভালবাসায় মানুষের বিশ্বাস নেই, তায় আবার জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা।

ভা—কবি নয়তো, উন্মাদ !

বসন্তক—কেমন মায়াদেবী ! কেমন নন্দিতা ভাই ! কেমন বই হয়েছে বলতো।

মা—সুন্দর ! মনে হয় সত্যি বুঝি ! আমারও কখনও কখনও মনে হ'ত মানুষ বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায়—ধরুন, আমাদের এই ঝাঁক।—জন্মজন্মান্তর ধরে—

ভা—(উচ্চহাস্য) চমৎকার ! "ঝাঁকে ঝাঁকে" ! ফাইন !

ন—আপনি এত জোরে হাসছেন কেন ? আমার মাথাটা দিপ দিপ ক'রছে।

ভা—আই সী ! আই কীপ মাম ! এ্যানাদার সিগারেট ম্যানেজার।

(বসন্তক ভাস্করকে সিগারেট দিয়ে নিজেই ধরিয়ে দিল)

ব—এই বয় ! চা নিয়ে আয়। একটু তাড়াতাড়ি করুন আপনারা। বেশী দেরী করবেন না। দেরী হ'লে নাটকটার ইন্‌টারেষ্ট চ'লে যেতে পারে। (ম্যানেজারের প্রস্থান)

(বয় চায়ের ট্রে নিয়ে এল ও নামিয়ে রেখে চলে গেল। ভাস্কর কয়েক কাপ চা তৈরী করে)

ভা—নাও, নন্দিতা দেবী।

ন—না।

ভা—তুমি নাও মায়া।

মা—(নন্দিতার দিকে আড়চোখে চেয়ে) থাক্ থাক্, আমি তৈরী ক'রে নিচ্ছি। তোমায় এক কাপ তৈরী ক'রে দেব নন্দা দি' ?

ন—দে।

ভা—হায়। চায়ের সঙ্গে যদি বুকখানাকে গুলে দিতে পারতাম ! কিন্তু

সে রসায়ন বিদ্যে যে জানা নেই। (নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে সুরু করল)—বাইদি বাই, আমাদের ধর্ম্মমহামাত্য ওরফে রোহিণী বাবু কই? ও—ভদ্রলোক এখনো মরেন নি বুঝি! আচ্ছা শক্তপ্রাণ!

(রোহিণী বাবুর ধর্ম্মমহামাত্যের বেশে প্রবেশ)

—ওয়েল কাম, গুড্ ফেলো। এই স্বর্গ তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছে, ওল্ড বয়। জন্মটা কেমন লাগল?

রো—সুপার ফাইন! জীবনের চেয়ে অভিনয় মিষ্টি হে! বিশেষ ক'রে—

ভা—বিশেষ ক'রে দরজায় খিল এঁটে আপনার প্রেম নিবেদনটা মারাত্মক রকম ফাইন!

মা—ভদ্রলোক যে জোরে আমাকে টিপে ধ'রেছিলেন।

রো—(ধমক দিয়ে) এ্যাও।

ন—চুপ ক'রে চা খা মায়া। তুমি এখান থেকে যাও তো। (রোহিণীর প্রস্থান)

মা—(লজ্জিত) না, এমনিই বলছিলাম।—

ম্যা—(প্রবেশ করে) আপনারা তাড়াতাড়ি সাজ বদলিয়ে নিন—নন্দিতাদেবী, মায়াদেবী, তোমরাও দেরি ক'রো না!

ন—আমার রোলটা মায়াকে দেন, ম্যানেজার বাবু, আমার মাথাটি কী রকম দিপদিপ করছে।

ম্যা—তাই কি হয়, নন্দিতা দেবী? একএকজন এক একটা রোলের জন্যই যেন জন্মায়!

ভা—ওয়েল সেড, ম্যানেজার!

(ম্যানেজার হেসে একটা ছোট নড্ করে বের হ'য়ে গেল)

ন—(ভাস্করের দিকে) কিন্তু এর পরে কি ক'রে আমি আমার রোলে পার্ট ক'রব, ভাস্কর বাবু?

ভা—(গম্ভীর) কেন?

ন—আপনার কুটিল ব্যঙ্গটা বাঁকা খোঁচার মত বুকে বিঁধে রয়েছে—সহজ হব কি ক'রে?

ভা—জীবনের সঙ্গে অভিনয় মিশিওনা, নন্দিতা। অভিনয়ের সময় নিজেকে আশীর্ব্বাদ ফুলের মত খুঁটে বেঁধে নিতে হয়, নন্দিতা দেবী, তা না হ'লে অভিনয়ের সময় 'আপন'টা হাতে পায়ে কণ্ঠে জড়িয়ে যাবে—

অভিনয় জমবেনা—"আশীর্ব্বাদ" বললাম এই জন্তে যে অভিনয়ের সময় নিজের মাঙ্গলিক স্পর্শটুকুও চাই!—চলো—আমার ব্যাজটাও রঙ্গের অঙ্গ, নন্দিতা!

ন—কিন্তু, ভাস্করদা, এরকম জন্মেজন্মে হারিয়ে খোঁজা, আর খুঁজে হারানো নেই?

ভা—বড় কঠিন সমস্তা। কিন্তু কই এ প্রশ্ন তো এর আগে কোনদিন জিজ্ঞাসা করনি নন্দিতা।

ন—গত জন্মে—

ভা—গত অঙ্কে—

ন—হাঁ, গত অঙ্কে অভিনয় করার পর হঠাৎ যেন ম'নে হ'ল মানুষের কতকি হতে পারে!

ভা—চলো, দেরী ক'রো না।

মা—বাঃ, আপনিত' আগে যাবেন।

ভা—ও, সরি, ভুলে গিয়েছিলাম।

মা—ভাস্করদার তা হ'লে ভুল হ'ল একটা?

ভা—কত ভুল হবে মায়া—এইত সবে শুরু! পরের অঙ্কে নেমে হয়ত নতুন আর পুরানো নামেই গুলিয়ে যাবে।

(ম্যানেজারের নূতন পোষাকে পুনঃ প্রবেশ)

ম্যা—হ্যাঁ, নতুন নামগুলো মনে রাখবেন যেন। আচ্ছা, দাঁড়ান একবার সকলের নতুন নামে রোল কল ক'রে নি। চম্পা?

মা—এই যে আমি এখানে।

ম্যা—শুভবর্দ্ধন?

ভা—আমি এখানে।

ম্যা—সুচরিতা?

ন—এখানে।

মা—ম্যানেজার বাবু, আপনি কে?

ম্যা—আমি উদয়দেব, শুভবর্দ্ধনের সখা।

মায়া—কবি বুঝি?

ম্যা—দেখছনা পোষাক? কিন্তু মহামন্ত্রী কই? রোহিণী বাবু, রোহিণী?

রো—(আড়াল হ'তে) যাচ্ছি, একটু দেরী হবে—গেলাসটা শেষ করে যাচ্ছি।

ম্যা—শীগ্‌গীর আসুন।

রো—(আড়াল হ'তে) আচ্ছা :যাই। (গ্লাস হাতে প্রবেশ)···চলো ভাই, তোমরা চলো। আমাকে বাদ দিলেই ত' পারতে। আই কাণ্ট এপ্রুভ। ফের নন্দিতাকে ভাস্করের পার্টনার ক'রে দিয়েছো? আবার নন্দিতা হাপুসনয়নে কাঁদবে—হয়ত সত্যি সত্যি কাঁদবে—আর মিছিমিছি ঐ কচি মেয়েটাকে (মায়ার দিকে নির্দেশ করে) নিয়ে ষ্টেজে বীভৎস রসের অবতারণা ক'রতে হবে আমাকে। অসহ্য! রোল পাল্টাও ম্যানেজার।

ম্যা—এক এক রোলে প্লে করবার জন্যে এক এক জনের জন্ম! একি আমরা ঠিক ক'রতে পারি ভাই?—এ যেন নেসেসিটি।

রো—ড্যাম নেসেসিটি। (বসে পড়ল)

ভা—(রোহিণীর হাত হ'তে গ্লাসটি কেড়ে নিয়ে) উঠুন, রোহিণীবাবু, সাজ ক'রে নিন।

ম্যা—এবার আবহ-সঙ্গীত শুরু হোক্, তা'হলে?

অষ্টম দৃশ্য

রঙ্গমঞ্চের আলো গাঢ় নীল। ধীরে ধীরে বর্ষচক্র স্ফুট হ'তে স্ফুটতর হ'তে লাগল। ধীর গম্ভীর সুর ঝঙ্কার বেজে উঠল: সঙ্গে সঙ্গে ঋতু বালক ও ঋতু বালিকারা একে একে নিজ নিজ স্থান হ'তে নেমে এসে পৃথক পৃথক নৃত্যের পর একত্রে নৃত্য আরম্ভ করল। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের দেবীদ্বয় হাতের তন্ত্র রেখে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার দ্বারা চলতি সুর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—ইন্দ্র হেসে মুখ ফিরিয়ে নৃত্যরত ঋতুদের প্রতি চেয়ে রইলেন। নৃত্য ও সঙ্গীত চলতে লাগল।

ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের উদ্দামতা ও রঙ্গমঞ্চের আলো কমে আসতে লাগল। অবশেষে রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল ও নৃত্যসঙ্গীত অস্ফুট হয়ে গেল।

(নেপথ্যে) (কেহ উচ্চৈঃস্বরে) রাজপুত্র উত্তরাপথের বৌদ্ধ রাজা জয় ক'রে ফিরে এসেছেন! উৎসবের আয়োজন কর! উৎসবের আয়োজন কর!

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদশিখরে রাজপুত্র শুভবর্দ্ধন ও মহামন্ত্রী—সময় রাত্রি—দূরে নগরী আলোক সজ্জায় ভূষিতা—আরও দূরে অন্ধকার বিরাট একটা স্তূপ—আলোকবিহীন স্তূপের দিকে শুভবর্দ্ধন চেয়ে আছেন। তাঁর পাশে মন্ত্রী দণ্ডায়মান। প্রাসাদশিখর রত্নদীপে আলোকিত।

ম—দেশ আজ অন্ধকার থেকে আলোতে উপনীত হ'ল রাজশ্রী! আপনার তরবারি সমগ্র উত্তরাপথের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের আশ্রয়গুলোকে বল্মীক স্তূপের মত ধ্বংস ক'রে দিয়েছে! (নিজের মনেই হেসে) বল্মীক স্তূপ! দংশন সামর্থ্যহীন লক্ষ লক্ষ, বিবর্ণ, বর্ণহীন পিপীলিকা! সৃষ্টির মিষ্ট পদার্থে বিরাগী! কিন্তু পৃথিবীর এত বড় নিরীহ শত্রুর জাতি আর নেই! বেদকে নিঃশব্দে জীর্ণ ক'রেছে এরা! বৌদ্ধস্তূপ নয়তো—বল্মীক স্তূপ! (উচ্চহাস্য)......

আপনি অন্যমনস্ক রাজশ্রী? (পুনরায়) আপনি অন্যমনস্ক রাজশ্রী?

শু—কী বলছিলেন মহামাত্য? আমার তরবারির উপাখ্যান? উপাখ্যানটা কেউ কোনদিন আমাকে খুলে বললে না। কিন্তু আজ ঐ দূরের প্রাচীন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ স্তূপের দিকে চোখ পড়তে মনে একটা চেনা আলোর চমক লাগল! মনে হল উপাখ্যানটা জানি, জানি, আমিও জানি! সহসা মনের রঙ্ ফিরে গেল

ম—ঐ কালো ঢিপিটা? আগেই বুঝেছি। রাজশ্রী—ওটা একটা স্তূপীকৃত আলো অশুভ—দেরী নেই, দেরী নেই, আজকার উৎসব আলোকে ওর নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দেরী নেই।

শু—আমি শুভ অশুভের কথা বলছি না, মহামাত্য! তরলান্ধকার আকাশে রাহুগ্রস্ত চাঁদের অর্দ্ধাংশের মত দিগন্তে ঐ স্তূপের ক্ষীণকঙ্কন বলয়ার্দ্ধ দেখে মনে হ'ল দিগন্তের নীচে ওর অপরার্দ্ধ উজ্জ্বল। আর সেই প্রচ্ছন্ন অপরার্দ্ধের জ্যোৎস্নায় আমার অন্তর সমুদ্র উদ্বেল।

ম—রাজশ্রীর সব বিচিত্র—বিচিত্র আপনার এই বর্ত্তমান অনুভূতি!

শু—মহামাত্যের সকল অনুভূতিই কি বিচিত্রহীন?

(প্রাসাদ শিখরে উঠবার সোপানে নূপুর ধ্বনি—কেউ চঞ্চল পদে উঠে আসছে : সেই নূপুরধ্বনি প্রাসাদের মধ্যে ঝম্ ঝম্ করছে)

ম—(অস্ফুটস্বরে) সব অনুভূতিই নিতান্ত দৈনন্দিন নয় রাজশ্রী! আছে—কারণহীন, দুর্বোধ্য—এই দিনরাত্রি, এই দেহের শৃঙ্খলার বাইরেও অনুভূতি আছে—সামান্য সঙ্কেতে মনের কোনো গুপ্ত বাতায়ন সহসা খুলে যায় আর সেই বাতায়ন পথে ভেসে আসে নামহীন, গোত্রহীন স্মৃতির শিঞ্জিত।

(দ্রুতপদে রাজনর্ত্তকী চম্পার প্রবেশ)

চম্পা—রাজন্, রাজন্, রাজশ্রী!

শু—কী সংবাদ চম্পা?

চ—এই যে, আপনি অক্ষতদেহে বিরাজ করছেন রাজশ্রী? (উদ্দেশে নমস্কার করে) চক্রপানি, তুমি মঙ্গলময়।

শু—কী ব্যাপার চম্পাবতি?

চ—নৃত্যসভায় আপনার অপেক্ষা করছিলাম, মৃদঙ্গে প্রথম আঘাত পড়তেই নগর শিবিরে সে কী কোলাহল।—ছুটে পথে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম—

শু—কী দেখলে চম্পা?

চ—দেখলাম অশ্বারোহী সৈন্যেরা, রাজপথে পাতা উৎসব আসরগুলোকে ভেঙে, বিহ্বল নাগরিক নাগরিকাদের মথিত ক'রে, ছুটে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে গেল। বীণা, মৃদঙ্গ অশ্বখুরের আঘাতে ভেঙে চুরমার হ'ল রাজশ্রী।—এই যে, আপনিও এখানে মহামাত্য। আমি ভেবেছিলাম—

ম—তুমি বুঝি ভেবেছিলে মহামাত্য কাল্পনিক ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত?

চ—আমাকে কোন কিছু বলতে বাধ্য ক'রবেন না মহামাত্য।

ম—নর্ত্তকী, তুমি মহারাজের বহুপোষ্যার মধ্যে একজন। রাজশ্রীর জন্যে এতটা উদ্বিগ্ন হবার অধিকার তোমার নেই, নর্ত্তকী। তুমি কি রাজশ্রীর?—

শু—থাক্, মহামাত্য, ও আমার প্রিয়পাত্রী। কিন্তু কী ব্যাপার, মহামাত্য?

ম—(দূরে অন্ধকার স্তূপটির দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে) অতি লঘু ব্যাপার রাজশ্রী। (সোল্লাসে) হ'য়েছে! হ'য়েছে! অন্ধকার থেকে আলোতে! অন্ধকার থেকে আলোতে! ঐ দেখুন রাজশ্রী, জ্বলছে! শুষ্ক বেতস স্তূপের মত জ্বলছে! সমস্ত আকাশটা হাসছে মহারাজ! আজকার

আলোকসজ্জা সম্পূর্ণ হ'ল।

(নেপথ্যে) জয় মহারাজ শুভবর্দ্ধনের জয়! জয় মহারাজের জয়!

শু—জয়ধ্বনি বন্ধ করতে আদেশ করুন, মহামাত্য। আপনি ভুল ক'রেছেন। ঐ উদ্যত অগ্নিশিখা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ চেটে নিচ্ছে! ঐ উত্তরাকাশের মত আমার অন্তরাকাশ ঝলসে গেল!

চ—বিশ্রাম কক্ষে চলুন, রাজশ্রী।

শু—চলো চম্পাবতি। (অমাত্যের দিকে) আজকার কোনো রাজকার্য্য অসমাপ্ত আছে মহামাত্য?

ম—না, রাজশ্রী।

শু—প্রাসাদ ত্যাগ ক'রবার আগে উদয়দেবকে আমার বিশ্রাম কক্ষে পাঠিয়ে দেবেন।

ম—যে আজ্ঞা, মহারাজ। (প্রস্থান)

শু—দেখতো চম্পা, ঐ স্তূপটার দাহ শেষ হল কি না? আমি দেখতে পারছি না। তাই মুখ ফিরিয়ে আছি—মনে হচ্ছে না এখান পর্য্যন্ত উত্তাপ আসছে?

চ—দাউ দাউ ক'রে এখনো জ্বলছে। উত্তাপ কি এখান পর্য্যন্ত আসে রাজশ্রী? প্রায় অর্দ্ধ যোজন দূর। আর, আজকার রাত্রি স্পর্শশীতল—পায়ের নীচে মর্ম্মরখণ্ডগুলি শিশিররাত্রে চন্দনদ্রব্যের মত হিম। উত্তাপ? কোথাও উত্তাপ নেই, রাজন্!

শু—আমার হৃদয়ের চতুর্দ্দিকে চিতার উত্তাপ, চম্পা।

চ—চক্রপানি, রক্ষা করুন!

শু—চলো, চম্পাবতি। চলো, এই উত্তাপ থেকে স'রে যাই চলো।

(নাববার সোপানের সম্মুখের রত্নদীপাধারে উজ্জ্বল প্রদীপ, নাববার মুখে চম্পা ফুঁ দিয়ে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল)

চ—এই দীপটার জ্বালাই হয়ত রাজশ্রীকে ব্যথিত করছিল—

শু—অন্ধকারের কোনো ব্যথা নেই, চম্পাবতি! অন্ধকারের নিম্নগামী সোপানের মত সুগমও কিছু নেই!

চ—এই দিক দিয়ে রাজশ্রী! এই দিক দিয়ে!...আমার হাত ধরুন!

শু—তোমার হাত কী শীতল চম্পা!

চ—(অস্ফুটস্বরে) এই সোপান শ্রেণীর যেন শেষ না হয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ষ্টেজ অন্ধকার)

—"অন্ধকারে ডুবে ব'সে আছো কেন, সখা ?"

—"উদয়ের প্রতীক্ষায় বন্ধু !"

—"প্রতিহারি দীপ নিয়ে এসো !"

(প্রতিহারি বহুদীপ সম্বলিত বৃহৎ দীপাধার এনে কক্ষ মধ্যে স্থাপিত করে চলে গেল—কক্ষ আলোকিত হ'লে দেখা গেল শুভবর্দ্ধন শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট—শয্যাধারের একপাশে চম্পাবতী আনতমুখী হ'য়ে উপবিষ্টা—দ্বারে উদয়দেব দাঁড়িয়ে)

উদয়—আশ্চয্য এই দীপ, বন্ধু ! আবির্ভাবেই একটা অভিনব সংস্থান প্রকট ক'রে দিল ! (প্রবেশ করে)

চম্পা—আমার সংস্থান, উদয়দেব ? সেটাই কি অভিনব ? ভুল আপনার উদয়দেব ! আমার অধিষ্ঠান চিরদিনই প্রত্যন্তে—দুর্গের অভ্যন্তরে আমার প্রবেশ নেই ! আমার বিচরণক্ষেত্র দুর্গের বাইরে—দুর্গচ্ছায়ার প্রান্তে প্রান্তে (রাজশ্রীর বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে) ঐ দুর্গ গবাক্ষের যে কপোতী সে এখনো অনাবিষ্কৃত আকাশে অদৃশ্য—আমি এসেছিলাম রাজশ্রী অসুস্থ ছিলেন বলে !

উ—(কোমল কণ্ঠে) থাক্, চম্পা, থাক্ ! আর একদিন তোমার এই কথার সম্পূর্ণ অর্থ বোঝবার প্রয়াস ক'রব—আজ থাক্ (শুভবর্দ্ধনের দিকে ফিরে) কিন্তু, অসুস্থ কেন ?

শু—সেই 'কেন'টা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বলেই এই অসময়ে তোমাকে ডেকেছি, বন্ধু। সেই 'কেন' টা নিজে জানলেও বৈদ্যকে ডাকতাম।

উ—সেইজন্যে চম্পাকেও ডেকেছিলে ?

শু—হাঁ, এই জন্যে চম্পাকেও ডেকেছিলাম। তুমি আসার আগে নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে চম্পাকে সমস্ত বলেছি—চম্পাকে জিজ্ঞাসা করো উদয়দেব।

উ—তুমিই বল চম্পা, রাজশ্রীর অসুস্থতার কারণ বল।

চ—অদ্ভুত কাহিনী, উদয়দেব ! বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসার পর এক পূর্ণিমা রাত্রে রাজশ্রী স্বপ্নে দেখলেন নগরীর বাইরে বৌদ্ধস্তূপে—কী বলব রাজশ্রী ?

শু—যে নামে অভিহিত করবে তাই সত্য হবে!

চ—দেখলেন, নগরীর বাইরের বৌদ্ধ স্তূপে তাঁর জন্মজন্মান্তরের অন্তর সহচরীকে—স্বপ্নের প্রদোষে—নিদ্রা আর জাগরণের সন্ধিতে তাঁকে চিনতে পারলেন না—কিন্তু অতি পরিচয়ের একটা আভাস তাঁর মনকে সেই রাত্রি থেকে বিধুর ক'রে ছিল—ঠিক বলা হ'ল রাজশ্রী— ?

শু—ঠিকই হ'ল চম্পা।

উ—তারপর ?

চ—তারপর আজ রাত্রে মহামাত্যের আদেশে সেই স্তূপের দাহ—স্তূপ যত পুড়তে লাগল রাজশ্রী বললেন তাঁর অন্তর তত পুড়ে যেতে লাগল! এখন তিনি কোনো আলোক সহ্য করতে পারছেন না—তাই অন্ধকারে তাঁর নিজের কুণ্ডল বিচ্ছুরিত কিরণকে মাত্র সম্বল ক'রে আপনার অপেক্ষায় বসেছিলেন।

শু—তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম, উদয়। এই বিকার থেকে আমাকে উদ্ধার কর, বন্ধু! এ এক সাংঘাতিক বিকার উদয়দেব—যে বিকারের কোনো ইন্দ্রিয়গোচর উপলক্ষ্য নেই সে বড় সাংঘাতিক বিকার—আমার এই উপলক্ষ্যহীন বিকার নষ্ট কি ক'রে হবে উদয়দেব ? চোখ মুদলে দেখতে পাই—সেই স্তূপ দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, আর সেই বহ্নি সম্পৃক্ত ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে—

উ—(বাধা দিয়ে) তার তপ্ত কাঞ্চন তনুর অংশে অংশে তাম্রবর্ণের কলঙ্কের উদয় হ'চ্ছে! সহসা একটা স্পর্শবিহ্বল অগ্নিশিখার চুম্বনে তার চোখ দুটো অন্ধ হ'য়ে গেল! এই ত'। আমি তাকে চিনি শুভবর্দ্ধন—সে অন্ধ হ'লেও এখনও জীবিত।

চ—রাজশ্রীর স্বপ্নমূর্ত্তি সত্য ?

উ—রাজশ্রীর স্বপ্ন কি ব্যর্থ যায় চম্পাবতী ?

শু—সে কোথায় ? সে কোথায় উদয়দেব ?

উ—আমার আশ্রয়ে, শুভবর্দ্ধন ; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শু—(ধীরে ধীরে) অন্ধ হ'য়ে গেল ?

উ—(হেসে) হাঁ, তোমাকে দেখবার আগে অন্ধ হ'য়ে গেল সে ? তা না হ'লে নাটকের এই খানেই যে ছেদ পড়ে, বন্ধু !

চ—কি নাম তার, উদয়দেব ? খুব রূপবতী ?

উ—নাম, সুচরিতা; কৃচ্ছ্র সাধনায় পাণ্ডুর তার বর্ণ—ইদানীং আবার অন্ধও। হেথা হোথা পাণ্ডুর দেহে দাহের ক্ষত চিহ্ন—তার, ভাই, প্রদোষের রূপ! যেমন তোমার মধ্যাহ্নের! আমি তার নূতন নাম দিয়েছি; প্রদোষবতী। (শুভবর্দ্ধনের দিকে) তাকে দেখতে চাও? —দিগ্বিজয়ী বীর, তাকে জয় করা সহজ হবে না—যে ইন্দ্রিয়পথে তোমার কন্দর্পের মত রূপ তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হ'ত সে পথ অদৃষ্ট বন্ধ ক'রে দিয়েছে—আর, লোকাচার এক দুস্তর ব্যবধানের খাদ কেটে দিয়েছে তোমার আর তার মাঝখানে—সে শুধু বৌদ্ধ নয়, সে জাতিতে শবরী।

চ—শবরী? তুমি আশ্রয় দিলে উদয়দেব? ব্রাহ্মণরা জানলে তোমাকে পতিত ক'রবেন, উদয়দেব!

উ—চম্পাবতি, পতিত ক'রলে মাটিতেই পড়ব, ঊর্ধে কিছুই চিরকাল থাকে না।—বর্ষে বর্ষে কোটি কোটি পাতা পড়ছে এই মাটিতে—কত ফুল, কত ফল পড়ছে, কত শত বারিবিন্দু পড়ছে, আর কত লক্ষ উল্কা! আমি ত মাটিতেই প'ড়ে আছি চম্পা।

চ—তুমি নগরীর মধ্যস্থল থেকে বহিষ্কৃত হবে, বিষ্ণু মন্দিরের ছায়ার বাইরে বিতাড়িত হবে।

উ—এতদিন প্রাসাদের কাণাচে ছিলাম, এইবার তা হ'লে মুক্তি পাবো।

শু—উদয়দেব! না:, থাক্!

উ—কী বল? তুমি রাজা, তোমার দ্বিধা কেন?

শু—তুমি যদি এই শবরীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়ো, উদয় দেব? একত্র বাস যে অনুরাগের প্রথম অধ্যায়।

উ—(হেসে) অনুরাগ! অনুরাগই হবে। স্ফটিক বক্ষের মত আমার মন; সন্নিহিত বর্ণের রাগে রঞ্জিত হয় সে। তোমারও তাই হয়, তুমি বুঝতে পারো না। —যে প্রশ্নের সমাধানের ব্যাকুলতায় আমার সহায়তা চেয়েছিলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাই।

—আচম্বিতে জন্মজন্মান্তরের আকাশ থেকে স্খলিত যে কিরণ তোমার মনের স্ফটিক-কক্ষে ধরা প'ড়ে গেছে, সে মিথ্যে নয়—তাকে অবিশ্বাস ক'রো না। সান্নিহিত্যের রাগে রঞ্জিত তোমার মনে সহসা দূরাগত রশ্মির যে আভা প'ড়ে হারিয়ে গেল না, মিলিয়ে গেল না, সে রশ্মির কেন্দ্র

তোমার অনন্ত জীবন আবর্ত্তের কোথাও না কোথাও নিহিত—তাকে অবিশ্বাস ক'রো না।

শু—অবিশ্বাস ক'রবো না?

উ—না। অদ্ভুত আতসী কাঁচ এই মানুষের মন—কাল কালান্তরের নষ্ট পরিচয়, পথিভ্রষ্ট কিরণকে সংহরণ ক'রে সে দীপ্তিমান—মনে হয়, মাত্র সন্নিধানের বর্ণ সমাবেশই সত্য, কিন্তু এ মনে হওয়া মিথ্যে—

চ—(স্বগতঃ) সন্নিধানের বর্ণ? আমি কি তবে মাত্র সন্নিহিত বর্ণ?

উ—(রাজার প্রতি) কাঁচে কাঁচে পার্থক্য আছে ভাই, মনে মনেও; কোনো মন ধরে কল্পান্তের রশ্মি—কোনো মনে গৃহকোণের প্রদীপের আলো ছাড়া দূরতর কোনো আলোই ধরা পড়ে না।

(রাজশ্রী নির্ব্বাক)

উ—আজ আসি ভাই। সুচরিতা একা আছে—অন্ধত্ব তার এখনও স'য়ে যায় নি। মানুষের কথায় কথায় বিশ্বের বর্ণ সে চিনতে শিখছে। আসি ভাই—প্রয়োজন হ'লে ডেকো। আমি তোমার চির আজ্ঞাবহ, রাজশ্রী। (প্রস্থান)

চ—(দৃঢ়স্বরে) মিথ্যে, মিথ্যে, কবিকল্পনা! স্বপ্ন, রেশমের ফাঁস—যত সে ফাঁস নিয়ে টানাটানি করি ততই জড়িয়ে যায়—আমারও মন এমনি একটা রেশমী ফাঁসে জড়িয়ে গেছে, কত টানাটানি করছি, মনকে খুলে নিতে পারছি না! তা না হ'লে এমনি ক'রে—(গাঢ়স্বরে) এমনি ক'রে—?

শু—তাই হবে চম্পা—তাই হবে! মিথ্যেই হবে! মিথ্যা না হ'লে উদয়দেবের—(নির্ব্বাক)

চ—(স্বগতঃ) হয়ত সত্যি! তা না হ'লে এমনি ক'রে কিরণ-পথে-পরমাণুর মতো তোমার দৃষ্টিপথে আমার মন নাচে কেন?—কী নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচ্ছলে নির্দ্দয় অদৃষ্ট তোমার সঙ্গে আমাকে এক গ্রন্থীতে বেঁধে দিয়েছে!—কিন্তু, তুমি রাজা, আমি নর্ত্তকী; তুমি প্রশ্ন, আমি উত্তর—কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর নেই!

শু—মিথ্যেই হবে চম্পা! তা হোক—তুমি, একবার সুচরিতার কাছে যাবে?

চ—আমি যাব কেন? আপনার দূতী হ'য়ে?—

(সহসা নীচু হয়ে পায়ের নূপুর জোড়া খুলে রাজশ্রীর পদপ্রান্তে রেখে) আমার প্রতি আপনার প্রসাদ প্রত্যাহার করুন, রাজশ্রী।—আমি পেরে উঠছি না।

উ—(চম্পার হাত ধরে তাকে উঠালেন) চম্পাবতি। আমাকে ভুল বুঝো না। মনোবিকারে আমি এখনও অধীর হইনি!

চ—আমাকে ক্ষমা ক'রবেন রাজশ্রী, আমার এইটুকুই যথেষ্ট। এই এক নিমেষের কোমল আহ্বান। আমার অদৃষ্টে নিমেষের মধু—অন্যকার ভাগ্যে প্রহর-প্রহরান্তরের নিরবচ্ছিন্ন প্রসাদ, তা নিয়ে আর ভাবব না। ক্ষমা করুন রাজশ্রী।

উ—ক্ষমা ক'রলাম, চম্পাবতি।

চ—আমি যাবো, তার কাছেই যাবো। আপনার দূতী হ'য়ে যাবো। কি বলব রাজশ্রী?…"তোমার রূপ আমার কাছে মৃত্তিকার মণ্ড নয়, সে যেন কল্পলোক থেকে আমার জন্মজন্মান্তরের বৃহৎ ভাগ্যফলের মত ভেসে এসে আমার রাজ্য- সীমায় ঠেকেছিল।"—এই বলব? আর, রাজশ্রী, বলব কোন ভঙ্গীতে? আমার ওড়নাটা মাথায় জড়িয়ে নতজানু হ'য়ে?

উ—(ঈষৎ অধীর) সব কথাত' শুনেছ? অন্ধকারে ব'সে ব'সে সব কথাই তো ব'লেছি তোমাকে? যা সত্যি, তাই বলবে! না, না, তাই ব'লে ভেবোনা, আমি কারো প্রণয়াকাঙ্ক্ষী! (কৃত্রিম উৎসাহের সাথে) উদয়দেবের মনকে সরস ক'রে পরভোজী লতার মত অন্ধার প্রণয় যেন 'উদয়দেব'কে না বেঁধে ফেলে। —তুমি, আমার হ'য়ে আমার প্রণয়ের আলেয়া জ্বেলে রাখবে তার সম্মুখে, যেন কোনোদিন উদয়দেবের প্রতি তার অনুরাগ না জন্মে—বুঝলে চম্পা? —উদয়দেব আমার সখা! তার অনিষ্ট হ'তে দিতে পারিনে। বুঝলে, চম্পা?

চ—(ঈষৎ ব্যথিত) (স্মিতহাস্যে) বুঝলাম, রাজশ্রী। আজ অধীনাকে চ'লে যেতে আদেশ করুন।

উ—আচ্ছা। এখন যাও চম্পা। কাল অপরাহ্নে সুচরিতার কাছে যেও।

(চম্পার প্রস্থান)

চ—(যেতে যেতে) কে নট নয়? কে নটী নয়?

তৃতীয় দৃশ্য

ভিক্ষুনীর বেশে সজ্জিতা সুচরিতা, কিন্তু আলুলায়িত কেশদাম অক্ষুন্ন, দুই চক্ষু বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা; প্রথমে বসেছিল, উঠে ধীরে ধীরে হাত ড়িয়ে বাতায়নে দাঁড়াল (বাতায়ন পথে রাজপ্রাসাদের চূড়া দেখা যাচ্ছে) এমন সময় পদলগ্ন নূপুরের শব্দ যথাসম্ভব সংযত করে ধীর পদে চম্পাবতীর প্রবেশ।

চ—(বিস্ময়ে স্বগতঃ) এই শবরী? এই ত' রাজশ্রীর ছেদহীন প্রহর-প্রহরান্তরের অধিশ্বরী। সার্থক রাজশ্রীর স্বপ্ন! সার্থক তাঁর অন্ধের যাজ্ঞা।

সু—(নূপুরের শব্দে চকিত) কাকে নিয়ে এলে, উদয়দেব?

চ—একজন একলাই এসেছে, সুচরিতা, উদয়দেবের অপেক্ষা রাখে নি! ক'জনের পদধ্বনি শুনলে? না, উদয়দেবের পদশব্দ সর্ব্বক্ষণ কানে বাজছে?

সু—(স্মিতহাস্যে) তিনি প্রায়ই নিঃশব্দচরণে আসেন। সব সময় বুঝতে পারিনে কখন এলেন আর কখন চ'লে গেলেন।

চ—তাঁর চরণনিম্বত' কপোতকণ্ঠের মত কোমল নয় ভাই?—তুমি বোধহয় দিনরাত্রি আনমনা থাকো।

(সুচরিতা ইতিমধ্যে ঘরে ইতস্ততঃ হাত ড়িয়ে খুঁজে একখানি আসন হাতে নিয়ে)

সু—চোখে দেখতে পাইনে, আপনার আসন কোথায় পাতব?

চ—(সুচরিতাকে টেনে বুকের কাছে ধরে, তার বুকে একখানি হাত রেখে) এইখানে পাতো ভাই!

সু—(চম্পার চোখমুখবুক হাতের স্পর্শে অনুভব করে) তুমি ভারী সুন্দর!

(আর একবার হাতের স্পর্শে অনুভব করে)

তুমি আমার আপনজন! আমার আঙ্গুল বলছে তোমাকে চিনি, চিনি—তোমার নাম কি ভাই?

চ—চম্পা, রাজার নর্ত্তকী।

সু—(পিছু হটে) রাজার নর্ত্তকী?

চ—হাঁ, মহারাজ শুভবর্দ্ধনের নর্ত্তকী, যে রাজা—

সু—থাক্, থাক্, সে প্রসঙ্গে কাজ নেই!

চ—যে রাজা তোমার চোখে আলো নেই ব'লে নিজের চোখকে আঁধারে মগ্ন ক'রে রেখেছে ! যে রাজা তোমার আশ্রয়কে পুড়িয়ে নিজের হৃদয়কে নিরাশ্রয় ক'রে তোমার হৃদয় দেহলীতে ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়েছে— আমি সেই রাজার নর্ত্তকী !

সু—কী বললে, রাজনর্ত্তকী ? "আমার হৃদয় দেহলীতে ভিক্ষুকের মত ?"

(ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল)

তুমি কাকে কী বলছ নর্ত্তকী ? তোমারত' চোখ আছে। দেখছনা, আমি বুদ্ধের দাসী !

চ—দেখছি ভাই। আরো দেখছি, তোমার দুর্ব্বার কপালে কুন্তলচূর্ণ, দেখছি পূর্ব্বজন্মের লোভের মত কালো তোমার কেশদাম! সর্পিল অসংখ্য ঈশারা! এত' ভিক্ষুণীর বেশ নয়, ভাই ?

(সুচরিতা লজ্জিতা)

লজ্জা পেলে ? লজ্জা কীসের ভাই ?

সু—এই কালো কেশদাম কেন কেটে ফেলে দিতে পারিনি তা আমি নিজেই বুঝিনি ভাই !

চ—তোমার মাথার ঐ বিধিদত্ত অজস্র আশীর্ব্বাদকে উপেক্ষা ক'রে লাভ হ'ত না !

সু—আমি পারিনি—নিজেকে একেবারে শীতরিক্ততরুর মত বিরাগী সাজাতে কেন পারলাম না তাও জানি না !

চ—ভাল ক'রেছো ! রূপের একটী পল্লব এখনও ধ'রে রেখেছো !

সু—ভাল ক'রেছি কি মন্দ ক'রেছি জানিনে !—তবে এ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা দুয়েরই বাইরে—

চ—সুচরিতা, একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে ভাই ?

সু—বুঝলে নিশ্চয়ই, যদি উত্তরটা আমার জানা থাকে !

চ—বিহারের মধ্যে তোমার কক্ষ থেকে রাজপ্রাসাদ চোখে পড়ত ?

সু—হাঁ।

চ—এই রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র ক'রে কোনদিন কোন দিবাস্বপ্ন রচিত হয়নি তোমার মনে ?

সু—বহুদিন হ'য়েছে।

চ—সেই দিবাস্বপ্ন-কীসের স্বপ্ন, সুচরিতা ?

সু—এটুকু আমার নিজস্ব ভাই, কেড়ে নিওনা। আমার মধ্যে নিভতে এইটুকু, বাকী সব জানাজানি আসরের আলাপের মত!

চ—তবে শোনো, বলি—তুমি যেমন প্রাসাদকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা ক'রেছো আমি তেমনি তোমার স্তূপ নিয়ে স্বপ্ন রচনা ক'রেছিলাম—একই ইন্দ্রজাল দুজনকে স্বপ্ন দেখিয়েছে—তোমার স্তূপ আমার কাছে মৃত্তিকার মণ্ড নয়—সে যেন কল্পলোক থেকে আমার জন্মজন্মান্তরের বৃহৎ ভাগ্য-ফলের মত ভেসে এসে আমার রাজ্যসীমায় ঠেকেছিল, চিরসৌভাগ্যের স্বপ্নগোলক—যেদিন সেই স্তূপে আগুন জ্বলল—সেদিন তার দুর্ন্নাগত তাপে আমার চিত্ত যেন চিতাগ্নিতে ঝলসে গেল—অজ্ঞাতকুলশীল তুমি, অদেখা তুমি, তোমাকে চেয়েছি—না দেখে চেয়েছি—ইন্দ্রিয় তোমাকে স্পর্শ ক'রবার আগে তুমি ইন্দ্রিয়ের আড়াল দিয়ে হৃদয়কে অধিকার ক'রেছো—আমার দিগ্বিজয়ের বিপুল গৌরব তোমার হৃদয়রাজ্যের সীমানায় প্রতিহত হ'য়ে খান খান হ'য়ে গেল! অদৃষ্ট বিরূপ; তা না হ'লে তুমি অন্ধ হবে কেন? তোমার ইন্দ্রিয় আমার প্রতি পরাঙ্মুখ হবে কেন? তবু জানি, তোমার ইন্দ্রিয় স্বেচ্ছায় পরাঙ্মুখ হয় নি—কোনো অদৃশ্য, কুটিল, মানুষের সুখে অসহিষ্ণু, সৃষ্টির আনন্দে পরাঙ্মুখ দুরিতের দেবতা তোমার ইন্দ্রিয়কে অন্ধকারে পথভ্রষ্ট ক'রে দিতে চেয়েছে! আমিত' ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমাকে চাইনি, সুচরিতা, আমি ইন্দ্রিয়ের আড়াল দিয়ে তোমার হাতের কাছে হাত বাড়িয়েছি, আমাকে ফিরিয়ো না!

(বলে চম্পা উঠে সুচরিতাকে জড়িয়ে ধরল)

সু—তোমাকে ফিরোব কেন ভাই? কিন্তু, এ কার কথা তুমি আবৃত্তি ক'রে গেলে?

চ—আমি তাঁর ছায়া, সুচরিতা! আমি তাঁর হাতের পুতুল, তুমি তাঁর হৃদয়েশ্বরী—সর্ব্বক্ষণ তাঁর চোখের উপর থেকেও আমি তাঁর কয়েকটি নিমেষমাত্র অধিকার ক'রতে পেরেছি, আর দেখা না দিয়ে তুমি তাঁর জীবনের প্রহরের পর প্রহর অধিকার ক'রেছো! আমি তাঁর দূতী! তিনি বসন্ত, তুমি ফুল, আমি ভ্রমর!—বসন্তের ভ্রমরের মত জন্মজন্মান্তরে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন ক'রে ফিরেছি—কিন্তু সে আমার হয়নি—তাঁর হৃদয় পাত্রের সমগ্র সোহাগ একটি ফুলের কূপে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন! —তিনি রাজা, তিনি আমার রাজা, তিনি তোমার হৃদয়ের রাজা!

সু—রাজা? তাঁর সৈন্য, তাঁর সেনানী, আমার—

চ—তাঁর অজ্ঞাতে এ তাঁর মহামাত্যের কীর্ত্তি, বোন! তিনি নিরপরাধ—এ তাঁর অদৃষ্টের শত্রুতা!

সু—তিনি বৌদ্ধদ্বেষী, চম্পাবতি।

চ—নিজের অজ্ঞাতে তিনি ভারতের বৌদ্ধ বিহারে বিহারে তাঁর বিরহিনীকে সন্ধান ক'রেছিলেন—কোথাও সন্ধান পাননি, তাই ধৈর্য্যহীন ক্ষোভে পাথরের স্তূপ ক'টাকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন—যেন সেই পাথরেরই অপরাধ! তাঁকে ভুল বুঝো না, সুচরিতা!

সু—এই সেদিনের দারুণ দুর্ঘটনা? সে কি অদৃষ্টের অভিনয়? সেই অভিনয় মুখোসের আড়ালে অদৃষ্টের নয়নে এত প্রসন্নতা, এত আশীর্ব্বাদ? —হয়ত পরিহাস!

চ—পরিহাস? এ প্রশ্ন আমাকে ক'রছ কেন, বোন? নিজেকে এই প্রশ্ন করো। (অদূরে নানা বাদ্যযন্ত্রের বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট আওয়াজ)

সু—উদয়দেব আসছেন। ঐ তার সঙ্কেত!

চ—অদ্ভুত সঙ্কেত।

সু—তিনি আসবার সময় তাঁর হাঁতের সামনে যে বাদ্যযন্ত্র পড়ে তা'তেই ঈষৎ আঘাত ক'রে আসেন। তিনি আমার ঘরেই আসবেন বোধ হয়!—সন্ধ্যা হ'য়েছে চম্পা?

চ—(সহসা বাতায়ন পথে চেয়ে) তাই ত! কখন দিনের আলো ফুরিয়েছে বুঝতে পারিনি।

সু—এই সময় উদয়দেব আসেন—এই সময়টা তিনি আমার পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন! আমি তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করি।

চ—আচ্ছা, আমি আসি, সুচরিতা—আবার কাল আসব।

সু—(প্রণাম করে) ভুলে যাবেন না যেন।

চ—ভুললে যে চলবে না, সখি!

(প্রস্থান)

(বাইরে)

উ—এই যে, চম্পাবতি? তপনের কিরণ, তুমি বুঝি সন্ধ্যাবেলায় কমলিনীর কাছ থেকে বিদায় নিলে?

চ—(চলতে চলতে) কিন্তু, কুমুদপতি, তুমি কমলিনী সকাশে কেন? তোমার কুমুদিনী এখনও অসম্ভবের সরসীপঙ্কে!—অন্ততঃ কহ্লারের সঙ্গ নাও!

উ—(হেসে) নেব কহ্লার, যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন তোমার সঙ্গই নেব! (প্রস্থান

চ—(চলতে চলতে) কহ্লার? অদৃষ্টের কথা জিহ্বাও জানে! আমি কমলিনীও নই, কুমুদিনীও নই! অন্তরের চপল বায়ুতে সংসারসরসী-নীরে অবিচ্ছিন্ন নৃত্য! এই ভালো! (প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রাত্রি—প্রাসাদ অভ্যন্তরের অঙ্গন—রাজার বিশ্রাম কক্ষ হ'তে চম্পা বেরিয়ে এল।

চ—ক্লান্তি! ক্লান্তি! ক্লান্তি! অজস্র ক্লান্তি! শুধু পরিচর্য্যা! সুরে বাদ্যে নৃত্যে উত্তেজিত স্নায়ু কশাঘাত ক'রে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু তার আমার মাঝখানে আছে স্বচ্ছ কাচের প্রাচীরের মত ব্যবধান, সেই প্রাচীরে আঘাত খেয়ে নিদারুণ ব্যথায় ইন্দ্রিয়েরা ফিরে আসে। কী যন্ত্রণা! চক্রপাণি, এ যন্ত্রণা আমি সইতে পারিনে। আমাকে মুক্তি দাও!...তোর মন নিরস্ত হয় না কেন, চম্পা? পারিনে, নিরস্ত করতে পারিনে! সেই স্বচ্ছতার ওপাশে তার মনোহরণ রূপ কেবল আমাকে আকর্ষণ করে। অজস্র ক্রুদ্ধ সাপের মত স্নায়ুরা দংশনে দংশনে আমাকে উন্মাদ ক'রে দিয়েছে। আর পারিনে! কেবল পরিচর্য্যা! মিথ্যাচার! কেবল মিথ্যাচার! সমস্ত স্নায়ু যার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে তারই দেহের কিনারে সন্তর্পনে সঞ্চরণ! এ আমি পারিনে ঈশ্বর! আর পারিনে! আমাকে মৃত্যু দাও! মৃত্যু দাও! (একটি স্তম্ভের উপর পড়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন)

(মহামাত্যের প্রবেশ)

ম—(স্বগতঃ) নর্ত্তকী সুরায় বিবশ। (বাইরে) এত ভালো নয়, নর্ত্তকী।

চ—(হেসে) আপনারও এ ভাল নয়, মহামাত্য। মধ্যরাত্রিতে মহারাজের বিশ্রাম কক্ষের আশে পাশে আপনার সঞ্চরণ, এও ভালো নয়।

ম—(বিরক্ত) উঃ (সংযত) নাচবার অধিকার তোমার পা'এর, তোমার জিহ্বার নয় ! স্থির হও, শোন, তারপর সসম্মানে উত্তর দাও।

চ—গভীর রাত্রিতে নারীসঙ্গ মহামাত্যের এত প্রিয় ?

ম—(সংযত হয়ে) শোনো চম্পা, রাজশ্রী শুধু রাজা নন, তিনি ধর্ম্মরক্ষক, তিনি বেদের বাহু, তাঁকে কলুষিত ক'রো না। প্রজাসাধারণ ধর্ম্মধ্বংসের ভয়ে বিনিদ্র। দেখছ না, আমি বিনিদ্র ! প্রজাসাধারণ স্বাধীনতা পেলে প্রকাশ্য রাজপথে তোমার দেহকে পিষ্টকের মত খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে শকুনদি'কে বিলিয়ে দেবে—তুমি নূপুর রেখে দাও—নগ্ন পদে কোথাও দাসীবৃত্তি বরণ ক'রে আত্মরক্ষা করো গে—প্রাসাদের ছায়া ছুঁয়ো না।

চ—নিজের বক্তৃতাকে এত দীর্ঘ করবেন না, মহামন্ত্রী—অদৃশ্য দেবতাদের কর্ণপীড়া জন্মাবে—আমার বক্তব্যটাও শুনুন—কলুষিত? কলুষ তুমি চেননা ব্রাহ্মণ, চিনলে নিজের মনের বালাই নিয়ে আত্মহত্যা ক'রতে ! ধর্ম্ম তুমি চেননা, ধর্ম্ম তোমার ভোগের পর আচমনের কমণ্ডলু নয় ! বেদ তুমি চেননা, বেদ তোমার মস্তকের শিখা নয় !—আর বলছ "বিনিদ্র"। পেচকের নিদ্রা নেই, নিদ্রা নেই সাপের—নিদ্রা নেই লালসার—তাই তুমি বিনিদ্র—পিষ্টকের মত খণ্ড খণ্ড ক'রে বিলিয়ে দেবে ? মিথ্যে !—তুমি এত বদান্য নও, মহামাত্য, যে ইচ্ছার স্বাধীনতা পেলে তুমি আমার এই দেহকে খণ্ডিত হ'তে দেবে। পারলে, গুপ্ত অন্ধকারে বুভুক্ষু কুকুরের ক্ষুধায়—আমার এই দেহকে পৌষের একটা অখণ্ড পিষ্টকের মত একাকী আস্বাদন করতে ! সে আমি জানি ! —নগ্নপদে দাসীবৃত্তি ? কেন ? কোনোদিন দেখেছো মহামাত্য, রূপসী দাসীবৃত্তি নেয় ?—স'রে যাও, পথ ছাড়ো ! স'রে যাও—

(মহামাত্য চকিতে অস্ত্র বের করে সোজা চম্পার বুকের উপর স্থাপন করলেন, তারপর কী মনে করে অস্ত্র সরিয়ে নিলেন।)

ম—না, এদেশে তোমাকে বধ ক'রবনা। তোমার শব স্পর্শ করলে কামুকতায় আমার দেশের পশু নিদ্রা ভুলে যাবে—পক্ষীকুল কলরব ভুলে-যাবে। তোমার ভস্ম এই মাটিতে মিশলে এই মাটিতে মানুষ জন্মাবেনা, অনন্তকাল ধ'রে শুধু ছাগ জন্মাবে। তোমাকে বধ ক'রব দেশের সীমানার বাইরে মহাসাগরের ব্যবধানে—যেন মহাসাগরের বারিরাশির বাধায় প্রতিহত হ'য়ে তোমার কামুকতার আগুন এই সনাতন মৃত্তিকাকে

স্পর্শ না করে—তোমাকে সমুদ্রপারে পাঠাবো—সেখানে কোনো যবন নগরীর সমাধিক্ষেত্রের পাশে বধ ক'রব—কিংবা সেকেন্দরের সৈন্যদের উত্তর পুরুষদের মধ্যে তোমাকে বিলিয়ে দেবো—পাপ! পাপ! পাপ! মহাপাপ! এত বড় পাপ, এই নারী!

(চম্পা পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতে)

পালিয়ে যাবে? চঞ্চল হ'চ্ছ কেন?

চ—(দাঁড়িয়ে) না। পালাবো কেন? চম্পা ইতিপূর্ব্বে বহুবার ম'রেছে—এজন্মের শেষটা কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হবে না? চঞ্চল হ'চ্ছি কেনো জানো, ব্রাহ্মণ? মনে হ'চ্ছে তোমার কুৎসিত কথাগুলো কালো কালো সাপের মত চতুর্দ্দিকে কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে—অঙ্গে যেন সাপের গায়ের স্পর্শ লাগছে—তাই ইতস্তত: স'রে দাঁড়াচ্ছি! কী তোমার মুখ, ব্রাহ্মণ, যেন সাপুড়ের ঝাঁপি। (রঙ্গমঞ্চের ছায়ান্ধকারে কয়েকটি বীভৎসভাব মানুষের আবির্ভাব, চম্পা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিম্নস্বরে) রাজশ্রী সুখনিদ্রায়, সুচরিতার স্বপ্নে বিভোর! বসন্তকে ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ভ্রমর উড়ে যায় যদি, আক্ষেপ ক'রবে কে?

ম—এসো, নর্ত্তকী। পালাবার চেষ্টা ক'রোনা, সঙ্গে সঙ্গে এসো।

চ—না, ব্রাহ্মণ, আমি যাবোনা···কোথা যাবো? রাজশ্রী একলা থাকলেন!

ম—(তীব্র চাপাহাসি) আশা মেটে নি এখনো?

চ—না। এ আশা মিটবেনা—নিমেষের তৃপ্তি পরবর্ত্তী নিমেষ গ্রাস ক'রে নেয়—প্রহরের পর প্রহরের প্রসাদ আমার ভাগ্যে নেই—ছায়া যে, তার কি অনুসরণ ফুরোয়? কোকিলের আশা মেটেনা—কন্দর্পতীরাগ্রমুখ আম্রমুকুলের আশা মেটেনা—তারা অনন্ত কাল ধ'রে বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে!

ম—চোখের কোলে কত বিনিদ্র রজনী গাঢ় হ'য়ে জ'মে গেছে! তবু বলছ আশা মেটেনি?

চ—প্রবৃত্তির ফাঁদের কিনারায় কিনারায় তোমার মন ঘুরছে ব্রাহ্মণ, কেন বৃথা ধর্ম্মের অদৃশ্য ধ্বজার আস্ফালন করছ? তোমার মনে পচনের কেন্দ্র কাজ করছে, বৃথাই ধর্ম্মের পুষ্পসার দিয়ে তাকে আবৃত ক'রছ—ধর্ম্ম তোমার স্বাভাবিক নয়—ধর্ম্ম তোমার স্বভাবের অজুহাত—নিজেকে তুমি কেবলই আপনার পঙ্কে হারিয়ে ফেলছ—তাই প্রাণপণে শূন্যে ধৃত ধর্ম্মের ধ্বজাদণ্ডটা

আঁকড়ে আছো—তোমার মনের পশুটা হৃদয়চ্ছায়ায় গর্জ্জন করছে, তুমি, সেই গর্জ্জনকে শাস্ত্রের ধ্বনি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ! এই তোমার শান্তি, মহামন্ত্রী! পশুর মত ভোগের তোমার সাহস নেই—ভয় পাচ্ছ নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দিতে! তা না হ'লে তোমার কল্পনার আড়ালে পশু প্রবৃত্তির এই গাঢ়চ্ছায়াটা ঘুরছে কেন? তোমার কথা এত কুৎসিত কেন? তোমার মুখভঙ্গী বিকৃত কেন?

ম—ঘৃণায়, নর্ত্তকী, ঘৃণায়!

চ—(আশ্চর্য্য) ঘৃণায়? কেন? আমার জীবন কি এতই মলিন? আমার দেহ কি এতই জীর্ণ?—ঘৃণা কেন?

ম—ঘৃণা! ঘৃণা! তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এতে আমার দেহের কোষে কোষে ঘৃণা উপচে পড়ছে! নিজের উপর যেন ঘৃণা জন্মে গেল!

চ—আমাকে যে অপরাধে অপরাধিনী ভেবেছো, তার সত্যাসত্য নির্ণয় ক'রেছো ত?

ম—(হেসে) সত্যাসত্য? অসত্য বলবি তুই?

চ—ভদ্র হও, মহামাত্য! তুমি যে উন্মাদ হ'য়ে গেলে।—আচ্ছা, তাই হ'ল, সত্যই হ'ল। এতো আমার জয়, মহামন্ত্রী! অন্ততঃ তোমরা জানলে আমার জয়। যে বিজয়ের সম্পূর্ণতা কল্পনা ক'রে তোমরা বিদ্বিষ্ট আর আমি তৃপ্ত! তোমার কল্পনায় ঈর্ষা, আমার কল্পনায় পরিতৃপ্তি। যা বললে তাই সত্য ব'লে মেনে নিলাম—মেনে নেওয়ায় আমার কত তৃপ্তি তা তুমি জানবে কেমন করে? রাজশ্রী আমার? রাজশ্রী আমার যৌবনের রঙে বিভ্রান্ত, রসে আত্মহারা?—বলত, কত বড় সার্থকতা?

ম—পুংশ্চলী!

চ—পুংশ্চলী উর্ব্বশী, পুংশ্চলী মেণকা, রম্ভা। পুংশ্চলী উর্ব্বশী পুরূরবার মায়ামৃগী—দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর অধিক! পুংশ্চলী নামে বিতৃষ্ণা কেন? পুংশ্চলী ব'লে ঘৃণা কেন? তুমি এত কদাকার যে তুমি পুংশ্চলীরও পরিত্যজ্য!

ম—বন্দী করো, বন্দী করো—

চ—আমি চীৎকার করতে পারতাম! আমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে রাজশ্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। ব্রাহ্মণ, একটা চীৎকারে তোমার মহানিদ্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হোত। কিন্তু তা আমি করব না। আমি দেখব। ভাগ্য

কোথায় আমাকে ঢেউয়ে নিয়ে ফেলে! দেখব তোমার কোথায় শেষ! অনন্ত জীবনের পথ ত প'ড়ে রইল! না হয় দু'দিন তোমাদের পানশালার আতিথ্যই নিলাম! আমাকে অতিথি ব'লে মেনে নেবে জানি!—বধ ক'রতে পারবে না!

ম—না বধ ক'রবো না—ভাঙ্গা নৌকায় পশ্চিম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব—

চ—বেশ, তাই ভালো……ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! এসো, কোথা নিয়ে যাবে চলো!

(মহামাত্যের ইঙ্গিতে ছায়ামূর্ত্তিগুলো চম্পাকে নিয়ে চলে গেল)

ম—ওকে ঘৃণা ক'রেও তৃপ্তি! কিন্তু, একী অদ্ভুত তৃপ্তি? ওর সর্ব্বনাশ ক'রে তৃপ্তি? কিন্তু সেও কি অদ্ভুত তৃপ্তি!

(প্রস্থান:)

পঞ্চম দৃশ্য

(সুচরিতা আনমনে বসে বেণী রচনা করছে। উদয়দেবের প্রবেশ। উদয়দেবের আগমনের সংকেতে চকিতা সুচরিতা বেণী অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই উঠে দাঁড়াল।)

সু—উদয়দেব?

উ—হাঁ, সুচরিতা!…(সুচরিতার দিকে চেয়ে)…কিন্তু?

সু—আজ আমি পাঠাভ্যাস করিনি উদয়দেব! ব'সে ব'সে শুধু বেশভুষা ক'রেছি।—বসন্ত প'ড়েছে বুঝি?

উ—সবে গতকাল মাঘ শেষ হয়েছে, সুচরিতা!

সু—তা'হলে আমার ত বোঝার ভুল হয়নি, উদয়দেব! ঠিক টের পেয়েছি। চোখে দেখতে পাইনে, কিন্তু মনে হ'ল আশে পাশে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটেছে—মনে হ'ল অগাধ আনন্দে আকাশ নীল—মনে হ'ল শাখায় শাখায় নবীন পাতার কোরকের দল অবাধ উল্লাসে ছুটে বেরিয়ে এসে আরক্ত মুখ—স্বর্গের সন্দেশ বহন ক'রে বায়ু শ্লথগতি—ফুলদলে, নবীন কোরকে, মুকুলে মার্জ্জিত হ'য়ে বায়ু রেশমের মত সুখস্পর্শ।—এক আকাশ আনন্দ, উদয়দেব! এক সমুদ্র আনন্দ আমাকে ঘিরে উচ্ছল! তাই বেশভূষা করলাম—কবরী বাঁধলাম—বহুবর্ষ পরে! সুন্দরের জন্যে যেন প্রতীক্ষা ক'রে আছি! কী ছিলাম আর কী হ'য়েছি!

উ—সুন্দরের জন্য প্রতীক্ষা করছে সকলে। আকাশ, মৃত্তিকা, প্রাণী। কল্প-কল্পান্তর এই প্রতীক্ষার প্রহর ; যুগযুগান্তর, জন্মজন্মান্তর এই প্রতীক্ষার দণ্ড, অনুপল! এক প্রহরের শেষে অপর প্রহরে সৃষ্টি সুন্দরতরতে উপনীত। এই বোবা মাটি কে জানে কত কল্প প্রতীক্ষার পর তোমার আমার ভাষা পেয়ে সুন্দরের স্তব করতে শিখেছে। জন্মজন্মান্তরে আমরা সুন্দরের দিকে চ'লেছি—এক একটা জন্ম এক একটা পদক্ষেপ—এক একটা মৃত্যু প্রণাম! প্রণাম ক'রে ক'রে আমরা তাঁর রাজপীঠের দিকে চ'লেছি!

সু—তাই বুঝি আমার অন্ধচোখের সীমাহীন অন্ধকারেও নিজেকে একলা মনে হ'লনা? আমিত' একলা নই, উদয়দেব। এই অন্ধকারে কে যেন তার পরম স্পর্শটি বুলিয়ে দিয়েছে। অনন্ত অদেখা আকাশ, অস্ফুট বিপুল সমুদ্র অপূর্ব্ব সখিত্বে এই অন্ধকারে মিলে গেল। এই অন্ধকারে সমস্ত অনুভূতি একাকার হ'য়ে গেল!

উ—তোমার মন রসসমুদ্রে নেমেছে সুচরিতা, ইন্দ্রিয়ের সকল অনুভব এই সমুদ্রের বীচিবিক্ষেপ—এক অখণ্ড রসাধার রূপরসগন্ধস্পর্শের ভিন্ন ভিন্ন কল্লোলে তোমার আমার অস্তিত্বের ক্ষণিক সৈকতখণ্ডগুলিকে বিচিত্র ক'রে তুলেছে! সেই রসাধার সচ্চিদানন্দ। এই রসঅসীমে অস্তিত্ব একা একাকী, কিন্তু একেলা নয়,—সকলে মিলে একা! আমিই আকাশ আর আকাশই আমি! আমারই উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি! আমার পাশে এই প্রাণিত সৃষ্টি আমি, আর আমিই এই প্রাণিত সৃষ্টি! আমার পাশে আমি! আমিই বৈশাখের কৃষ্ণচূড়া, আষাঢ়ের কদম্ব, ফাল্গুনের কোবিদার, আবার ওরাই আমি; আমি আমার দিকেই চেয়ে আছি! আমি ভালবেসেছি, আবার আমিই ভালবাসা!

(সুচরিতা উদয়দেবকে প্রণাম করল ; উদয় দেব দণ্ডায়মান, শুভবর্দ্ধন প্রবেশ করে উদয়দেব ও সুচরিতাকে তদবস্থ দেখে ফিরে যেতে উদ্যত—অসাবধানতা বশতঃ তাঁর কোষবদ্ধ তরবারি ধাতব কবাটে আঘাত করতে সকলে চকিত হয়ে উঠল ও শুভবর্দ্ধন ফিরলেন)

উ—এসো রাজশ্রী এসো। মহারাজ শুভবর্দ্ধন তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুচরিতা।

(সুচরিতা মহারাজকে প্রণাম করল)

সু—আমি দেখতে পাচ্ছি, উদয়দেব। চোখ না থাকলে কি দেখা যায় না ?

উ—আমি কক্ষান্তরে রইলাম, রাজশ্রী। (প্রস্থান)

শু—আপনি কি দেখছেন, দেবি ?

সু—(ভাবাবেশে) আপনার রূপের কি অভাব আছে, ভগবান ? আমার একটা ইন্দ্রিয় অক্ষম ব'লে অন্য ইন্দ্রিয়ের পথে আপনার সন্ধান পাবো না ? (আত্মসংবরণ করে) ক্ষমা করবেন রাজশ্রী, ভাবাবেশে ছিলাম ! কিন্তু, চম্পা কই, চম্পাবতী ? তার পায়ের স্তিমিত নূপুরের শব্দটি শোনবার জন্যে কতদিন থেকে কাণ পেতে আছি, সে কোথায়, রাজশ্রী ?

শু—চম্পা নির্ব্বাসিতা, দেবি।

সু—নির্ব্বাসিতা ?

শু—একখানা ভাঙা নৌকায় তাকে পশ্চিম সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি, দেবি।

সু—ভাসিয়ে দিলেন ? সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন ?

শু—সে আমার খ্যাতিকে কলঙ্কের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, দেবি। রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত কুৎসার ঢেউ উঠেছিল ! সে আমাকে চাইত—আমি তা' বহুদিন থেকে জানতাম—কিন্তু নবীন কিশোরীর অনভিজ্ঞ যাচ্ঞার মত তার যাচ্ঞাকে আমি স্নেহের চক্ষে দেখেছিলাম—মায়া বলতে পারো, করুণা বলতে পারো, কিন্তু স্নে প্রেম নয়—নবীন প্রজাপতির কোমলতা নিয়ে সে আমার হৃদয়ে প্রবেশ ক'রেছিল—তার স্নিগ্ধতা অনেক তাপিত রাত্রিতে আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়েছে—মনে হ'ত তার মধ্যে লোলুপতা ছিল না—মাত্র একখানা সরল সুকোমল কুণ্ঠিত যাচ্ঞা প্রাসাদ কপোতীর মত আমার অন্তর বলভীতে সঞ্চরণ করত ! কিন্তু সে ধরা প'ড়ে গেল—তার আপাতঃ কুণ্ঠীত যাচ্ঞা মর্ম্মে মর্ম্মে গাঢ় মলিনরূপে দেখা দিল—তার অন্তরউচ্ছ্বিত ক্লেদে আমাকে নিঃসঙ্কোচে কলঙ্কিত করতে তার বাধল না। সেই ক্লেদ সে নির্ব্বিকার ঔদ্ধত্যে আমার গায়ে নিক্ষেপ ক'রেছিল—(কিছুক্ষণ থেমে) এই অভিযোগে তাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছি—

সু—কার অভিযোগ ?

শু—মহামাত্যের অভিযোগ !

সু—মহামাত্যের ?

শু—এবার আমার ভুল হয় নি সুচরিতা। তুমিও' জানো, সে আমার কী অসম্ভব চিত্র তোমার মনে এঁকে দিয়ে গেছে! তাকে বিশ্বাস ক'রো না, সুচরিতা!

সু—বিশ্বাস করবো না?

শু—না।

সু—সে যা ব'লেছিল, সমস্ত ভুল?

শু—হাঁ, সব ভুল! আমাকে ভুল বুঝো না, দেবি! আমি তোমার বিহার পুনর্নির্মিত ক'রে দেব—রাজ্যের বিস্তৃত পরিসর থেকে সন্ধান ক'রে আনব শিল্পী—বর্ণে আর চিত্রে সেই বিহারকে অলঙ্কৃত ক'রে দেব—প্রয়োজন হয় সংবৎসরের সমস্ত রাজস্ব ব্যয় করবো—এক বৎসরের রাজস্বে না কুলোয়, এক যুগের।

সু—আমি ধন্যা! কিন্তু বিহারে আমার প্রয়োজন নেই, রাজশ্রী!/ আমার মন্দির আর স্ফটিকমর্ম্মর প্রকোষ্ঠের অপেক্ষা রাখে না—কল্পনার অন্তহীন প্রান্তর তার চত্বর—আমার দেবতা তাঁর দীর্ঘ দেহে ধরিত্রী থেকে আকাশ পর্য্যন্ত অধিকার ক'রে আছেন—তাঁর স্বর্ণময় উষ্ণীষে ঠেকেছে পুর্ণিমার চন্দ্র—তাঁর পদভারে পাহাড়ে পাহাড়ে কঠিন তরঙ্গ উঠেছে—তরঙ্গ উঠেছে সমুদ্রে—আপনি আমার উপকার ক'রেছেন মহারাজ, আমার বিহার ভস্মসাৎ ক'রে আমার মন্দিরকে অবারিত ক'রেছেন,/আর চক্ষুকে বিনষ্ট ক'রে কল্পনাকে দৃষ্ট রূপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন! /আপনি আমার উপকার ক'রেছেন, মহারাজ!/

শু—তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারছো না, সুচরিতা? চাও ত' ঐ মণিময় প্রাসাদও তোমাকে দিয়ে দিই। চাও ত' এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য একখণ্ড স্বর্ণমুদ্রার মত অবহেলায় তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে সন্ন্যাসী সাজতে পারি!

সু—বহু ধন্যা আমি! কিন্তু, সাম্রাজ্য আর প্রাসাদে আমার প্রয়োজন নেই।

শু—তবে কী চাও, শবরী? তুমি তবে কী চাও?

সু—নিজের মনের পরিচ্ছন্ন পরিসরটুকু! আর কিছু না।

শু—তাই ব'লে তুমি আমার দ্বারা সাধিত ক্ষতিকে ক্ষতি ব'লে মানবে না? আমার দেওয়া দুঃখকে দুঃখ বলে মানবে না? এ যে আমার পরাজয়,

সুচরিতা? যদি চাও—তোমার চোখের বিনিময়ে চোখ দুটোও দিতে পারি!

সু—(স্মিত হেসে) আমার চোখে কি কাজ, রাজশ্রী? আমার চোখের প্রয়োজন ফুরিয়েছে—আমি চোখ ছাড়াই দেখি ভাল।

(ধীরে ধীরে সুচরিতার প্রস্থান: শুভবর্দ্ধন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উদয়দেবের প্রবেশ)

উ—স্বপ্নের সঙ্গে মিলেছে, রাজশ্রী? সব কথা বলতে পেরেছো?

শু—স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তি স্বপ্নই র'য়ে গেল, উদয়দেব—জাগ্রত দৈনন্দিনতার বাহু পাশে তাকে বাঁধতে পারলাম না—স্বপ্নোত্থিত কামনার মেঘজাল মনে নিয়ে যেন নিঃসঙ্গ তুষার শৃঙ্গে আছড়ে পড়লাম—বাসনার মেঘ বিচলিত হ'য়ে তরল কল্লোচ্ছ্বাসে পরিণত হ'ল না। সৃষ্ট হোল ছোট ছোট কথার হিমশিলা—ইতস্ততঃ সেই হিমশিলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিজেকে রিক্ত ক'রে ফিরে এলাম—তার অন্তরকে আর্দ্র করতে পারলাম না। কেমন ক'রেই বা পারব? —চৈত্র মধ্যাহ্নের নিভৃতে একক ভ্রমরের মত আকাঙ্খিত কুসুমের চারিভিতে গুঞ্জন ক'রে ফিরছিলাম, সহসা শিলাপাতে হিম দূরাগত বায়ুস্রোত আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে—কী-ই বা বলব, উদয়দেব!

"স্বপ্ন ক্ষীরোদ উত্থিতা হৃদয়লক্ষ্মী, আমার হৃদয় তোমার প্রসাদপ্রার্থী" —একথা বলতে পারলাম না! বলতে পারলাম না, আমার জাগ্রত জীবনের একমাত্র স্বপ্ন দিবসের আলোর অপরিচয় তুমি ভেঙে দাও; স্বপ্নগোচরা তুমি জীবনগোচরা হও/অতীন্দ্রিয়ের ইন্দ্রাণী তুমি, ইন্দ্রিয়গোচরা হও"—কিছুই বলতে পারলাম না—তার আমার মাঝখানে এই সূর্য্য-ওঠা সূর্য্য-ডোবা দিন প্রতিবন্ধক হ'ল—প্রতিবন্ধক হ'ল এই আর্যভাষা, প্রতিবন্ধক হ'ল সহজ দৃষ্টি—প্রতিবন্ধক হ'ল রৌদ্রকরোজ্জ্বল তোমার স্ফটিক কক্ষ—চোখ প্রতিবন্ধক হ'ল—মন প্রতিবন্ধক হ'ল—মনে বুদ্বুদে বুদ্বুদে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা জাগল—বলা হ'ল না। শেষে মনে হ'ল—ওর মন লক্ষ্যান্তরে নিবিষ্ট—ওর হৃদয় অজ্ঞাত আকাশের হংস—আমার মন তার মানস নয়—(হতাশ কণ্ঠে)—ছুটন্ত বাণের পশ্চাদ্ধাবনে কী লাভ? অপর মানস যার লক্ষ্য সেই বন্য হংসীর অভিক্ষিপ্ত ছায়াকে অনুসরণ ক'রে কী লাভ? তাই ফিরে এলাম।

চললাম, উদয়দেব, অন্তরে অন্তরে গাঢ় সৌরভ ব্যাপ্ত ছিল—ভেবেছিলাম অদৃশ্য পুষ্প বুঝি আমারই হৃদয়বৃন্তে ফুটেছে—সন্ধান ক'রে দেখি সে ফুটেছে হৃদয়ান্তরে। আমার অন্তরগত সৌরভ ঋণলব্ধ সম্পদের মত! আজ আসি উদয়দেব—জাগরণ ও মোহের সন্ধিতে অলীকের সঙ্গে এই সর্ব্বক্ষয়ী দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ ক'রব—অলীক? অলীক ব'লেই এত উন্মাদনা! (প্রস্থান)

উ—বাস্তবটাই যে অলীক এ শিক্ষা তোমার মন এখনও পায়নি বন্ধু, তাই পদে পদে ভ্রম। এক জন্মের ভ্রমের জন্মান্তরে সংশোধন! এই ক'রে তোমার আত্মা পবিশ্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গৈরিক বাস ও উত্তরীয়ে সজ্জিত শুভবর্দ্ধন আপনার কক্ষে পায়চারী করছেন)।

শু—অলীক। অলীক।

নেপথ্যে—অলীক বৎস, সমস্ত অলীক! পুত্র, কলত্র, প্রাসাদ, রাজছত্র, সব অলীক—অলীক রাগানুরাগ, অলীক ইন্দ্রিয়ভোগ, অলীক অহোরাত্র, অলীক কৃতভবিষ্যৎ—অলীক হৃদয়াবেগ—আত্মাকে লঘু কর, বৎস—কল্পিত মায়াভারে নতশির কেন? মাথা তোল! বলীবর্দ্ধ আত্মাকে সিংহে রূপান্তরিত করো। বহ্নিমান, হও বৎস—আত্মাকে বহ্নিরূপ দাও—বাসনাধূসর অন্তরঅন্তরীক্ষে বিচিত্র বর্ণের কুজ্ঝটিকা সরাও—হিমাদ্রির মত এক উচ্ছ্বাসে ঊর্দ্ধতম জ্যোতির্লোকে তোমার আত্মা উচ্ছ্রিত হোক—মুহ্যমান মনতৃণখণ্ডকে আশ্রয় ক'রোনা বৎস—মন মায়া—হৃদয় মায়া—ইন্দ্রিয়ভোগ মায়া—মায়া ক্রন্দন উল্লাস—মায়া ঋতু, মায়া বর্ণগন্ধ—সত্য নিষ্ঠুর—একক, অনাদি, শাশ্বত; সত্যনিষ্ঠ হও, বৎস! কঠিন হও!

শু—কঠিন হও!—কিন্তু,

স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমো নু!
স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমো নু!

সপ্তম দৃশ্য

উদয়দেব—রাজা কঠিনের সাধনা করছেন, সুচরিতা!

সুচরিতা—তোমাকে আমাকে নগর থেকে বহিষ্কৃত ক'রে তাঁর সাধনার কোন আশু ফলোদয় হ'ল উদয়দেব?

উ—তোমাকে আমাকে বহিষ্কৃত ক'রেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্য তার প্রবাস হ'য়েছে, সুচরিতা! নিজের অন্তরকে স্বীয় দেহ থেকে বহিষ্কৃত ক'রেছেন সঙ্গে সঙ্গে! [এ হ'ল কঠিনের তপস্যা, নিজের উপর অভিমানে আত্মার বিবাগী বেশ! নিজের ওপর সংশয়!—রস-সমুদ্রের নীর ঘননীল সংশয়ময়—অহঙ্কার নিয়ে সে নীরে অবগাহন করার উপায় নেই—অহঙ্কারের বসনাগ্র হৃদয়ের চারিপাশে জড়িয়ে গিয়ে তার শ্বাসরুদ্ধ ক'রে দেবে···কিন্তু তাকে ফিরতে হবে, সুচরিতা! ফিরতে হবে!—সে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসবে!]

সু—কিন্তু, তাঁর রাজ্যের কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে, উদয়দেব! আমাদের কুটিরের পাশ দিয়ে নগর প্রবেশের পথ—এ পথ ছিল রসলোকের পথ—আর আজ? [আজ কবির কণ্ঠ স্তব্ধ, নর্ত্তকী বোধ হয় নূপুর খুলে অঞ্চলে লুকিয়ে নগরীর মধ্যে যায়—পসারিণী নেই পথে—প্রভাতে পক্ক ফলের সৌগন্ধ্য আর সন্ধ্যায় পুষ্পমালিকার সৌরভ নেই—বণিক বুঝিবা গন্ধদ্রব্য লৌহ পেটিকায় লুকিয়ে নিয়ে নগরে যায়! সৈন্য বুঝি পদব্রজে যায়—অশ্ব খুরের ঘাতে ঘাতে তালের বদলে শুধু অনামিকায় তুড়ি দেয়—একী হ'ল উদয়দেব? সেদিনের উচ্ছল আনন্দস্রোত, কোন্ অতল দুঃখের গহ্বরে ডুবে গেল?]

উ—তুমি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছো, সুচরিতা। রাজশ্রীর মন রসলোকের মৃদঙ্গ। কয়েকটা বানরহস্ত বৃথাই সেই মৃদঙ্গে সুর তোলার প্রয়াস ক'রছে। রাজশ্রী মৃদঙ্গ, তুমি বীণা! তোমাদের হৃদয়ের ঐক্যতানে যুগযুগান্তর সুরমুখর।···ধৈর্য্য ধরো, সুচরিতা, সে আসবে, সমস্ত অভিমানকে পথের ধূলিতে লুটিয়ে সে আসবে! [ভাবছ, সে রাজা? রাজত্ব তার বাধা হবে না—সুচরিতা! রাজত্ব তার বাধা হবে না!]

সু—(ধ্যানস্থের মত, দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে) আমার দেবতাকে আমি পেয়েছি···আমার হৃদয়-সমুদ্রে-নিমজ্জিত-পাষাণ-ভার মৈনাকে চরণ-রক্ষা

ক'রেছেন তিনি! তাঁরই নয়ন রশ্মিপাতে আমার অন্তর উদ্বেল, অন্তরের ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ আমার বাসনার সহস্র সোনারতরী তাঁর পদমূলের চারিদিকে জমেছে স্বর্ণকমলদলের মত! সেই আমার দেবতা, উদয়দেব, আমি তাঁরই পথ চেয়ে আছি! ...মামেকং শরণং ব্রজ! মামেকং শরণং ব্রজ!

(বাইরে ঘোষকের দামামার শব্দ)

কীসের ঘোষণা উদয় দেব?

উ—যাই, শুনে আসি। (প্রস্থান)

সু—(ধীরে ধীরে) মন্মনাভব, মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

উ—(প্রবেশ করে) যুদ্ধের আয়োজন হ'চ্ছে, সুচরিতা। রাজ্যসীমায় বহিঃশত্রুর সমাবেশ হ'য়েছে! আমি রাজশ্রীর কাছে চললাম—মনে হ'ল রাজশ্রী আমাকে ডাকছেন—বাইরের ডাকের চেয়েও আকুল তার মনের ডাক, সুচরিতা! সাবধানে থেকো—ফিরতে হয়ত গভীর রাত্রি হবে—হয়ত কয়েক দিন দেরী হবে! আমি তা হ'লে আসি সুচরিতা!

সু—(ধীরে ধীরে) এসো (উদয়দেবের প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে) ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

(উদয়দেবের পুনঃ প্রবেশ)

সু—(উদয়দেবের পদশব্দ শুনে) ফিরে এলে উদয়দেব ?

উ—কবি কি শুধু হাতে উৎসবে যাবে, সুচরিতা ? পরিবাদিনী বীণা সঙ্গে নেব—সপ্ততন্ত্রী পরিবাদিনীতে নিখাদ থেকে পঞ্চম পর্য্যন্ত বাজবে—সুরের অভাব হবে না ! (ঘরের কোণে রক্ষিত বীণাটি নিয়ে) তবে আসি, সুচরিতা ! সাবধানে থেকো। দিবসভ্রমে, রাত্রিতে কোথাও বেরিয়ো না।

(প্রস্থান)

সু—সাবধানে থাকব, উদয় দেব।

(ধীরে ধীরে) যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।

অষ্টম দৃশ্য

(রাজ প্রাসাদের কক্ষ :

শুভবর্দ্ধন যোদ্ধৃবেশে কক্ষের মধ্যে পায়চারী করছেন ; উদয়দেব প্রবেশ করতে সসম্ভ্রমে তাকে আলিঙ্গন করে)

শুভবর্দ্ধন—এসেছো, বন্ধু ? এসো ! মনে মনে তোমাকে ডাকছিলাম। প্রকাশ্যে ডাকবো কি ক'রে ? সে পথ নিজের হাতে রুদ্ধ ক'রেছি ভাই ! এসো, বসো ! (নিজেই একখানি বহুমূল্য আসন টেনে আনলেন ও উদয়দেব বসলেন। উদয়দেব কিছু না বলে বীণাতে বিচ্ছিন্ন আলাপ শুরু করলেন) —কী মোহেই ছিলাম, উদয়দেব ! কী মোহেই না ছিলাম ! যুদ্ধের আহ্বান এল—গৈরিকবাস খুলে ফেললাম, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা শুষ্ক নিদাঘ অন্তর থেকে স'রে গেল—নূতন অনুভবের তৃণকিশলয়ে প্রাণ পুলকিত হ'ল—যেন চতুরস্র ব্রতের পর ইন্দ্রপূজা। মন্ত্রের ঝিল্লীস্বর মুখর অন্তরের নির্জ্জনগুহায় অর্দ্ধঅপহৃত জ্ঞানে মূর্চ্ছিত ছিলাম—সহসা যুদ্ধের আহ্বান এল—অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহতি, সৈন্যদের বীরপানের কলরবে নিদ্রিত মন জাগল—উন্নত ধ্বজার মত মন মুক্তবায়ুতে উর্ম্মিত হ'ল—দিগন্তশায়ী শৃঙ্গবান বহুশত কৃষ্ণসারের মত আমার রাজ্য প্রান্তের শৈলশ্রেণী আমাকে আবার দূর দূরান্তের ইশারা ক'রল, মুক্তবায়ু মনের ভস্মকে উড়িয়ে দিল—আমার যেন পুনর্জীবন লাভ হ'ল উদয়দেব ! হৃদয়ের

যে এককণা প্রেমের কুঙ্কুমকে ঢাকতে রাশি রাশি বৈরাগ্যের ছাই চাপা দিয়েছিলাম, আজ যখন ছাই উড়ে গেল তখন দেখি সেই কুঙ্কুমরাগে অন্তরের মূল পর্য্যন্ত রাঙা। ব্রাহ্মণের সাজ আমার সইবে কেন ভাই? যে প্রেমকে সঙ্কোচে চৌরলব্ধ সম্পদের মত অন্তরে লুকিয়ে নিয়ে ফিরেছি সেই প্রেম আজ হৃদয়ের কোষাগারে ধরে না। আজ আমি সকলকে ভালবাসতে পেরেছি উদয়দেব। এই শৈলমেখলা ধরিত্রীকেও আমার মন বিলিয়ে দিয়েছি। এই উর্ব্বী, রাজরাজেশ্বরী, অনন্তবসা বসুমতী আমার হৃদয় মন হরণ ক'রেছেন, উদয় দেব। আজ এই ভূমি বিদেশী তস্করে উপদ্রুত—ধরণী আমার সুপ্তিকে চূর্ণ ক'রে ডাক দিলেন, 'ওঠো, বসুমতীকে রক্ষা করো।" আর আমি প্রাসাদে ফিরব না। যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে তোমার কুটিরে আশ্রয় ভিক্ষা করব, দেবেত উদয়দেব?

উ—প্রাসাদপতি, কুটিরে লোভ কেন?

শ্রী—জানো ত' উদয়দেব। তুমি দ্রষ্টা, তোমার ত' কিছু অজ্ঞাত নেই বন্ধু। যুদ্ধে সঙ্গে যাবে ত'?

উ—নিশ্চয়। সঙ্গে যাবো না? আমি যে তোমার জন্মজন্মান্তরের বাঁধা চারণ, রাজশ্রী।

শ্রী—তবে চল, যাত্রার প্রাক্‌কালে, একবার আয়োজনটা দেখে যাই। তোমার বীণা সঙ্গে নিয়েছো ত' উদয়দেব?

উ—নিয়েছি, বন্ধু, একতারা নয়, পরিবাদিনী নিয়ে বেরিয়েছি।

শ্রী—পরিবাদিনীতে কী সুর বাজাবে, বন্ধু? বিশ্বের সুরগ্রাহী তুমি, তুমি সুরগ্রাহী বিশ্ব অনুভবের—আমার অন্তরে নিখাদে যে সুর বাজিয়েছো সেই সুর বুঝি পঞ্চমে বাজাবে? আর বাধা দেব না, বন্ধু, তুমি পঞ্চমেই বাজিয়ো! চ'ল, দেরী হচ্ছে।

উদয়দেব সপ্ততন্ত্রীতে আঘাত করে রাজশ্রীর সাথে প্রস্থান করলেন)

নবম দৃশ্য

(রঙ্গমঞ্চের আলো লাল; সন্ধ্যা নেমেছে, আকাশে চাঁদ উঠছে, বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কুটিরের বাইরে বসে উদয়দেব তন্ত্রীতে সুর লহরী নিয়ে মগ্ন—তার মুখে উদীয়মান চাঁদের আভা পড়ছে—পড়ন্ত

বৃষ্টিবিন্দুগুলিও সেই আলোকে দেখা যাচ্ছে—করুণ সুরে চারিদিক করুণ হ'য়ে উঠছে।

সুচরিতা ধীরে ধীরে বাইরে এসে ডাকল, উদয়দেব। তিনবার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকলেও উদয়দেব সাড়া দিলেন না। সুচরিতা অনুভবে অনুভবে তার কাছে গিয়ে তাকে ছুঁবার জন্য হাত বাড়াতে বীণার তারে ঝম্ করে তার হাত পড়ে গেল, সুর বন্ধ হয়ে গেল।)

উদয়দেব—(বীণা রেখে সস্নেহে) ভাল ছিলে, বোন ?

সুচরিতা—ভাল ছিলাম কি মন্দ ছিলাম বুঝিনি উদয়দেব। চোখে দেখি না, ক'টা রাত কেটে গেছে তার হিসাবও জানি না—তোমার চ'লে যাওয়ার পর থেকে মনে হ'য়েছে রাতটা পোহায়নি—এখন কি সকাল হ'য়েছে উদয়দেব ?

উ—সন্ধ্যা নেমেছে, সুচরিতা।

সু—চাঁদ উঠেছে, উদয়দেব !

উ—হাঁ, তৌল দাঁড়ির মত, মাটির দিকে হেলে পড়া এক ফালি চাঁদ ! মাটির পানে যেন ভারটা বেশী। এই মাটিতে সে ম'রেছে সুচরিতা !

(বীণাটি তুলে নিয়ে আলাপে মন দিলেন)

সু—(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর) ম'রেছে ! ...ম'রেছে ! ...তাই বুঝি বাতাস বইছে হু হু ; মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাগল হাওয়ায় !... তাই বুঝি ভূমি ভিজে ভিজে ! তাঁর রক্তে ভিজে !—তাই বুঝি আমার পায়ে পায়ে ভিজে মাটি জড়িয়ে যাচ্ছে ! তার রক্ত আমাকে ডেকেছিল একদিন ! আজ তার রক্তে ভিজে মাটি তাই আমাকে টানছে ! কিন্তু; তুমি যে ব'লেছিলে 'আসবে' ? 'সে আসবে' ? —এই বুঝি তার আসা ? এই বুঝি তার প্রেমে ভুবন ভিজিয়ে আসা ? সেদিন বুঝিনি সে-ই আমার দেবতা। কিন্তু, একী রূপে ফিরে এল সে ? উদয়দেব, তুমি কি এই ফিরে আসা ব'লেছিলে ? উদয়, সাড়া দাও, সাড়া দাও, সাড়া দাও উদয় !

(উদয়দেব সুরে মগ্ন)

সাড়া দাও, সাড়া দাও, উদয় ! তুমি কি আমাকে ফেলে চ'লে গেলে ?

নেপথ্যে—এই রাজরাজেশ্বরী অনন্তরসা বসুমতী আমার হৃদয় মন আত্মা হরণ করেছেন !

সু—শুনছ উদয়, রাজশ্রী কী বলছেন ? (সুর অব্যাহত)

(সম্মুখে কাউকে অনুভব করে) এইযে তুমি এসেছো রাজশ্রী? এসো, এসো, ঘরে চলো। চল, আমাকে হাত ধ'রে নিয়ে চল। (সুচরিতা হাত বাড়িয়ে স্থিরপদে সহজে ঘরে প্রবেশ করল—যেন কেউ তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল)

(কক্ষ মধ্যে সুচরিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারও সাথে কথা বলছে—কক্ষমধ্যে অপর কেউ নেই।)

কই, কাছে এসো, তোমাকে দেখি। চোখের খুব কাছে দাঁড়াও। না: পারলাম না। কাছে দাঁড়াও, হাতের স্পর্শে তোমাকে চিনে নি।

(নতজানু হয়ে প্রণাম)

এইত' চরণ দুখানি। এখনও ভিজে! আমার বক্ষ রক্তে দাড়িয়েছিলে? এই মাত্র বুঝি উঠে এলে?—দাঁড়াও মুছে দি। (কবরী খুলে কেশ দিয়ে মুছিয়ে দিল)

(বাইরে উদয়দেবের বীণায় সুর কাঁপছে)

(দাঁড়িয়ে) এইত' তোমার বক্ষ। এখনো আয়সী বর্ম্ম অটুট। (দু'হাত বুলিয়ে) এই দুটি বুঝি নয়ন? এই বুঝি দুটি ভ্রূ? এই বুঝি তোমার ললাট? এই বুঝি উষ্ণীষ? কথা বল! কথা বলছ ত শব্দ কই? তুমি আর ফিরে আসতে পারো না, রাজশ্রী? ধরিত্রী তোমাকে আকর্ষণ ক'রেছে বুঝি? আমার প্রতি ধরিত্রীর এই সাপত্ন্য কেন?. (নতজানু হয়ে পৃথিবীর প্রতি) দেবি, অনন্তবসা; শুভবর্দ্ধনকে ফিরিয়ে দাও! আমার তপ্ত অন্তঃকরণ উর্বর দেবি। শুভবর্দ্ধনকে ফিরিয়ে দাও, দেবি। এ ক্ষতি তোমার সহ্যের অতীত নয়, সর্ব্বংসহা। দেবি, আমার দয়িতকে দাও—আমার হৃদয় শূন্য! আমার হৃদয় ভ'রে দাও, বিশ্বম্ভরা। বসুন্ধরা, রত্নগর্ভা, আমার রত্নকে ফিরিয়ে দাও!

(বাইরে সুর যেন বলছে, না, না)

না, না, না। শুভবর্দ্ধনের দেহভস্মে তুমি কি আরো উর্ব্বরা হবে ধরণী? না, না, তা আমি হ'তে দেব না। শুভবর্দ্ধন, দাও তো দক্ষিণ পাণি। এই আমি দুই হাত দিয়ে তোমার দক্ষিণ পাণি ধারণ ক'রলাম, দেখি ধরিত্রী কি ক'রে কেড়ে নেয়? আমাকেও নিয়ে চলো, শুভবর্দ্ধন, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে সঙ্গে। মৃত্যুর আঘাতেও আমার মুষ্টি খুলবে না। (মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতে যেন কিছু ধরে আছে) চল, চল, বন্ধু চল!—অন্ধকার থেকে

জ্যোতিতে নিয়ে চল! যেখানে চোখের চেয়ে সম্পূর্ণতর ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রাণ ভ'রে তোমাকে দেখব! নিয়ে চল।

(ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সুচরিতা বাতায়ন লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে—বাইরে বাতায়ন পথে পরিস্ফুট চাঁদ চোখে পড়ছে)

কী আলো, শুভবর্দ্ধন! আলোর পরিধি ভুবনের দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত টলমল ক'রছে যেন! আরও নিয়ে চল! একি সৌরভলোক শুভবর্দ্ধন? দিগন্ত বলয়কে ছাপিয়ে বিরাট কোকনদ ফুটেছে! ভৃঙ্গ! কত ভৃঙ্গ!

এক ভৃঙ্গ বিধু, এক ভৃঙ্গ বিবস্বান্! শ্রীকৃষ্ণ ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গ বাসব, ভৃঙ্গ বজ্র, ভৃঙ্গ কৌস্তভ! মহেশ্বর তিনিও এক ভৃঙ্গ! চলো, চলো, এগিয়ে চলো!

(সহসা দ্রুতগতি—বাতায়নের কাঠে মাথায় আঘাত লাগতে পড়ে গেল—বাইরে সুর থেমে গেল—সুচরিতার কপাল হতে একটি গভীর রেখায় রক্ত ঝরছে : উদয়দেবের প্রবেশ)

উ—(দু'হাত একত্র করে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে)

……তোমাদের দেহের উষ্ণতায় ধরিত্রীর জড়তা প্রাণিত হোক্! তোমাদের মধুমেদে ধরিত্রী বহুফলা হোক্! তোমাদের রক্তে পৃথিবীর ওষধি মধুময় হোক্! তোমাদের আত্মার স্পর্শে বিশ্বের জড়পিণ্ড প্রজ্ঞাবান হোক্! ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু!

দশম দৃশ্য

অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশ্রাম কক্ষ।

চম্পার পোষাকে মায়া টেবিলে মাথা রেখে নিদ্রিতবৎ—টেবিলের ওপর ফ্যানের হাওয়ায় এই নাটকটির পাতাগুলো ফর্‌ফর্‌ করে উড়ছে। বর্ষচক্র-চিহ্নিত ক্যালেণ্ডারটি যথাস্থানে আছে।

(ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর—(স্বগতঃ) মদের গ্লাশ চুঁয়ে যে আলো বেরোয় তাতেও মদের নেশা থাকে নাকি? —অদ্ভুত মাতলামি মেশানো থাকে এই ষ্টেজের আলোয়! অভিনেতা অভিনেত্রীর দেহ প্রকৃতির হাতে এক একটা মদের পাত্র! গত অঙ্কে রোলের ভিতর দিয়ে নন্দিতা আমার উপর শোধ তুলে নিয়েছে। সাধ্যসাধনা ক'রেছি আমি, সে গেছে আমাকে এড়িয়ে। যাক্‌গে!—কিন্তু

অদ্ভুত এই ফুট লাইটের আলো! বহু সন্তানবতী আপ্রৌঢ়া নন্দিতার দেহের কানায় কানায় নেশা ফেনিয়ে দিলে? এখন প্রথম রাত্রি—ঘুম আশার পূর্ব্বক্ষণ—ঘুমের সম্মুখ প্রকোষ্ঠ তন্দ্রার মলমলে ঢাকা! যে স্বপ্ন মানুষ ঘুমিয়ে দেখে সেই স্বপ্নকে ঘুম থেকে কেটে নিয়ে তীব্র আলোয় উচ্ছৃঙ্খল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে নাট্যকার—এ স্বপ্নের শেকড় নেই, তাই এত গাঢ় নেশা! ……নেশা! পপী আর মাণ্ড্রাগোরা। মনটা যেন বডোডেনড্রনের একটা বিরাট ঝোঁকে! এই রকম আলোয় মানুষ সব পারে! —মন যেন কাণা ভোমরার মত বিকেলের সূর্য্যমুখী নন্দিতার সিঁথি লক্ষ্য ক'রে ঘুরঘুর ক'রে উড়বে তাতে বৈচিত্র্য কি? …হাঁ, বিকেলের সূর্য্যমুখীই বটে।—নন্দিতা তবু যেন …মাজামোটা একটা বেঁটে মদের গ্লাস! (মায়াকে দেখে) মায়াটা যেন লাল মদে ভর্ত্তি একটা সিরিঞ্জ! কী বিচিত্র প্রকৃতির খেয়াল! কোথাও প্রকৃতি যৌবনের নেশাকে দরবেশের মোটা খোলার ভাঁড়ে পুরে দিয়েছে। কোথাও পুরে দিয়েছে ব্যারোমিটারের টিউবে। যৌবন, জল—যে পাত্রে রাখবে তারই রূপ গ্রহণ করবে সে। —বেড়ে বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, "যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে, হরে মুরারে, হরে মুরারে।" —যৌবন? কিন্তু, যৌবনরে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে? —সুখের খাঁচা? —নন্দিতা মায়া, এরা সব সুখের খাঁচা। —সুখ? ধাপ্পা! সাজানো অনুভূতির একটা উপন্যাস। ফিক্‌শন। সুখ নেই! নেশাটাই বড়। সুখের নেশাটাই বড়! —দূর হোক্ চিন্তা। যতক্ষণ ষ্টেজে আছি, মাথার উপর ক্লাস-লাইট জ্বলুক। চোখে যদি রঙ্ লাগে লাগুক, মনে যদি ভাবের জুয়ো বসে, বসুক। সারেঙার! ষ্টেজে সারেঙার। মনকে আলুলায়িত করার আরাম। রসের আলবোলায় সুখটান! মন্দ কি? বেশ চ'লেছে, নাটকটা।

মায়া— (হঠাৎ উঠে) 'বেশ চ'লেছে নাটকটা?' ভাস্করদা? তোমার মনেও নেশা ধরিয়েছে? সত্যিই বলেছো, ষ্টেজের আলোয় নেশা মিশে আছে! ঘুমের স্বপ্নটাকে জাগ্রত মনের রঙিন ফুলদানীতে বোকে ক'রে সাজিয়ে দেওয়া—মন্দ কি? তবে, আমার দোষ নিওনা, ভাস্কর দা'! তুমি কি মনে কর মানুষ যন্ত্র? গ্রামোফোন? সে অনুভূতি দিয়ে কথার পর কথা আউড়ে যাবে কিন্তু মনে রেখা পড়বেনা? —রেখা পড়বেই ভাস্কর দা'! "মরা মরা" বলতে বলতে বাল্মীকি "রামে" পৌঁছে গেলেন, রাম রাম বললে

তাঁর সাধনায় সিদ্ধি দ্রুত হ'ত। —তুমি তখনই ভুল ক'রেছিলে যখন এই নাটকে নায়কের রোলে নেমেছিলে। তোমাকে কোনো না কোনো ঘাট দিয়ে নেশায় নামতেই হবে! আমাকেও! বেশ ছিলাম যতক্ষণ এই নাটকে নামিনি। তুমি এলে বালীগঞ্জ থেকে, আমি শ্যামবাজার থেকে। দেখা হ'ল, নমস্কার করলুম। তুমি বললে গুড্ ইভ্নিং, আমি বললাম গুড্ ইভনিং।—মনে মনে তোমাকে নিয়ে খেলা ক'রতাম। সেটা খেলাই ছিল। হাতের কাছে কালি কলম থাকলে যেমন যে কেউ ভাঙাচোরা ছবি আঁকে। তেমনি সহজ। আমি যেন তোমার সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম!—এই অজস্রবাণীর রেশমী ফাঁসগুলো তোমাকে আমাকে একটী গাঁটে বেঁধে ফেলেছে। আর খোলা যাবেনা, হয়ত! ষ্টেজের বাইরের জগৎটাত আমাদের কাছে "মিথ্যে"। এই ষ্টেজের সম্পর্কগুলোই আমাদের সত্যকারের সম্পর্ক যদি হয় তাতে ক্ষতি কি?

ভা—এটা ষ্টেজ নয় মায়া, এটা গ্রীণরুম।

মা—ষ্টেজের বাইরেটাও একটী বৃহত্তর ষ্টেজ ভাস্করদা! জ্ঞানী তুমি, তুমিত' জানো—তুমি বলছিলে সুখ ফিক্‌শন্! আমার মনে হয় জীবনটাও তাই। এই ভালো-মন্দ, প্রেম-ভালোবাসা—এও ফিক্‌শন্! আমরা সবাই ঔপন্যাসিক—নিজেকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করছি পলে পলে—সত্যিকারের আমি কেমন, তুমি কেমন, একি আমি জানি, না তুমি জানো? নিজেদের নিয়ে আমরা গল্প বানাচ্ছি—আমরা সেই গল্পের নায়ক বা নায়িকা—জেনে শুনেই আপন আপন গল্প সাজাচ্ছি। আমার সাজানো গল্পের নায়িকা আমি। ষ্টেজের আমিই আসল আমি, ভাস্কর দাঃ।

ভা—চমকে দিলে, চম্পাবতি! এ সত্য তুমি পেলে কোথায়?

মা—তবে স্বীকার ক'রে নাও।

ভা—কী স্বীকার ক'রবো মায়া?

মা—নিজেকে শুভবর্দ্ধন ভাবো, আমাকে চম্পা! ভাবতে ভাবতেই সত্যি হ'য়ে যাবে। ষ্টেজের সম্পর্ক অলীক ভাবছ কেন? এই অলীক যে সত্যি হ'য়েছে! আমি যে তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছি!

ভা—বাঃ, চমৎকার! ষ্টেজে আর অডিটরিয়মে মিশিয়ে দেওয়া! নাটকের রোলটী বাইরেও বজায় ক'রে যাওয়া! নাটক আর জীবনে তফাৎটা ঘুচিয়ে দেওয়া! চমৎকার! একটী জীবনে বহুজীবনের স্বাদ সংগ্রহ করা!

তা বেশ, তা বেশ! হাল্কা পাতলা ক'লো জীবনের সঙ্গে বেছে বেছে, আতর মেশানো? রঙ্ মেশানো? বাঃ, মন্দ বলনি মায়া। কিন্তু এই ফিক্‌শন আমরা নিজেরা যে ইচ্ছামত গড়তে পারিনা, ডার্লিং। কোথায় অলক্ষ্যে কে ব'সে ডিরেন ক'রছে বুঝতে পারিনা।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী—বেশ "ডিরেন" চাপিয়েছো, দাদা? জিলিপির পাক হ'চ্ছে—তুমি বেসন, আমি সবেদা, চম্পা জাফ্‌রান্ আর নন্দিতা চিনির রস। নাট্যকার—বড় হালুইকর ভাস্কর। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তোমাদের দার্শনিক কোর্টশিপের টুক্‌রো-টাকরাটা কানে এসে গেলো। তা' ষ্টেজ ব'য়ে বেড়াচ্ছো কেন? —হাঁ, দ্বীপান্তরটা কেমন লাগল, চম্পা?

চা—"চম্পা"—তুমিও যে ষ্টেজ বয়ে বেড়াচ্ছো, রোহিণীদা'। তোমারও নিস্তরঙ্গ ভরসায় সংশয়ের ঢেউ জেগেছে এই হু'টো অঙ্কের পর—নন্দিতার ওপর ভরসা বলছি।

রো—ঠিক ব'লেছো ভাই।—বুঝছিনা—কেবল ভাবছি কখন এই নাটকটার অভিনয় শেষ হয়! এর মধ্যে আমরা যেন বদলে গেলাম! না জানি ব্যাপার কতদূর গড়াবে? এ জানলে কন্‌ট্রাক্ট ক'রতাম না, নন্দিতাকেও কন্‌ট্রাক্ট ক'রতে দিতাম না! কে জানে অভিনয় করতে এসে স্বাভাবিক জীবনটা হারিয়ে যাবে?

মা—যে সুর আমাদের মনে অস্ফুট টুং টাং ক'রে বাজছিল—এই নাটকে সেই সুর অর্কেষ্ট্রা হ'য়ে গেছে রোহিণী বাবু! তাই আমাদের স্বাভাবিক জীবনটা হারিয়ে গেল!

রো—(জোরে) কিন্তু, হারালে চলবেনা, হারালে চলবেনা!

(বলে ঘরের কোণে একটি আলাদা ছোট টেবিলের কাছে পাতা একটি মাত্র চেয়ারে বসল)

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যা—গুড্-ইভনিং লেডিজ্ এণ্ড্ জেণ্ট্‌লমেন। কেমন লাগছে?

মা—(ভাস্করের দিকে) ঐ উদয়দেবই ষ্টেজ ম্যানেজার।

ম্যা—ঠিকইত! একদল আত্মা নিয়ে যুগে যুগে সে ষ্টেজ ম্যানেজ ক'রে আসছে—মহাকালের শৃঙ্গরস পরিবেশনের ভার ওর ওপর! নাটকের এইত স্পিরিট!

ভা—গ্রাণ্ড!—বুড়ো বেঁটে বিদ্যাধর! রঙটা জমেছে ঠিকই, রস কোথায় ম্যানেজার?—তুমি, তুমি রসের যোগান দিচ্ছ। ভাস্করকে পাঁচশ', মায়াকে চারিশ', রোহিণীকে চারশ'। নন্দিতাকে, তাইতো নন্দিতা কই?

ম্যা—তাইতো, নন্দিতা কই? রাত হ'য়েছে, চট্ ক'রে কিছু খেয়ে নিলে হ'তনা?—কিন্তু নন্দিতা কই?

মা—যাই, দেখে আসি।

(সকলে—রোহিণী ছাড়া—টেবিলের চারধারে বসে পড়ল ও ভৃত্য-আনীত চায়ে মনোনিবেশ করল)

ভা—(আবৃত্তি)—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
-ন্যন্যানি সংযাতি নবানী দেহী"

(ইতিমধ্যে মায়া একপ্রকার ভুলে ধরে নন্দিতাকে এনে হাজির করল)

ভা—তুমি কি চোখে দেখতে পাচ্ছিলে না, নন্দিতা?

ন—চোখের মাথা যে খেয়েছি ভাস্করদা যেদিন তোমার বৈদগ্ধ্য দগ্ধ মুখের দিকে চেয়েছি।

ভা—এইত কথা ফুটেছে! ললিতলবঙ্গলতা আঁচ পেয়ে যে কঞ্চি হ'য়ে গেল! তা ভাল! তুমিও অনেকটা বদলেছো, নন্দিতা! এখানে বোসো (কাছের চেয়ারে বসিয়ে)—আমিও। আজ রোহিণী বাবুর কান কোণে না থাকলে সকলের সম্মুখেই হয়ত তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করে ফেলতাম।

(নন্দিতার কলহাস্য)

ন—সিঁথির সিঁদুরটা আচমকা চোখে প'ড়ে তোমার বাক্ রোধ করে দিত।

ভা—তোমার ওটা ভেক বইত নয়? আসল সিঁদুর হ'লে শোভায় গোটা মুখটা পূজ্য হয়ে উঠত।

রো—টকিং রাবিশ! তোমরা কি ষ্টেজে আর গ্রীণরুমে কোনো তফাৎ রাখবেনা নাকি? দিনকতক পরে অগুবাবুর বাজারে পাঠ আউড়ে বেড়াবে দেখছি!

মা—অসম্ভব কিছু নয়, রোহিণীবাবু!

রো—শুনে আশ্বস্ত হ'লাম! তা', নন্দিতা, কোথায় ছিলে?

ন—বাইরে হাওয়ায় ব'সে ছিলাম—ভাবছিলাম!

(রোহিণী ও ভাস্কর গলা ঝাড়িয়া লইল)

শ্যা—কী ভাবছিলে নন্দিতা দি'?

ন—ভাবছিলাম, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়···

(ভাস্করের উচ্চহাস্য)

···বাইরে ব্যালকনিতে বেরিয়ে যেতে খোলা আকাশের তলায় হঠাৎ মনটা বেড়ে গেল! এই ষ্টেজটা কত ছোট! আমাদের বাসাটি কত ছোট! ষ্টুডিওটা কত ছোট!

ভা—আর, আমাদের চেনা সত্যগুলো কত ছোট! মতগুলো কত ছোট! সংস্কারগুলো কত ছোট! তাই না?

শ্যা—ভালবাসা ছোট? মানুষ কি এমনিই ছোট থেকে যাবে, ভাস্কর দা'?

ভা—মানুষ বাড়বে বই কি! তবে ফিক্‌শন-গুলোকে বাড়াতে হবে, বদলাতে হবে! জীবনে বড় বড় ফিক্‌শন তৈরী ক'রতে হবে!—সাধারণ জীবনেও একটি কোনো নাটকে নিজেকে ফেলতেই হয়! নিজেকে কেন্দ্র ক'রে নাটক যখন তৈরী ক'রতেই হবে তখন একটা বড় নাটকের রোল নেওয়াই ভালো—এমনি ক'রে মানুষ বাড়বে! নন্দিতা যদি সত্যি সত্যি সুচরিতার রোলটাকে আপনার জীবনের রোল ক'রে নেয় তা হ'লে এই ছোট পরিবেশ থেকে ও মুক্ত হবে!

শ্যা—তুমি বুঝি শুভবর্দ্ধনের পার্টটা নিয়ে বাঁচতে চাও, ভাস্কর দা'? তাহ'লে আমি কি চম্পার মত সারা জীবনটা চেয়ে যাবো. পাবো না? তা হবে না, ভাস্কর দা'!

ভা—সংসারে চাতক নেই মায়া? চাতক যদি হ'তে হয় ইউকালিপটাসের ডগায় বাসা বাঁধবে, কুঁড়ের ছাঁচায় বাসা বাঁধবে কেন? চাইতে যদি হয় খুব চাইবো! 'পাওয়ার মত' চাইবো কেন? ভুল ক'রব বড় ভুল! ভুলের বারিধিতে ডুব্‌ব—ডোবায় ডুব্‌ব কেন?

(ম্যানেজারের ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ)

ম্যা—সকলে তৈরী হ'ন, তৈরী হ'ন—আবহ সঙ্গীত শুরু হ'য়েছে—বৈষ্ণব যুগে এসে গেলাম! পীতাম্বর বনমালীর বংশী ধ্বনিতে অন্তর গোপাঙ্গনারা কুল—ইন্দ্রিয়কুল ত্যাগ ক'রে গেল!

রো—আমার নামটা কি হ'ল ম্যানেজার?

ম্যা—গোস্বামী।

রো—নামহীন, গোত্রহীন প্লেন গোস্বামী? কতক্ষণ পার্ট আছে ম্যানেজার?

ম্যা—আঃ, বইখানা একবার প'ড়েও দেখবেন না! কিন্তু, শ্রীঘন?

শ্রী—এখানে ম্যানেজার! ম্যানেজার তোমার নামটা যেন কি?

ম্যা—মুরলী। কুহু?

মা—এই যে এখানে! আমার নামেই অমাবস্যা?

ম্যা—তা হোক্! সপ্তলা কই?

স—(উইংসের কানাচ হ'তে) এই যে এইখানে! বর্ষচক্র দেখছি!

(নেপথ্যে বাদ্য ও নৃত্য আরম্ভ)

একাদশ দৃশ্য

রঙ্গমঞ্চের আলোক গাঢ় নীল। ধীরে ধীরে বর্ষচক্র স্ফুট হ'তে স্ফুটতর হ'তে লাগল। ১ম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যের মত। ধীরে ধীরে বাদ্য ও নৃত্যের উদ্দামতা ও রঙ্গমঞ্চের আলো কমে আসতে লাগল। নেপথ্য হ'তে 'ভজনের' সুর স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'তে লাগল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাইরে তুমুল ঝড় বইছে—মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, থেকে থেকে তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে—বাতায়ন ও দ্বারের কবাট কেঁপে কেঁপে উঠছে—সুসজ্জিত কক্ষ—কেন্দ্রে একজন বৃদ্ধ গায়ক কোলে বীণা নিয়ে ভজন গাইছেন—তাকে ঘিরে ফুলদলের মত তরুণীরা বসে ভজনের ফাঁকে ফাঁকে সমতালে নাম গাইছে—"গিরিধারী, গিরিধারী, গিরিধারী!—চিদ্‌বিহারী, বনবিহারী, গিরিধারী!"

তাদের কাছেই একটি সুসজ্জিত উচ্চ আসনে যে তরুণী চোখ বুজে বসে আছেন তাঁকেই লক্ষ্য করে ভজন গাওয়া হ'চ্ছে—সহসা সমতালে দরজায় কড়া অঙ্গুলির আওয়াজ হ'তে গায়ক বীণা রেখে উঠে দাঁড়ালেন ও সুরের মাথায় বললেন, "গিরিধারী, গিরিধারী, ঐ এল গিরিধারী!"

আলনোপাবন্টা রমণী—মুরলীদা, দেখ, কে এল। গোস্বামী প্রভু ন'ন তো!

গায়ক—এ দুর্যোগে পরম বৈষ্ণবও বেরোবে না সপ্তলা! (উচ্চহাস্য)—এ দুর্যোগে রাধা যে অভিসারে বেরিয়েছেন!...তিনি নয়নপথে প'ড়ে যাবেন, ওই ভয়ে, গোস্বামী প্রভুরা দ্বার বন্ধ ক'রে শয্যার আশ্রয় নিয়েছেন! এ ঠিক গিরিধারী—গোবর্দ্ধনধারী! (কন্যাদের প্রতি নির্দ্দেশ করে)—দ্বারটা খুলে দেত', মুরলীময়ী!

(কুমারীরা পরস্পরের দিকে চাইছে)

(তাদের বিভ্রম লক্ষ্য করে) ও—মুরলীময়ী বুঝি তোদের কারো নাম নয়? তা, না হোক, তোরা যে কেউ খুলে দে! [(বাইরে অঙ্গুলির আঘাত থেকে বাইরের আহ্বায়কের অধৈর্য বোঝা যায়) দাঁড়াও গিরিধারী—এত' লতাবিতান নির্ম্মিত কুঞ্জ দ্বার নয়, এ রাজ্যেশ্বরীর আলাপন কক্ষের লৌহ কবাট—বেণু খণ্ডের চাপে হেলবে না বংশীধারী! অসি আনো, অসি আনো!]

(এক কন্যা খুলতে উদ্যত)

বাইরে একটু দাঁড়াক মুরলীধারী!...এখন খুলিস না!

সপ্তলা—মুরলীদা, ওকি ক'রছ?

মুরলী—খুলিস না, আর একটু অধীর হোক—

(সপ্তলা নিজে উঠে খুলে দিল)

(যোদ্ধৃবেশে শ্রীঘনের প্রবেশ—উপানৎ কর্দ্দমাক্ত)

মু—মুরলী পরিহার ক'রে তরবারিই ধরেছো দেখছি!

স—সুস্বাগতম্, ভদ্র—ওঁর কথা ধরবেন না।

শ্রী—পাগল বুঝি?

(সপ্তলা চুপ)

মু—উন্মাদ হ'তে হয়েছে, বনমালী!—অভিনয়!—অভিনয়! যেমন তুমি অভিনয় ক'রে যাচ্ছো গিরিধারী! কখনও বংশীবদন, কখনো কোষমুক্ত তরবারি, তা চরণে কর্দ্দম কেন, হরি? এ যুগে বুঝি চন্দন অনুলেপের পরিবর্ত্তে কর্দ্দমকে অনুলেপ ক'রেছো? পেয়েছো, অসীম রঙ্গমঞ্চ, নিরবধি কাল, নটরাজ, ভূমিকার শেষ নেই তোমার!

শ্রী—আমি গিরিধারী নই, বনমালীও নই—আমি মেদপাত রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর—নাম—

স—মহারাজ শ্রী শ্রীঘন দেব! আপনি? আসুন, আসন গ্রহণ করুন।
(জনৈকা দাসীর প্রতি) মুকুলবতি! মহারাজের উপানৎ মুক্ত ক'রে দে!

শ্রী—বড় দুঃসময় দেবি! আসন গ্রহণ ক'রে আপনার আতিথ্য উপভোগ করার মত সুসময় নয়, সপ্তলা দেবি!

মু—সেকি চিত্ত-চোর? দুঃসময় কি? এই ত' সময়! আকাশে ঘনঘটা—ধূসর দিগ্‌বিদিক্—অজস্র বর্ষণে জনশূন্য পথ—ধারাসম্পাতে প্রতিহত দৃষ্টি—ভবনে ভবনে বদ্ধ বহির্দ্বার—ভবনশিখরে বিস্তৃত-কলাপ-শিখী যেন ব্যজন ধারিণী বিলাসিনী! চতুর্দ্দিক ক্ষান্ত-কলরব! শুধু, বনমধ্যে মুখর কেকা, মন মধ্যেও মুখর বর্ষণ! তোমার কুঞ্জদ্বারে শিরে মণি ধ'রে দীপদণ্ডের মত দাঁড়িয়ে শঙ্খচূড়! তার মাথার মণি তোমার কুঞ্জদ্বারের প্রদীপ!—এইত' সময় চিতচোর!

স—চুপ করো, মুরলীদা।

মু—(অন্যান্য তরুণীদের সম্বোধন করে) আয় তোরা, মুরলীময়ীরা, কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আয়—বাইরে আয়—আকাশ ভেঙে বর্ষণ নেমেছে, সেই ধারায় অন্তঃসার শীতল করবি আয়!

স—তোমরা এখন যাও, মুকুলবতি; দূরে যেও না—ডাকলে যেন সাড়া পাই!

মু—আর, আমি থাকব দ্বারী! আমার পলিত কেশ ললিত যৌবনকে পাহারা দেবে!

(সাথীদের ও মুরলীর প্রস্থান)

শ্রী—(ইতস্ততঃ করে) আমি এসেছি, সপ্তলা দেবী—

স—কেন, মহারাজ?

শ্রী—তোমার পাণিপ্রার্থনা ক'রতে!

স—(বিস্মিত) অদ্ভুত? কেন? আমার পাণির ক্ষুদ্র পালঙ্কের পরিসর-টুকুতে এই দুঃসময়টা নিদ্রায় কাটাবেন নাকি, মহারাজ?

শ্রী—পরিহাস ক'রো না দেবি!

স—কিন্তু, একী অদ্ভুত "দুঃসময়" তোমার, রাজন্, যে এক দুর্যোগের রাত্রে সেই "দুঃসময়" প্রথম আলাপে এক অর্দ্ধ-অপরিচিতার পাণি প্রার্থনা ক'রতে তোমাকে বাধ্য ক'রেছে? আমি বুঝলাম না, রাজন্! না, এই কি তোমার রাজ্যের রীতি?

শ্রী—তোমার আমার রাজ্যের সাধারণ সীমান্তে বিদেশী শত্রু—এরা মন্দির লুণ্ঠন করে, নারী লুণ্ঠন করে আর সর্ব্ব ধর্ম্মের নীতিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত ক'রে যায়! এদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তোমাকে আমাকে মিলিত হ'তে হবে!

মুরলী—(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) ছলনাময়, কত ছল তুমি জানো গিরিধারী!

স—ছলনা, শ্রীঘন দেব, এ তোমার ছলনা! আমি কি পথিক্-বধূ, রাজন্, যে পথের একটা ইঙ্গিতে প্রহরের বধূ ক'রে নেবে?

শ্রী—তুমি আমার জন্মজন্মান্তরের বধূ, সপ্তলা—ছল বলছো?

(বাইরে ইতিমধ্যে মুরলী বীণা নিয়ে বসেছে ও বীণায় সুর তুলছে)

স—অপমান ক'রোনা, শ্রীঘনদেব—কতবার আমাকে দেখেছো? যে—

শ্রী—বহুদিন তোমাকে দেখেছি, সপ্তলা, স্বপ্নে! বহু বয়ানে তোমার ঐ মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছি, সপ্তলা! কত মেঘছায়াঘন দিনে চকিতে চোখের সম্মুখে তোমার ছবি ভেসে উঠে' বাদল হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! কত জ্যোৎস্না নিশীথে দিগ্ বিদিক থেকে বিচ্ছুরিত তোমার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে মন আহত হ'য়েছে, সপ্তলা! [সেই অপাঙ্গের আধার, তোমার নয়ন, সন্ধান ক'রেছি মুগ্ধের মত! সন্ধান পাইনি! কতদিন, পথে যেতে যেতে স্তব্ধ-দ্বিপ্রহরের-চকিত-হাওয়ায়-কম্পমান আরক্ত নবীন অশ্বথ-মঞ্জরীতে তোমার ইশারারত অঙ্গুলির অগ্র দেখতে পেয়েছি। কত নর্ত্তকী, কত পথচারিণী, কত নটী, কত পাংশুলা, স্বৈরিণী, দূতী, বারমুখ্যা, তোমার রূপের প্রতিভাসে আমার মনকে বিভ্রান্ত ক'রেছে, জীবনকে মিথ্যে জটিল ক'রেছে! তোমার প্রতিবিম্ব দেখেছি যেন শতধাখণ্ডে বিভক্তদর্পণে—কোনো কামিনীর নয়নের কোণে, কোনো পথচারিনীর গুরুনিতম্বে, কোনো নর্ত্তকীর মুদ্রামুকুলিত অঙ্গুলিপ্রান্তে, কোনো বার-মুখ্যার রজত কণ্ঠস্বরে—যেন শতধাখণ্ড দর্পণে তোমাকেই দেখেছি! তাই জন্মে জন্মে ভুল ক'রেছি! তাই অন্তরে, নিরবধিকাল বিরহ জলেছে! তাই শুধু সন্ধানে সন্ধানে, মৃগমদগন্ধী প্রাণকে পরিশ্রান্ত ক'রেছি। তাই এতদিন এত জনকে পেয়েও তোমাকে পাইনি!

(দূরাগত গম্ভীর মেঘগর্জ্জন)

মু (বাইরে)—হরি! হরি!

স—আমি এ প্রস্তাব বিচার ক'রবার সময় চাই, শ্রীঘনদেব!

শ্রী—বিচার? (সন্দেহে) তবে কি আমি আবার ভুল ক'রলাম? (দীর্ঘশ্বাস সংযত করে) ক্ষমা ক'রো দেবি,—মেঘালোকে, ঝর্ঝর বর্ষণে মন মুগ্ধ ছিল, তন্দ্রাবিষ্ট ছিল—অসতর্ক তন্দ্রার অবসরে গোপন আশা যদি সহসা বাঙ্ময়ী হ'য়ে ওঠে, প্রলাপ ব'লে তোমার কানে বাজে, তা হ'লে আমারই ভুল! (বিস্ময়) আশ্চর্য্য! কী কাজে এসেছিলাম! [আর, কী কাজ হোল না! এই বর্ষণ, এই মেঘস্বর, আজিকার রাত্রির আর্দ্র কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিরহের রাগিণী আমাকে উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট ক'রেছে, সপ্তলা! সংসারের উড়ুপটিকে উড়িয়ে নিয়ে অসম্ভবের তটে ফেলে দিয়েছে।]

সু—(বাইরে) জন্মমৃত্যুর কেশ পাশে জড়িয়ে প'ড়েছো, কেশব!

(সপ্তলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—তার মুখের দিকে একবার চেয়ে শ্রীঘনদেব ধীর পদে বের হয়ে গেলেন—শ্রীঘনদেব বাইরে যেতে সপ্তলা কলকণ্ঠে হেসে উঠল—সখিরাও ভিতরে প্রবেশ করে তার সাথে হাসিতে যোগ দিল)

সু—(বাইরে) গোবর্দ্ধন ধারণ করো, গিরিধারি! রাসের লগ্ন এখনো আসে নি! (বাইরে বারংবার বিদ্যুৎচমক ও ভিতরে উচ্ছ্বসিত হাস্য কলরোল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আকাশ পরিষ্কার, রৌদ্রকরোজ্জ্বল ধরণী, প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজার বিশ্রাম কক্ষের দ্বারে] "মাগধ" দ্বিপ্রহরের রাগের আলাপ করছে—দ্বারের দক্ষিণে স্বর্ণদণ্ডের উপর শুক তন্দ্রায় মগ্ন।

শ্রীঘনদেবের দ্বারে আবির্ভাব—কক্ষে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় শুক হেসে উঠল—শুক হাসতেই শ্রীঘনদেব দ্বারে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেলেন ও পরমুহূর্ত্তে শুককে শৃঙ্খল সমেত তুলে নিয়ে বিশ্রাম কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে বাতায়নে দাঁড়ালেন।

শ্রী—(হস্তস্থিত শুককে লক্ষ্য করে) হাসলি কেন, শুক?

(শুক আবার কলকণ্ঠে হেসে উঠল)

তবে যা—এই প্রাসাদ থেকে দূরে চ'লে যা। বনের বিহঙ্গমও ব্যঙ্গে উচ্ছলকণ্ঠ! দূরে যা—দূরে যা শুক, দূরে যা!

(শিকল খুলে বাতায়ন পথ দিয়ে শুককে ছেড়ে দিলেন—ছেড়ে দিয়ে বাতায়ন পথে নিবিষ্ট মনে চেয়ে রইলেন)

মাগধ—(নেপথ্যে) রাজন্ জয়তু, শতং জয়তু! বিন্ধ্যচ্ছায়াচ্ছন্ন বিরাট তোমার রাজ্য বিহঙ্গম, হে রাজন্, দস্যুর পিঞ্জরকে উপেক্ষা ক'রে, অনন্তকাল ধ'রে, মর্ম্মর-মেখলা নর্ম্মদার নীরে জলপান করুক। এই ভূমির ধূলি চন্দন চূর্ণ হোক—ধূলিস্নানরত পক্ষিকুলের পক্ষে পক্ষে এই চন্দনধূলি দিগ্‌দিগন্তকে ধূসরিত করুক—আর, এই ভূমির অধীশ্বর শ্রীশ্রীঘনদেব, তোমার জয় হোক!

শ্রী—আশ্চর্য্য। আকাশের পাখীকে ছেড়ে দিলাম—ছাড়া পেয়ে সে আকাশে উড়ল না—পাখা ছড়িয়ে সে ধূলিতে লুটিয়ে পড়ল; তারপর ধূলিস্নানে যেন স্নিগ্ধ হ'য়ে উড়ল আকাশে! ঐ, তড়িৎপাখায় উড়ে চ'লে গেল! ধূলির সঙ্গে তড়িৎ ছিল নাকি? সেই তড়িতে কি ওর পাখার জড়তা ঘুচে গেল?—দূরে, ঐ রাজপথের বাঁকে, শস্যক্ষেত্রে কৃষক হল চালনা করছে—সীতামুখে মুখে হিরন্ময় মাটি স্তরে স্তরে উপচে উপচে পড়ছে—মুঠো মুঠো আশীর্ব্বাদ! মেঘচ্ছায়ায় এই রুক্মিণী ভূমির বর্ণ বদলাচ্ছে! দিগ্মুখ থেকে দিবসান্ত পর্য্যন্ত চপলবর্ণ সমুদ্রসমতলের মত! মাটি, না, হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন? শস্যক্ষেত্রের ধারে গাছের ছায়ায় যুবতী হিরন্ময় কর্দ্দমে প্রাচীর তৈরী করছে—হয়ত, তার ভাবী বাসর কক্ষের প্রাচীর! ঐ দ্বাররুদ্ধ বাসর কক্ষে একদিন একটি মাত্র মৃৎপ্রদীপের আলো গাঢ়লোহিত বর্ণের একখানি মায়াজাল রচনা ক'রবে—সেও মাটির ইন্দ্রজাল। আরও দূরে মরু প্রান্তরের মুখে দিগন্তবিসর্পী ফণিণীর মত ধূলিমেঘমুখ আকাশকে বারংবার দংশনে গাঢ়লোহিত ক'রে দিয়েছে—এই ধূলি আমাকে আহ্বান করছে—ঐ কর্দ্দমকর্ষিতা শস্যপ্রাণা ভূমি আমাকে আকর্ষণ ক'রছে—এই ধূলিজাল আমার সনাতন ধ্বজা—এই ধূলি-মেঘজাল সনাতন—এই ভূভাগের লক্ষ কোটি মানুষের যুগযুগান্তরের ভাগ্যের উপর সঞ্চরমান—

(অদূরে ভেরী-ধ্বনি—দেখতে দেখতে তাঁর সম্মুখ দিয়ে একদল সৈন্য ধূলি উড়িয়ে চলে গেল)

সৈন্যেরা চ'লে গেল সীমান্ত প্রহরায়—উড়ন্ত ধূলি তাদের ললাটে মুহূর্ত্তের জন্য জয়টিকা এঁকে দিল—

মাগধ—(নেপথ্যে) তোমার জয় হোক্‌, অভ্যমিত্র, তোমার রাজ্যের পবিত্র রজঃ তোমার উদ্ধত বিজয় কেতনের কম্পনে কম্পনে শত্রুর নয়নে নিক্ষিপ্ত হোক—তোমার জয় হোক, মহারাজ !

(মুরলীর প্রবেশ)

মু—জয় হোক্‌, গিরিধারী !

শ্রী—মুরলী ? এসো বন্ধু, এসো। কী সংবাদ ? সংকল্প শুভ ত ?

মু—চোখে ত' অশুভ দেখিনা গিরিধারী ! এ চোখ নিয়ত তোমাকেই দেখে ! তবে মনে মনে গুমরে মরছি, পীতাম্বর ! বংশীধারী, গোবর্দ্ধন ধারণ করো ; তা না হ'লে, গোপা যারা তারা বিনষ্ট হবে—গোকুল নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে—

শ্রী—মুরলী, পরিষ্কার ক'রে বলো। তোমার ইঙ্গিত আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মুরলী ! তুমি কি আরাবল্লী রক্ষা বলছ ? আরাবল্লী আমি রক্ষা করব, মুরলী ! ভারতবর্ষের কটিদেশের এই তরবারি স্থানচ্যুত হবে না—এই তরবারির ফলকমূল ইন্দ্রপ্রস্থ, নর্ম্মদাতীরের মর্ম্মর শৈল এর মুষ্টি—এ তরবারি কখনও স্থানচ্যুত হবে না, মুরলী—যদি জন্মজন্মান্তর ঐ শৈলে প্রহরা দিতে হয় তাতেও শ্রীঘন পশ্চাদ্‌পদ নয়—

মু—ঠিক ! ঠিক ! গিরিধারী !—ঐ ত' গোবর্দ্ধন !

শ্রী—তুমি আমার নাম দিয়েছো, গিরিধারী—তাই হোক্‌—তবে জেনে রাখো মুরলী ঐ আমার গোবর্দ্ধন—ঐ আরাবল্লী ! (মাটির দিকে নির্দ্দেশ করে) এই আমার যশোদা, মুরলী, এই মাটি। আর রাধা ?

(সূর্য্যাস্ত সিন্দুর পশিম আকাশের দিকে চেয়ে)

ঐ অশোকবর্ণা সলজ্জ দিগন্তরেখা আমার রাধার অবগুণ্ঠন ! আমার রাধা চিরঅবগুণ্ঠনবতী—আমার অভিসার পথ রক্তচিহ্নিত—এজন্মে যতদূর এই অভিসারে অগ্রসর হব ততদূর পথ তরবারিছিন্ন দেহরক্তের চিহ্নে চিহ্নিত ক'রে যাবো, পরজন্মে সেই শেষ রক্ত বিন্দু থেকে আবার আমার অভিসার যাত্রা শুরু হবে। কেমন ? ঠিক নয়, মুরলী ?

মু—মুরলী ফেলে' দিয়ে অসি ধ'রেছো, গিরিধারী—মুরলী কি বলবে ? মুরলী চায় গোবর্দ্ধন ধারণ শেষ হ'লে তুমি বৃন্দাবনে ফিরে যেও—

শ্রী—দক্ষিণ সমুদ্র হ'তে হিমাচল—সবটা আমার বৃন্দাবন—

মু—বৃন্দাবনের খবর জানে বৃন্দা! বৃন্দা আসবে—বৃন্দা তোমার পথ চেয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে!

শ্রী—সে কে মুরলী? সেও এক নারী নাকি?

মু—(হেসে) সেও এক নারী, গিরিধারী! বহুজন্মপূর্ব্বে তোমার শ্রীচরণের সঙ্গে এক ফাঁসে তার প্রাণকে জড়িয়েছে! আসবে বৈকি? মুরলী এলো, আর বৃন্দা আসবে না? (শিঙ্গাধ্বনি) তোমার ডাক পড়েছে, তুমি যাও গিরিধারী! আবার সময় হ'লে দেখা হবে!

শ্রী—হ্যাঁ, মুরলী, ডাক প'ড়েছে! ঐ তড়িতমত্ত বিশ্বপ্রাণীর চলৎশক্তির আশ্রয়, ঐ হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন, ঐ বর্ণঘন ধূলি আমাকে ডাকছে, মুরলী!—মনে হোল। ঐ কর্ষিতাভূমি উদ্ভিন্ন হৃদয়ে আমাকে আহ্বান ক'রছে—মনে হল দিগন্ত বলয়ের উড্ডীন ধূলিকেতন মীনকেতনের মত মনকে মোহাবিষ্ট ক'রেছে —মনে হ'ল সূর্য্যেন্দুসঙ্গমের রাত্রিতে প্রদীপের আলোকে মৃৎকক্ষের গাঢ় রক্তাভা—এরা আমাকে আকুল ক'রেছে—আজ মাটি আমাকে ডেকেছে মুরলী—এসো যাবার আগে আমাকে একটা টিকা পরিয়ে দাও—এই অমর মৃত্তিকার টিকা! যেন এই দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে আমি অমর হই।

(ভেরী ধ্বনি) (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(নদীতীর—সময় দুই প্রহর রাত্রি—রাত্রি জ্যোৎস্নামত্তা—নদীতীরে গোস্বামী প্রভু ও সপ্তলা। দূরে সপ্তলার প্রাসাদ জ্বলেছে—সপ্তলা সেই জ্বলন্ত প্রাসাদের দিকে চেয়ে আছেন—গোস্বামী প্রভু নদীতীরে পায়চারি করছেন।

গোস্বামী—আজ সন্ধ্যায় সহস্র মুদ্রা দিয়ে নৌকা ঠিক ক'রেছি—ঠিক মধ্যরাত্রিতে পার ক'রে দেবার কথা, এখন পর্য্যন্ত দেখা নেই!

সপ্তলা—যখন মুরলী চ'লে গেল তখনই বুঝেছিলাম অশুভ আসতে দেরী নেই—কিন্তু এত সহসা যে আসবে তা অনুমান করতে পারি নি—

গো—মধ্যরাত্রি ত' প্রায় পার হোল—নৌকা কই?—ঐ নয়?—নাঃ, ও পারের অশ্বত্থতরুর ছায়া! ঐ বুঝি এলোমেলো হাওয়ায় নৌকোর পাল পত্ পত্ করছে। নাঃ, বান বাড়ছে তারই শব্দ—

স—আমার অন্তঃপুর মন্দিরের গিরিধারী বোধহয় চূর্ণ-বিচূর্ণ—

গো—ঐ বুঝি দাঁড়ের শব্দ? নাঃ—বানের জল বাড়তে বাড়তে বুঝি জলবেতসের বনে ঘুমন্ত কারণ্ডব বা টিট্টিভের পিট ছাপিয়ে গেল—আর, পাখী, অলস পাখার ঝাপটে বান এড়িয়ে তীরের দিকে স'রে গেল—নাঃ—ও শব্দ দাঁড়ের নয়!—বাসুদেব, বাসুদেব, বনমালী!—

স—সেদিন কেন জানি হাসি পেল। এতই কি অসম্ভব? দুর্ভাগ্য সহসা আসতে পারে আর, সৌভাগ্য সহসা আসতে পারে না? সেদিনের চপল অবহেলা বুঝি চিরতরে সৌভাগ্যের বুক ভেঙ্গে দিলে! আর কি তুমি আসতে পারো না? সেদিন এসেছিলে মেঘগর্জ্জনকে মাথায় ক'রে আমার মত সামান্যাকে যাজ্ঞা করতে, আর, আজ তাকে পার করতে তোমার তরবারিখানা সম্মুখে ধরতে পারো না? সেই অসির বক্রধার সংক্রমে আমার আত্মা এই কলঙ্ক কালিন্দী পার হবে। আর একবার তুমি আসতে পারো না, শ্রীঘনদেব?

গো—গান গেয়ে এক মাঝি আসছে। কিন্তু সুরটি বিদেশী—শত্রুর নৌকা নয়ত'?

(দূর হ'তে অস্ফুট গানের রেশ ভেসে আসছে)

স—মুরলী ঠিক ব'লেছিল, তুমিই গিরিধারী—গিরিধারী—মুরলীকে সঙ্গে নিয়ে তুমি চ'লে গেছ—আনমনা ছিলাম—আসা যাওয়া টের পাইনি, পীতাম্বর!—আজ ব্যাকুলশ্বাসে কম্পিতবুকে, দুস্তর কলঙ্ক যমুনা পার কর লীলানাবিক—এই জীবন যমুনা পার কর। আশার পসরা নয়নের জলে ভারী, শ্যাম—দূরে কুঞ্জে বহ্নি, তোমার রোষ হৃষিকেশ। পার কর—পার কর! ঐ তোমার নৌকা নাবিক, ঐ বুঝি বংশীরব?

(নৌকা যত কাছে আসতে লাগল গান তত স্পষ্টতর হ'য়ে উঠল, নারীকণ্ঠের পারসীক গজল। নৌকা কাছে এলে দেখা গেল এক নারী হাল ধরে বসে আছে। তীরের কাছে এসে গান থামল)

নাবিকনারী—সারাটা নদীপথ গজল গেয়ে এসেছি, গোস্বামী—তা না হ'লে ধরা প'ড়ে যেতাম। দেখছো, পোষাকটাও পরেছি তুর্কি—এই পোষাকে আমি এতকাল অভ্যস্ত ছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আমাকে যে পোষাকে দেখেছো সেটা আমার পেশার পোষাক—আমার রূপক পোষাক, তোমার দেশের ঘাঘ্‌রা আর কাঁচুলি।—পেশায় আমি কী, জানত? গোস্বামীর গা রি রি করছে নাকি? যাক্, উঠে এসো—সময় হ'য়েছে,

পার করতে সারাটা রাত লাগবে; তার উপর বান প'ড়েছে—তা ওটি কে গোস্বামী? একরাশি লজ্জাকে পোষাক পরিয়ে এনেছো নাকি? লজ্জা তোমার সঙ্গিনী, গোস্বামী। যাক্, ওঠো, বানের তোড়ে নৌকা ঘাটে রাখা দায়! তুমিও ওঠো গো, [উঠ্ তিবুকের সরম!] (তুইজনে নৌকায় ওঠার পর) গোস্বামী, বলত', তোমাদের ভাষাটা কেমন শিখেছি? এইত' কদিন মাত্র তোমাদেব দেশে এসেছি, এর মধ্যে কেমন শিখে ফেলেছি দেখছো? শিখতে মোটেই কষ্ট হয় নি—ভাষাটা খুব চেনা চেনা মনে হ'য়েছে, বিশ বছরেব আগের স্মৃতির মতো—পোষাকটাকেও ভালবেসেছি, এর সঙ্গে যেন পূর্ব্বজন্ম থেকে সই পাতানো ছিল। আমরাত' পূর্ব্বজন্ম মানিনে, গোস্বামী। মানলে বলতাম, আমি পূর্ব্বজন্মে এই দেশেরই ছিলাম

স—তোমার দেশ কোথায়, মেয়ে?

নাবিক—ঠিক জানিনা, শোনা কথা, লোকে বলে বস্‌রা, আমাব মনে হয়, বুন্দেলখণ্ড, অন্তরটি মরুভূমির মত প্রকাণ্ড আর শুক্‌নো।

স—এদেশে কোথায় থাকতে?

না—তোমাব রাজধানীতে, রাণী।

স—কোনো দিনও তোমাকে দেখিনি।

না—(হেসে উঠল) তোমার কথা শুনে আমাব যমুনায় ডুবে মরতে ইচ্ছে করছে বাণী। পুরুষ হ'লে দেখতে! গোস্বামী দেখেছে, কতদিন—থুড়ি—কতরাত।—জিগ্যেস করনা! ওকেও পায়ে ঘুঙুব পরিয়ে নাচিয়েছি। একদিন নাচার পর প্রভু বললে, ওর নাকি বাধিকা ভাব এসেছিল। একদিন এক পিয়ালা সরাব দিলাম—বললে কি জানো? বললে রাধাচরণঅলক্ত!—চঞ্চল কেন, গোঁসাই? নৌকা যে চ'লছে! যমুনায় ঝাঁপ দেবে নাকি? 'ঝাঁপ দিয়োনা' গোঁসাই, পায়ে পডি তব, ঝাঁপ দিয়ো না গোঁসাই।'— হ'লত? সুরে সুর মিলল ত?

গো—(তীব্রকণ্ঠে) কুহু!

কুহু—আপনি ধরা দিলে গোঁসাই! আমার নামটা ব'লে নিজে ধরা দিলে!

স—গিরিধারী! গিরিধারী! একি শাস্তি দিলে, গিরিধারী?

(সপ্তলা সোজা হয়ে দাঁড়াল ও ধীরে ধীরে নৌকার এক কিনারায় গেল. কুহু, মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে টেনে নৌকার মধ্যে এনে ফেলল)

কু—ও হ'তে দেব না, রাণী! আমি এপার থেকে ওপারে পার ক'রে দেবো। ওপারে পৌছে পাহাড়ে পাহাড়ে মাথা কুটে মরো, বাধা দেব না!

সেই পারসীক গজলখানি পুনরায় ধরল: তাকে শুদ্ধ টেনে এনে হালের কাছে বসাল)

এর কি মানে জানো, রাণী? মানে, আমার দেহ সরাবের পিয়ালা, প্রিয়ের হাতে এই পিয়ালার কানায় কানায় লাল খুনের মত সরাব টলমল করে, অন্য সবার হাতে এ পিয়ালায় সরাব ভরা থাকে না, অদৃশ্য চিড় দিয়ে বেরিয়ে যায়। এমন যেন মসলীন, যার মনের উপর মিলেছি সে টের পায় না, তাইত' দুঃখ। পিরীত যেন বুকে লুকোনো খোলা দামাস্ক তরবারি! বসতে দেয় না, শুতে দেয় না, ঘুমুতে দেয় না। যেন বানের জল—কলরব করে, দুকূল ভাঙে, কিন্তু পথ চেনে না! প্রথম কলির মানে এই। দ্বিতীয় কলিতে বলছে, প্রেমিকের ঘুম রাতকানা, রাতে আসে না। ছাঁচের নীচে ঘুরঘুর করে—প্রেমিকের দুখ্ লগ্ন হারানোয়; তুমি লগ্ন হারিয়েছো, তাই না, রাণী? আমি বুঝেছি!

স—আমাকে ফিরতি খেয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যেও কুহু। আমি ওপারে নামব না—অচেনা পারে নামিয়ে দিও না, সে আমাকে খুঁজে পাবে না!

কু—তোমাকে কেমন ক'রে ভরসা দেব, রাণী? এপার যে নিরাপদ নয়—(হেসে) ভুল যে গোড়াতে ক'রেছো রাণী, লগ্ন হারিয়েছো, আজ মনে মনে উড়ন্ত পালিয়ে যাওয়া লগ্নের পিছু পিছু ছুটছ! যে ঢেউ নদীতে জেগে পাড়ে নিঃশেষে ভাঙল, তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়? তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কি ক'রব? কোথায় রাখব? আমার জীবনের কি কিছু ঠিক আছে দেবি? আজ দেখছো বুলবুলের মত পারসীক গজল গাইতে, কাল হয়তো শুনবে, হাসতে হাসতে আমার মাথায় খুন চেপে গেছে, আর, আমি আরাবল্লীর চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে মরেছি! আমার জীবন বেনোজলে ঘূর্ণী—কখন কোন্ চড়ায় ঘুরি তার ঠিকানা জানা নেই—তার উপর তোমার জীবনত' আমার বেণীর মত একটুখানি নয়, রাণী, যে, গুটিয়ে মাথার খোঁপায় তোমাকে লুকিয়ে রাখব; তোমার জীবন বাদশার পাগড়ীর ক্রোশজোড়া মসলীন—দিগবিদিকের সন্ধানী সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য আওয়ারের মত তোমাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে। আমি পারবনা—আমি পারবনা। তুমি লগ্ন খুইয়েছো, এই

খোয়া-লগ্নের প্রেত তোমাকে অনুসরণ করছে— আমি তাকে কি ঠেকাতে পারি? আর ঠেকাবোই বা কেন? যে লগ্ন তোমার মাথার উপর দিয়ে ব্যর্থ ব'য়ে গেল—সেই হয়তো আমার ভাগ্যের মরুভূমির উপর আপনাকে নিঃশেষ করে দেবে।

স—শ্রীঘনদেবের হৃদয় আকাজ্ক্ষা কর কুহু?

কু—এ আকাজ্ক্ষা মন্দ কি? আবার একটা আঁলেয়া পাবো—তার পিছনে ছুটতে ছুটতে জীবন কেটে যাবে—আমার মন যে দাঁড়াতে পারে না! তাকে ছুটতেই হবে।

স—তবে আমি মরবনা কুহু!

কু—পারতো বেঁচে থাকো!

(বলে নৌকা হ'তে ঝাঁপ দিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষে পড়ে গেল)

(নৌকা ডুবে গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

(মেঘগর্জ্জন সম্বলিত ঘন অন্ধকার রাত্রি—নগরীর পরিত্যক্ত এক পথে একটি মশাল হাতে পরিপূর্ণ যোদ্ধৃবেশে শ্রীঘনদেব ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন—কোন প্রাসাদে দীপ জ্বলেনি—নগরী সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ, মাঝে মাঝে ক্লান্ত মুমূর্ষ মানুষের আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে—দূরে কোথাও কোথাও দুই একটি ধূম্র কুণ্ডলীর মধ্যে অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে—মাঝে মাঝে শৃগাল কিংবা কুকুর পথকে সচকিত করে ছুটে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে)

শ্রীঘনদেব—এইত মানুষ! কত ভীত, কত সশঙ্ক!—পিতৃপিতামহের গৃহ আর একটি দেহ—পিতৃপিতামহের মৃত্তিকা শাশ্বত শরীর—মানুষ দেহত্যাগকে ভয় করে—গৃহত্যাগকে ভয় করেনা, ভূমি-ত্যাগকে ভয় করে না—একটি জন্মের আশ্রয় এই ত্বকে আবরিত দেহ—পিতৃপিতামহের গৃহ বহু জন্মের! এই ভূমি জন্ম-জন্মান্তরের! তবু, এই ভূমি ত্যাগ ক'রতে কারো মায়া হোলনা!—ত্বকের দেহখানা নিয়ে অপরিচিত বিবরের সন্ধানে চ'লে গেল! ভীরু, কাপুরুষ! পাপের পঙ্কিত কর্দ্দমের মধ্যে দশনহীন কীটের মত সঞ্চরণেই এদের সাহস; তবু, ওরা নয়, আমি হতভাগ্য! একটা মানুষ নেই, যাকে আহ্বান ক'রে

বলব—"দাঁড়াও, এই ভূমি এই গৃহকে রক্ষা করতে ত্বকের আশ্রয়টিকে চূর্ণ ক'রে দাও—দেহত্যাগের চেয়ে গৃহত্যাগ গুরুতর মৃত্যু, দেশত্যাগ গরিষ্ঠ মৃত্যু ; ক্ষুদ্র মৃত্যুর বিনিময়ে বৃহৎ মৃত্যুর প্রতিরোধ কর ! কোথাও কেউ নেই, কোনো প্রাসাদে একটা প্রদীপ নেই—পরিত্যক্ত গৃহের উন্মুক্তদ্বার অপঘাত মৃতের মুখ ব্যাদানের মত বীভৎস ! পরিত্যক্ত নগরী যেন প্রেতলোক—দূরে ধূমের সঙ্গে দুই একটা শিখা ! চিতা যেন নির্বাপনের মুখে ! উচ্ছৃঙ্খল বাতাস জ্বলন্ত চিতার চতুষ্পার্শ্বের উপদ্রব-বাস্তাসের মত ! হয়তো আগামী প্রভাতে দেখব, আরাবল্লীর অরণ্য থেকে কোটি কোটি ঝিল্লী এই নগরীতে নেমে এসেছে—দেখব, এই ভূমি ধ্যানে ব'সেছে মহাকান্তারের মত ! আবার যে বীর ভালবেসে এই কান্তারকে জনপদে রূপান্তরিত ক'রবে তারই দুঃসহ উত্তপ্ত অপেক্ষায় ! এই পুত্রবতী ভূমির বন্ধ্যাবেদনা আবার কবে প্রজাপতির প্রসন্নতা পাবে কে জানে ?

(চলতে চলতে সহসা একটি শবে পা ঠেকে গেল)

তুমি বুঝি পালাতে পারোনি ! কিংবা এই লক্ষজনের হৃদয়রাগরক্ত মাটিকে ভালবেসে আপন হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু এই মাটিতে ঢেলে দিয়েছ ?

(সহসা মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎচমক)

কিন্তু, তুমি কই ?

নেপথ্যে—কে কই ?

শ্রী—এই যে ছায়ার মত সামনে সামনে এতদূর এলে, তুমি কই ? যে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে সেই আশ্রয়ে তুমি ফিরে এসেছো বুঝি ? কই দেখি, কে তুমি ? (মশাল শবের মুখের কাছে ধরে) তোমাকে চিনতে পারলাম না। তুমি যেই হও আমাকে ডেকে আনলে কেন ?

নে—ভুল ! শ্রীঘনদেব, তোমার নিজের মনের বাসনা পথপ্রদর্শকের মত তোমাকে টেনে এনেছে !

শ্রী—কীসের বাসনা ?

নে—সপ্তলাকে দেখার বাসনা।

শ্রী—জানি, সপ্তলা নেই, অপহৃতা সীতার মত অপহরণ পথেপথে স্বর্ণালঙ্কার খুলতে খুলতে যায়নি—সে একেবারে চিহ্ন বিলুপ্ত ক'রে চ'লে গেছে—

নে—তবু এসেছিলে ?—ভেবেছিলে—

শ্রী—না, না, আমি কিছু ভাবিনি—পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে।

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠের উচ্চহাস্য)

(দমকা হাওয়ায় শ্রীঘনদেবের মশালটি নিভে গেল—দেখা গেল নিকটে একটি দ্বারে প্রদীপ হাতে করে একটি যুবতী দাঁড়িয়ে দীপালোকিত মুখে মৃদু হাসছে)

যুবতী—পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে? বেশত! সারা শরীরটাই যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষতি কি সেনানী?

শ্রী—কে তুমি?

যু—আমি কুহু কিংবা কুহু—একটি প্রহরের বাসন্তীস্পর্শের জন্য সারারাত্রি এই শবযাত্রার পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি—অবাক্ হ'য়ে গেছো! কেন? শিশির শেষে ঝরাপাতার ধারে বসন্তের অপেক্ষায় কোকিলাকে দেখনি? দেখো—(নিজের মুখের কাছে প্রদীপটি তুলে ধরল)

শ্রী—'বৃন্দাবনের খবর জানে বৃন্দা, বৃন্দা তোমার পথ চেয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে'—মনে হ'চ্ছে, চেনা চেনা—গোণা সংখ্যার মত—স্বহস্তে বোনা জালের মত—তোমাকে দেখে সহসা আমার সমুদ্রকে মনে প'ড়ে গেল—মনের মধ্যে ভেসে উঠল সমুদ্র আর সমুদ্রে পরিত্যক্ত খুব প্রাচীন একখান পোতের ছবি! তুমি কি বিদেশিনী?

কু—কোনো উন্মাদ সৈনিক! পোতের ছবি?—কুসুমের পরিচয় কি উদ্যানের নামে, সেনানী? জানতে চাও, পরে বলছি, স'রে এসো। মশাল নিভে গেছে, জ্বালবে না?

শ্রী—তাইত, জ্বেলে দাও! (মশাল জ্বলে উঠল)

কু—(শ্রীঘনদেবকে মশালের আলোকে সুস্পষ্ট দেখে) সেইইত!

শ্রী—কে? কে সেই?

কু—তুমি তার ভ্রষ্টলগ্নের নক্ষত্র—

শ্রী—কার?

কু—(অভিভূতা) সেই যাকে মধ্যরাত্রে 'পার' ক'রে দিয়ে এলাম—সেই সে—নাম মনে পড়ছে না—নবমল্লিকার মত স্নিগ্ধ একটা নাম—অকূল জোয়ারের বানের জলে দিক্‌হারা পাখীর মত ভেসে চ'লে গেল!—আমি ভাসিয়ে দিলাম! তুমি কি তার ভ্রষ্ট লগ্নের নক্ষত্র? তুমি আমার অগ্রে ক্ষেত্রে দাঁড়াও—আমার ভাগ্যের মার্গশীর্ষে—তুমি বললে "চেনা

চেনা"—আমার মনে হ'ল কখন' কোনো যাদুর জানালা দিয়ে তোমাকে দেখেছি—হয়ত জন্মজন্ম খঞ্জনার মত তোমার দৃষ্টিক্ষেত্রের অঙ্গনে নেচে বেড়িয়েছি!—মনে হ'ল, ভুল দিক দিয়ে তোমার হৃদয় বন্দরে ভিড়েছি—তবু, তুমি আমার লগ্নের অধীশ্বর—আমার জন্মজন্মের মঙ্গল—দাঁড়িয়ে আছো পঞ্চমে—আমার জীবনটাই পঞ্চমে বাঁধা—ধৈবতে নিখাদে নামে না! আমায় কোথায় দেখেছো, বলত'?

শ্রী—মনে পড়ছে না—মাথায় কি হঠাৎ আঘাত লাগল? (মাথায় হাত দিল) না, কোথায় রক্ত? অশরীরী নই ত? এই ত' সশরীরে দাঁড়িয়ে আছি—এই ত' পাশে ছায়া? মনে হ'ল কে যেন অন্ধকারে আমাকে খুঁজে ফিরছে—এই ত' রয়েছি!

কু—ও কিছু না। এক উৎসন্ন গৃহস্থের একটা মার্জ্জার প্রভুপত্নীকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে, তারই পায়ের শব্দ—

শ্রী—মায়া? প্রহেলিকা? মতিভ্রম? কিংবা স্বপ্ন? কিন্তু মনটা টনটন ক'রছে—যেন পুরোনো স্মৃতির পুনরুদ্গমের বেদনায়—

(পায়ের কাছে মার্জ্জারটির করুণ শব্দ)

(উচ্চহাস্য)

কু—(চমকে) অমন ক'রে হাসছো কেন?

শ্রী—স্বপ্ন হ'লে হাসিতে ভেঙে যাবে।

কু—ভেঙে গেল?

শ্রী—এখনো না। রাত্রি অনেকদূর গড়িয়েছে—গভীর অবসাদে শরীর তন্দ্রায় অভিভূত—মনটাই একা জেগে র'য়েছে—মনের ভুল শুধ্‌রে দেবার জন্যে ইন্দ্রিয়ের প্রহরা নেই—তন্দ্রার মুখে অর্দ্ধনীমিলিত চোখে শিয়রের উপাধানটাও কখন কখন সমুদ্রফেণার বিভ্রম সৃষ্টি করে—গৃহপালিত সাদা মার্জ্জারের মুণ্ডটাকেও শশাঙ্ক মনে হয়—

কু—তবে যে বললে পুরাণো স্মৃতির পুনরুদ্গমের বেদনা?

শ্রী—হাঁ, বেদনা—অন্তরের চতুর্দ্দিকেই বেদনা, না রোগের না নীরোগের—দেখি, তোমার মুখখানা ভাল ক'রে দেখি!—মনে পড়েছে—

কু—কী মনে পড়েছে?

শ্রী—ধরতে পারছি না—তবু যেন মনে পড়ছে—তোমাকে কোথাও দেখে থাকব—পথের ধারে কিংবা নদীর ঘাটে—বিপণিতে কোজ্কা পসরায়

পাশে, কিংবা কোনো সঙ্গীতের আসরে—সেদিন দারুণ দুর্যোগ—কোনো ভজনের বাসরে ছিলে কি ?

কু—না।

শ্রী—তবে কি একদিন দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে প্রবালের মত রাঙা মাটি নিয়ে নিজের কক্ষের দেওয়াল গাঁথছিলে ? মাথায় অবগুণ্ঠন ছিল না, কপালে, গণ্ডে ঘামে অলক ব'সে গিয়েছিল !

কু—না।

শ্রী—তবে কোথায় দেখলাম, স্বপ্নে না কাব্যে ? কাব্যেই হবে—ইন্দ্রিয় তোমাকে চেনেনা—শুধু মন চেনে, তুমি মনে মনে গড়া !

নেপথ্যে—হায় মানুষের মন। বুদ্বুদে বন্দী তরল বায়ু ! সেই বুদ্বুদের গায়ে কত খণ্ড খণ্ড ইন্দ্রধনু ! আর, কত ছন্নছাড়া রসচ্ছবি ! বুদ্বুদ কাটে যখন সে কল্লোল ছেড়ে কূলে ঠেকে—মন ভেঙে চুরমার হয় যখন স্বপ্ন প্রবাহ ছেড়ে সে বাস্তবের বালিতে ঠেকে—হায় মন !

শ্রী—মনে মনে গড়া তুমি !

(অদূরে বজ্রপাতের শব্দ, দু'জনেরই মোহ ভেঙে গেল। শ্রীঘনদেব পূর্ব্বের মত হাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—কুহু প্রদীপ হাতে করে পূর্ব্বের মত নিশ্চল হয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে কোনো কথোপকথন হয় নি। শ্রীঘনদেব চলতে শুরু করলেন। কুহু খিল খিল করে হেসে উঠল)

শ্রী—(চমকে) কে ? কে তুমি ?

কু—স'রে এসে দেখ না, সেনানী ! আমি ত' তুর্কী যোদ্ধা নই ?

শ্রী—(সরে এসে) শৃগালী, পেচকীর জাত ! বিশ্ব ম'রে গেলেও এরা বেঁচে থাকে ! বিশ্ব আঁধার হ'লেও এরা শিকার দেখতে পায় !

কু—তোমরাত' এখনো মরোনি, সেনানী ! তাই' আমরা বেঁচে আছি—বিশ্ব ধ্বংস হ'লেও আমরা দুজাত বেঁচে থাকবো—এসো, রজতপাত্রে সুগন্ধি খাদ্য সাজানো আছে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা আছে ; লজ্জা কি সখা ? সব সন্ধানী নয়ন মুদে গেছে !

(দূরে ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন)

শ্রী—শ্রীহরি ! শ্রীহরি ! (চলে যেতে উদ্যত)

কু—যেওনা, তুমি যেওনা ! আমি সোনার আশায় দ্বারে দাঁড়িয়ে প্রদীপ

ধ'রে প্রহরের পর প্রহর গণিনি!—আমি মানুষের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম—এখন বুঝেছি কার জন্য প্রবাসকে স্বদেশ ক'রেছি! আমি তোমারই জন্য বারবণিতা, আমাকে ঘৃণা ক'রো না! তুমি সূর্য্য, তোমার জন্য পঙ্ককে আশ্রয় করে আমি পঙ্কজিনী!

শ্রী—শ্রীহরি! শ্রীহরি! (চলে যাচ্ছেন)

কু—চলে যাচ্ছো? কোথা যাবে তপন? যুগ যুগান্তর ধ'রে কুহেলী উত্তরীয়কে সরাতে পেরেছো কি তেজস্বী? অনন্তকাল ধ'রে জ্বলে' জ্বলে' আপন বক্ষের কলঙ্ককে পোড়াতে পেরেছো কি? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো—চিরন্তনী কুহেলিকার মত, শাশ্বত কলঙ্কের মত! —যাবে, যাও! আজ থেকে তোমার যা ধর্ম্ম তাই আমারও ধর্ম্ম হ'ল— তোমার যা প্রিয় তাই আমারও প্রিয় হ'ল—তুমি যে কর্ম্মে দুর্ম্মদ, যে প্রেমে আত্মহারা, যে যুদ্ধে কায়মনো-বাক্যে মগ্ন, সেই কর্ম্মপ্রেম-সংগ্রামে আমি তোমার সাথী—অনুকরণে দুর্ম্মদা! যাবে, যাও!

শ্রী—শ্রীহরি, শ্রীহরি. শ্রীহরি—(চলে গেল)

(কুহূ সহসা কান্নায় ভেঙে পড়ল)

পঞ্চম দৃশ্য

(শ্রীঘনদেব শিবিরে ঘুমন্ত—নেপথ্যে বহুবাদ্যসম্বলিত নৃত্য—শিবিরের কক্ষে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে ও বাতাসে আন্দোলিত শিখার নীচে ছায়া নাচছে—এই নেপথ্য-নৃত্য কখনও মৃদু কখনও উদ্দাম হয়ে উঠছে)

(শ্রীঘনদেব ধীরে ধীরে শয্যা হতে উঠে দাঁড়ালেন)

শ্রী—(উঠে) চন্দনদাস, চন্দনদাস!

(নায়কের আবির্ভাব)

না—মহারাজ!

শ্রী—আমার বিনানুমতিতে শিবিরের মধ্যে এই গভীর রাত্রিতে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করলে কে? আমার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কোনো পরিচারিকা আসে নি—কিন্তু, গান শুনে মনে হ'চ্ছে নারীকণ্ঠ! হয়ত কোন গুপ্তচরী সৈন্যদের বিভ্রান্ত করবার জন্য শিবিরে এসেছে—হয়ত গানের ছলে নিকটের শত্রুকে ইঙ্গিত দিচ্ছে—কার আদেশে এই নৃত্যগীত?

না—(বিস্মিত)—নৃত্যগীত? নারীকণ্ঠ?

শ্রী—কেন, শুনতে পাচ্ছো না?

না—না, মহারাজ, শিবির ত' নিস্তব্ধ—ঘোড়াগুলো ছাড়া আছে—তাদের দু' একটি জ্যোৎস্না পেয়ে এদিক ওদিক চ'রে বেড়াচ্ছে—তাদের খুরের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই (নেপথ্যে ঠক্ ঠক্ করে দু' একটি আওয়াজ)

শ্রী—তুমি এইখানে দাঁড়াও—আমি বেরিয়ে দেখে আসছি—কই, মশালটি দাও! (মসাল নিয়ে প্রস্থান)

না—মহারাজের শরীর ক্রমশঃ খারাপ হ'চ্ছে—যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন—বিরামের অবসর পাচ্ছেন না—বহুদিনের মধ্যে নিশ্চিন্ত ঘুমের সুযোগ পাননি, মহারাজের ঘুম অর্দ্ধজাগরণ—জাগ্রত অবস্থায় স্নায়ুপ্রখরতা নিদ্রাতেও নষ্ট হয় না—বরং নিদ্রায় যেন মহারাজের ইন্দ্রিয় প্রখরতর হ'য়ে ওঠে—কিন্তু কই? আজ ত' নাচগানের কোনো শব্দই কোনো দিকে নেই! চারিপাশের চারি ক্রোশের মধ্যে নেই! বাতাস নেই, গাছের পাতা পর্যন্ত নড়েনি, শিবিরের পতাকা পর্যন্ত নড়েনি, যে পাতার মর্ম্মর বা পতাকার পত্ পত্ শব্দ থেকে ওঁর প্রখর ইন্দ্রিয় স্বয়ং নৃত্যগীত রচনা ক'রবে! কোথাও কোনো শব্দই নেই—

(শ্রীঘনদেবের নির্ব্বাপিত মসালহাতে পুনঃপ্রবেশ)

শ্রী—না, আমারই বিভ্রম! কোথাও কোনো গানের লেশমাত্র নেই—গাছের পাতাটি পর্যন্ত স্থির, ছন্দের লেশ নেই, সব যেন রুদ্ধশ্বাস—সব যেন সাময়িক পক্ষাঘাতে নিশ্চল!

না—বোধহয় স্বপ্ন—

শ্রী—স্বপ্ন কি এত সত্য হয় নায়ক? জানি, তন্দ্রায় মানুষের মন একটী বিন্দু দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করতে পারে, তন্দ্রার মধ্যে রূপরসগন্ধস্পর্শের মাত্র একটা ইঙ্গিতকে কেন্দ্র ক'রে অনুভূতির এক একটি ভুবন তৈরী হতে পারে—কিন্তু কোন ইঙ্গিতই ছিল না—বরং বিরুদ্ধ ইঙ্গিত ছিল—ঘোড়ার খুরের ছোট ছোট আঘাত, তাই দিয়ে কি এই নৃত্যগীতের ভুবন তৈরী হ'ল? বাইরে বেরিয়ে দেখলাম ঘন নীল আকাশের পশ্চিমে একখণ্ড নীল কাচের মত এক টুকরো নীল চাঁদ—আকাশের রঙ চাঁদেও ধ'রেছে নেশার মত্তো—জগৎটি ঠিক পার্থিব জগৎ ব'লে মনে হ'ল না—এই জানাশুনো জগতের আনাচে কানাচে যেন অপার্থিব এসে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু, কেন?

না—আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন—সদ্য স্বপ্ন দেখা চোখে তাই সব অপার্থিব বলে মনে হ'ল—

শ্রী—স্বপ্ন? কিন্তু স্বপ্নেতে সত্যতে পার্থক্য বুঝতে পারলাম না যে! মনে হ'ল স্বপ্নটি সত্য—সত্যটি স্বপ্ন! হাঁ, নায়ক?

না—মহারাজ?

শ্রী—আমি কে?

না—মহারাজ শ্রীশ্রীঘনদেব—মেঙ্গপাতের অধীশ্বর—

শ্রী—আর তুমি?

না—নায়ক চন্দনদাস, আপনার প্রসাদপুষ্ট দাসানুদাস!

শ্রী—না। মহারাজ শ্রীঘনদেব আমার এ জন্মের ছদ্মবেশ, নায়ক চন্দনদাস এ জন্মে তোমার ছদ্মবেশ! এই ছদ্মবেশের অভিমান যদি তুমি ক্ষণিকের জন্ম ভুলে যেতে পারো, চন্দন!

না—তা হ'লে কী হ'ত, মহারাজ?

শ্রী—তা হ'লে তোমার কাছে আমার মনোভার নামাতে পারতাম!

না—আপনার মনে কোন্ ভার চেপে আছে, মহারাজ?

শ্রী—সে চাপের পাষাণ অদৃশ্য চন্দনদাস! সে চাপের পরিমাণ তৌলের বাইরে—মনে হ'চ্ছে, নীল আকাশখানার মত চেপে আছে, ওষধিসারের মত রক্তের উপর চেপে আছে—অবিচ্ছিন্ন ঘুমের মত মনের উপর চেপে আছে—একটা প্রকাণ্ড অলীক আমার বাস্তবকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে, চন্দন! পাহাড়ী অজগরের মত মধ্যগত অস্তিত্বকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিচ্ছে—কবে শ্বাসরুদ্ধ হরিণ শিশুর মত আমার বাস্তব অস্তিত্বকে গ্রাস ক'রবে জানি না!

না—বুঝতে পারছি না, মহারাজ। তবু, কবে থেকে এমন হোল?

শ্রী—যে রাত্রে পথে কুহুর সঙ্গে দেখা হ'ল সেই রাত্রি থেকে!

না—মহারাজ!

শ্রী—ইতস্ততঃ করছ কেন? বস!

না—তিনি কে আপনার?

শ্রী—অপরিচিতা চন্দনদাস, এ জন্মে পূর্ব্বে তাকে দেখিনি—কিন্তু মাতাল যেমন মদ দেখে' মনে মনে নেশার যৌ অনুমান ক'রে নেয়, আমার মন তেমনি তাকে দেখে কী জানি কী অনুমানে চিনে ফেললো! সেই চেনার

কী যে ভিত্তি, কী যে ইঙ্গিত, কিছুই বুঝলাম না! চেনাটা অচেনা হ'য়ে রইল—আজ যদি মুরলী থাকত জিজ্ঞাসা ক'রতাম, এ কেন হয়?

না—সে কে মহারাজ?

শ্রী—সে একটা ছন্নছাড়া সত্য!

না—তাকে ডেকে আনব, মহারাজ? সে কোথায় থাকে?

শ্রী—যদি জিজ্ঞাসা করতে সত্য কোথায় থাকে, তা হয়ত বলতে পারতাম, কিন্তু সে কোথায় থাকে বলতে পারবো না।—এক জায়গায় ছিল জানতাম; সে রাত্রে তাকে সেখানে খুঁজে পাইনি। বরং লুপ্ত স্মৃতিকে উদ্ধার করা সহজ।

না—আমি তাকে মনে মনে ডাকব মহারাজ?

শ্রী—মনে হ'চ্ছে সে আসবে। পার্থিব যখন অপার্থিব হয়, তখনই সে আসে—দেখি আজ রাত্রে সে আসে কিনা—

(অদূরে বীণার ঝঙ্কার)

ঐ বুঝি এল! ওর ঝঙ্কার এমনি, সঙ্গে সঙ্গে চিনিয়ে দেয়—

না—বাইরে দেখব? ডাকব?

শ্রী—ডাকতে হবে না, দেখতেও হবে না, প্রয়োজন বুঝলে মুরলী আপনা হ'তেই আসবে। বরং এই শিবির কক্ষের দ্বারের আচ্ছাদনটা সরিয়ে দাও—

(মুরলীর প্রবেশ)

মু—(হাস্য)

শ্রী—হাসছ কেন, মুরলী?

মু—খুসীতে, গিরিধারী, খুসীতে!

শ্রী—খুসী?

মু—হ্যাঁ, বনমালী ব্রজাঙ্গনাদের বস্ত্র হরণ ক'রেছেন!

শ্রী—সে কি, কোথায়?

মু—(হেসে) এখানে!

শ্রী—এইখানে?

মু—হ্যাঁ, তাইত তোমার মনের ওপর থেকে এই জন্মের ভানটা খ'সে গেল! জন্মান্তরের বাতাস লাগল!

শ্রী—জন্মান্তরের!

মু—হ্যাঁ, এইত ব্রজবল্লভের বস্ত্রহরণ! আর একদিন তিনি বস্ত্রহরণ ক'রেছিলেন—

শ্রী—সেদিন তুহূর্ম সঙ্গে দেখা?

মু—হ্যাঁ।

শ্রী—তাই বুঝি চিনিনা চিনিনা ক'রেও চেনা হ'য়েছিল?

মু—বুঝ্ছ ত গিরিধারী, বেচারা মুরলীকে সাক্ষী মানছ কেন? কিন্তু, কই! গোবর্দ্ধন-ধারণ সফল হোল?

শ্রী—না।

মু—কেন পারলে না, গিরিধারী? বৃন্দা বাদ সেধেছে বুঝি? এ যুগে হ'ল না, বনমালী! আমি তখনই বুঝেছিলাম—রাধা যখন হাসলে! রাধা বললে, "পারবে না"! এ যুগে হ'ল না। তোমার মনে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি গিরিধারী! বৃন্দাবনের গোপীচিত্তরসে তোমার তৃষ্ণা মেটেনি বংশীধারী! আগে তৃষ্ণা মেটাও—বৃন্দা, রসের পূর্ণকুম্ভ—ভাগ্যের প্রবাহে ঠিকই তোমার অধর-ঘাটে ভেসে এসেছে—পান ক'রে এ জন্মটা তৃপ্ত হও বনমালী—গোর্দ্ধন-ধারণ না হয় পরজন্মে হবে! ছু'জনে ধারণ ক'রবে! রাধার দেরী আছে। রসের কেনাবেচায় অভিমান ফের!, তার অভিমান ঘুচলে পর রাস! রাসের দেরী আছে!—কিন্তু এই গোবর্দ্ধনের কী হবে গিরিধারী? এই গিরির চূড়া থেকে আসন পর্য্যন্ত জলছে যে! সেই আগুনে গিরি ভেঙে যাচ্ছে! গিরি টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেল, গিরিধারী!

না—কোন্ গিরি মুরলী?

মু—ভারতবর্ষ, বন্ধু। দেখছ না? আগুনের তাপে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে গেল! জোড়া লাগবে কবে? জোড়া লাগাবে কে? রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে টুক্‌রোর সঙ্গে টুক্‌রো জুড়তে হবে! কত যুগ কেটে যাবে!... ততদিন আমি কি ক'রব, গিরিধারী? (সোৎসাহে) আমাকে তরবারি ক'রে দিও—তরবারি হ'য়ে এই মরুভূমির বুকে আড়ষ্ট হ'য়ে যুগ যুগ ধ'রে প'ড়ে থাকব—যেদিন তোমার বৃন্দাবনের ক্ষুধা মিটবে, আমাকে তুলে নিও—ততদিন সেই আড়ষ্ট অদৃশ্য তরবারি গুপ্ত আততায়ীর পদে পদে আঘাত দেবে—(শিবিরের কক্ষের বাইরে চেয়ে) ঐ দূরে তরবারির কোষ ঐ আরাবল্লী—ঐ কোষের মধ্যে মুরলী ঘুমু

আভূষ্ট তরবারি হ'য়ে প'ড়ে থাকবে—যাও, গিরিধারী, যাও—বৃন্দা রসকুম্ভ নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে—আমি আজ চলি; আবার যুগান্তর পরে দেখা হবে, তখন তরবারিখানা তুলে নিও—পুরাণের এই পরিচ্ছেদে পূর্ণগ্রাস! তাই দিগ্‌বিদিকে কেবল কাঠের মৃদঙ্গ আর কাংস্যের করতাল! —কোনো হাতে অসি নেই! তোমার খেয়াল গিরিধারী—মুরলী করবে কি?—মুরলীকে অদৃশ্য ক'রে দাও। আজ যাই, গিরিধারী!

শ্রী—ব'লে যাও—

মু—কী বলব, গিরিধারী? নিজের মন থেকে তন্তু বার' ক'রে তাতেই জড়িয়ে প'ড়েছো পীতাম্বর! আমি কি ক'রব? (যেতে উদ্যত)

শ্রী—শোন, শোন মুরলী। আমি চেষ্টা ক'রেছি, পেরে উঠছি না—সময় যেন শত্রুতা ক'রছে—দেশের মাটি যেন দুরন্ত ঘোড়ার মত পিঠ থেকে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমি এই মাটিকে ভালবেসেছি, মুরলী। মন্দির প্রাঙ্গন ছেড়ে মাটিতে ব'সেছি—বারংবার এই মাটির ডাক শুনেছি হৃদয়ের বন্দরে-বন্দরে প্রতিধ্বনিত হ'তে, তবু মাটি যেন আমাকে ক্ষেপা ঘোড়ার মত পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেন?

মু—বসুন্ধরার সপত্নী সহ্য হয় না, গিরিধারী! বসুমতী এখন খণ্ডিতা নায়িকা! যেদিন তুমি হৃদয় বিলাস ছেড়ে দেবে, সেইদিন ঐ খণ্ডিতা ধরা দেবে।...খণ্ডিতা নায়িকা! বুঝলে না?

শ্রী—বুঝলাম। কিন্তু উপায় কি মুরলী? জীবনটা যেন বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেছে—থাকে থাকে সহসা পায়ের মাটি যেন মিলিয়ে যায়—জগৎ যেন বায়ব হ'য়ে স্বপ্নরূপ ধরে—

মু—যুগ; গিরিধারী, যুগ। আচ্ছা, আসি, পরের যুগে দেখা হবে। (প্রস্থান)

না—পাগল।

শ্রী—কে পাগল? আমি?

না—ঐ মুরলী। যুদ্ধে আমরা জিতব, মহারাজ—ভারতবর্ষ বিদেশীর হাতে প'ড়ে কলঙ্কিত হবে না।

শ্রী—ভুল ক'রোনা, নায়ক, ভারতবর্ষ স্যমন্তকমণি, কোনো জনের হাতেই তাকে কলঙ্ক স্পর্শ করে না!

(নেপথ্যে পাখীর রব)

না—প্রভাত হ'ল মহারাজ!

শ্রী—প্রস্তুত হওগে, নায়ক। এই প্রত্যুষেই আক্রমণ ক'রতে হবে—যেন দিনের মধ্য ভাগে জয় নিশ্চিত হয়। অপরাহ্ণে আমার মন হয়ত বিকল হ'য়ে প'ড়বে।

না—আপনার কোন রোগ হ'য়ে থাকবে, মহারাজ! এই যুদ্ধের পর বৈদ্যকে দেখাতে হবে।

শ্রী—তাই দেখাবো, নায়ক! যাও, প্রস্তুত হওগে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

নেপথ্যে ভেরী—

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যন্ত, শ্রীঘনদেব দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর দেহ হতে রক্তস্রাব হচ্ছে—তরবারির অগ্রভাগ মাটিতে পুঁতে মুষ্টির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—সম্মুখে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—অস্তায়মান সূর্য্যের দুই একটি কিরণ এসে শ্রীঘনদেবের কেশদামে পড়েছে—পাশে নায়ক দাঁড়িয়ে আছে—নায়ক শ্রীঘনদেবকে ধরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে

শ্রীঘনদেব—থাকতে দাও, চন্দনদাস, এইখানে থাকতে দাও—

না—দু'পা গেলেই সপ্তপর্ণীর ছায়া—অনুমতি দেন আপনাকে ব'য়ে নিয়ে যাই—!

শ্রী—(বিস্মিত) ছায়া ?···তমালের ছায়ায় বেণুবাদন! তুমি কি ক্ষেপেছো, নায়ক ? হৃদয়তমালের ছায়ায় হেলান দিয়ে উৎকণ্ঠ বাসনার বংশীধ্বনিতে ইন্দ্রিয় গোধনকে দূরে অদূরে চারণ ক'রতে ক'রতে ক্ষুরৎশ্বাসে সেই গোধূলি কামিনী দেহকুলবধুর অপেক্ষায় কাটাবো ? নায়ক, হোক না আলো পড়ন্ত, তবু আলো! ঐ পড়ন্ত আলো আমার পড়ন্ত জীবনের নিরুৎসাহে বেদনাময়—

না—নিরুৎসাহ, মহারাজ ? আমাদের জয় হবে—আপনার জয় হবে—

শ্রী—(সহসা চকিত) সামনে দিয়ে একজন তুর্কী নাচওয়ালী গেল না ?

না—না, মহারাজ কোন পাখী হয়ত উড়ে গিয়ে থাকবে!

শ্রী—তাই হবে—কিন্তু আমার মনে হ'ল সেই তুর্কী নাচওয়ালীই হবে—তা যাক্—কী বলছিলে, জয় হবে ? হবে, তবে এখন নয়, আজ নয়! জয় হবে, এখানেই হবে—তাই বলছি আমাকে এখানে থাকতে দাও, সরিয়োনা—প্রয়োজন হয়ত অনন্তকাল এইখানে আমার আত্মা জয়ের

অপেক্ষা ক'রবে—অদৃশ্যে আমি শত্রুর সঙ্গে লড়ব—আমার বায়বদেহ ওদের তরবারিঘাতে অকর্ম্মণ্য হবে না; আমার সূক্ষ্ম মন কোনো বাসনার টানে টনটন ক'রবে না—দেহহীন, কামনাহীন অমর তরবারির মত আমার আত্মা হিন্দুস্থানের এই দিগন্তচ্ছেদ রক্ষা ক'রবে! (সামনে চেয়ে) আবার সেই তুর্কী নাচওয়ালীটা সামনে দিয়ে ছুটে চ'লে গেল! ও কেন আশে পাশে ঘুর ঘুর ক'রছে, নায়ক? ওকে চ'লে যেতে বলো। যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে সহসা সামনে ওর পলায়মান ঘাঘ্‌রার সোনার ঝালর রৌদ্রে ঝলমল ক'রে উঠেছে, অমনি তরবারি মুঠির মধ্যে থমকে গেছে—শত্রুর আঘাত অমনি বুকে বেজেছে—তাইত' শ্রীঘনদেবের গায়ে এত ক্ষত চিহ্ন!

না—এ আপনার ক্লান্ত চোখের ভ্রম, মহারাজ?

শ্রী—মৃগতৃষ্ণিকা বলছ? বোধ হয় তাই! কিন্তু, ভয় হয় নায়ক—মর্ম্মস্থলে নিহিত এই তৃষ্ণার বীজ আগামী জন্মে কোন রূপে অঙ্কুরিত হবে তাই ভেবে ভয় হয়—আমি চেয়েছিলাম……ঐ, ঐ আবার চ'লে গেল—ওড়নাটা আর একটু হ'লে আমার গায়ে ঠেকেছিল!—যাক্, আমি চেয়েছিলাম এই একখণ্ড বাসনার শুক্তিকে দেশপ্রেমের বারিধির বারিস্তরের নীচে লুকিয়ে রাখতে—পারলাম কই? এই শুক্তি জীবন্ত, লুকিয়ে থাকে না—একটা গাঢ়রক্ত জীবন্ত শঙ্খশাবকের মত উপরে ভেসে ওঠে—আর, নাবিককে অন্যমনস্ক ক'রে দিয়ে দিগ্‌ভ্রম জন্মায় —দুর্ভাগ্য, মহানায়ক, আমার দুর্ভাগ্য! যত বড়ই তরী হোক; আর, তার একদিকের গুণের রশি যত পোক্তই হোক অপরদিকে এক খেই রেশম দিয়ে টানলে তার গতিপথ টুটে' যায়—এই মাটির সঙ্গে আমার প্রাণের নৌকাখানা খুব শক্ত গুণের দড়ি দিয়ে বাঁধা—কিন্তু অপর দিকে রেশমী সূতো দিয়ে টান প'ড়ছে—সেই সূতো আবার বিগত বহুজন্ম বিঁধে বিঁধে এসেছে—মালার ভিতরের সূতোর মত—গতিপথ তাই পদে পদে টুটে যাচ্ছে, নায়ক! এ জন্মে হবেনা—

(নেপথ্যে বন্যার জলের শব্দের মত কল কল শব্দ)

ঐ শুনছ, নায়ক, কালস্রোত ব্যথায় ডুমড়ে ডুমড়ে ভর ভর ক'রে এই দেবভূমির উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে—কত ঝঙ্কার, কত হাসিকান্নার অণুপরমাণুর গুঞ্জন—

না—যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে, মহারাজ, শত্রুসৈন্যবাহিনী স্রোতের মত আমাদের উপর ছুটে আসছে—চলুন আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই—

শ্রী—না, ছুটন্ত কালের স্রোতধ্বনি, নায়ক, এই কালস্রোত আগামী যুগে যুগে হিন্দুস্থানকে ধুয়ে মুছে নির্মল ক'রে দেবে!

না—শত্রুসৈন্যেরা আপনাকে ঘিরে ফেলবে, রাজন্, অনুমতি করুন আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই!

শ্রী—তুমি যাও, নায়ক! এই মাটি আমার সকল আপদের আশ্রয়—অস্ত্র উদ্‌ভিন্ন হৃদয়ের মত গাঢ় লোহিত এই মৃত্তিকা সকল লজ্জার শ্মশান। তুমি যাও, নায়ক!—নিঃসঙ্গ? নিঃসঙ্গ কেন বলছো? (মৃদু হেসে) মহাকালের অনন্ত সমুদ্রে একমাত্র সুদৃঢ় তরণীতল এই হিন্দুস্থানের মাটি —এই তরী তলে আমি দাঁড়িয়ে আছি—জন্মজন্মান্তর প্রবাহ পথের গাঢ় তমিস্রার মধ্যে দিঙ্‌নির্ণয় ক'রবে হিন্দুস্থানের গোষ্ঠরাঙানো গোধূলির সূর্য্য আর বুদ্ধ পুর্ণিমার চাঁদ! অস্তায়মান সূর্য্যের কিরণযষ্টিকে বৈঠা ক'রে পাড়ি দেব—ভয় কি? সঙ্গে যাবে হিন্দুস্থানের স্মৃতি। তার ক্রোশব্যাপী শস্যক্ষেত্রের গোধূমগন্ধ, তার অটুটবলয় দিগন্তের হরিৎ অলঙ্কার, পাথরের কুমুদ কোরকের মত তার সহস্র মন্দির চূড়া, তার শঙ্খঘণ্টা মৃদঙ্গ করতালের রব, বৃন্দাবনের বেণুবংশীধ্বনি— সঙ্গে যাবে নাগকেশরের কেশরিত সৌরভ, কৃষ্ণচূড়ার গাঢ়রক্ত বর্ণের আকাশব্যাপী আহ্বান, সঙ্গে যাবে সমুদ্র মাতানো জ্যোৎস্না, কবরীবদ্ধ চিকুর অভ্যন্তরের মত গাঢ় কৃষ্ণ কুহূযামিনী—কুহূযামিনী!—কুহূ! ......আবার সেই তুর্কী নাচওয়ালী সামনে দিয়ে ছুটে গেল—দেখতে পেলে চন্দন

না—না, মহারাজ, শত্রুসৈন্যের কলরোল ক্রমাগত নিকটে আসছে—

শ্রী—আসতে দাও—

(শ্রীঘনদেব ধীরে ধীরে শয়ন করলেন, কিছুক্ষণ সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল; সন্ধ্যা নেমেছে, ঝীল্লি-রবে বনভূমি ধ্বনিত হচ্ছে—চন্দনদাস কোষমুক্ত তরবারি হস্তে অদূরে পায়চারী করছে। বাম হাতে মশাল ও ডান হাতে তরবারি নিয়ে তুর্কী নর্ত্তকীর বেশে কুহূর প্রবেশ)

চ—তুর্কী নাচওয়ালী? তুমি, তুর্কী নাচওয়ালী?

শ্রী—(অস্ফুটস্বরে) আবার এসেছে, বুঝি? যেতে দিওনা, আমাকে মরতে

দিচ্ছেনা। প্রাণের প্রান্তটি ধ'রে আছে—তার আকাশউদ্বিগ্ন পাখার প্রান্তটি ধ'রে আছে—ধ'রে রাখো, চন্দন, ধ'রে রাখো।

না—রাজশ্রীর জীবনাবসানের অমাবস্যা। কিন্তু নর্ত্তকী, হাতে তরবারি কেন?

কু—এটা তরবারি নয়, শ্রীঘনদেবের তরবারির ছায়া।

না—হাতে মশাল কেন?

কু—কুহু কি চোর? যে, অন্ধকারে চুপি চুপি আসবে?—তুমি স'রে যাও, আড়ালে দাঁড়াও গে—সময় হ'লে এসো।

(নায়ক ধীরে ধীরে সরে গেল)

শ্রী—(আরও অস্ফুট স্বরে) বৃন্দা এসেছো বুঝি? মুরলী ব'লেছিল তুমি আসবে।

কু—আমি এসেছি—তোমার শত্রুদের বনের মধ্যে বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছি—(কাছে গিয়ে) চেয়ে দেখো—

শ্রী—একটা শুধু আলো দেখছি—আমার মশালটা চোখের সামনে জ্বলছে—তুমি বুঝি প্রদীপ ছুঁয়ে জালিয়ে দিয়েছো?

কু—(মশাল নিভিয়ে দিয়ে) এইবার দেখতে পাচ্ছো?

নেপথ্যে—দেখছি, না, দেখছি না, অনুভব করছি—বহুকালের পুরাণো পুষ্পসার সুরার সৌরভের মত, তুমি প্রাণের চারদিকে ছড়িয়ে আছো—সুগন্ধি কুসুমচুর্ণের মত চারিদিকের নির্বাত বাতাসে ছড়িয়ে প'ড়েছো তুমি—আমার প্রাণকে তোমার সুরভিত সুরাপাত্রে ডুবিয়ে কতজন্ম কত পথ ব'য়ে নিয়ে যাবে কুহু? তুমি জিতেছো—মন থেকে তোমাকে নির্বাসিত করেও তোমাকে রুখতে পারলাম না—দুর্বার তুমি—ভুবনের সুরভিত বিপণিতে বিপণিতে ঘুরে ঘুরে গন্ধ সমৃদ্ধ ভ্রমরের মত তুমি আবার ফিরে এলে? তোমাকে এড়াতে পারলাম না। তুমি জিতলে, আমি হেরে গেলাম। নিজের হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় হেরে গেলাম! এই হৃদয়কে ভোলাতে কত ভাণ ক'রেছিলাম—বিরাট আকাশশীর্ষ ভাণ নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছি—হৃদয়কে দিয়েছিলাম অসীম প্রেমের অবসর। বসুমতীকে ভালবাসতে দিয়েছিলাম—কিন্তু, হৃদয় শুধু অভিনয় ক'রে গেল—সে যখন দেহসজ্জাটা ছাড়তে চ'লেছে তখন অভিনয়টা অভিনয় ব'লে মনে হ'ল—আজীবনের বিপুল প্রয়াস মনে হ'ল বিরাট

ভাণ। কিন্তু, বৃন্দা, মনকুসুম আবার জন্মমৃত্যুর কল্লোলে ভেসে যাচ্ছে—তোমাকেও সে ধরা দেবেনা—উদ্দাম প্রবাহের ঊর্মি মুখে মুখে জীবনে জীবনে তুমি সেই কুসুম দেখতে পাবে—আর, অনন্ত কাল ধ'রে সেই ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভ্রমরের মত সন্ধানে সন্ধানে গুঞ্জন ক'রে ফিরবে—এই তোমারও বিধিলিপি!......এই সন্ধানের জন্যে ভাণের পর ভাণ ধারণ করবে—এক দেহ টুটবে এক ভাণ টুটবে—অপর দেহ ধ'রে আর ভাণ নেবে—এই ভাণ নেওয়া আর ফেলা—এর মধ্যে চলবে তোমার গুঞ্জরিত সন্ধান!

(চতুর্দ্দিক স্তব্ধ,-শুধু ঝিল্লীর স্বর মুখর; কুহু শ্রীঘনের দেহ নেড়ে দেখল—অনড় মৃত)

কুহু—তবে, কে কথা বলছিল? হিন্দুস্থানের মাটি কথা বলে? গাছ, কথা বলে? বাতাস কথা বলে? কে তবে কথা ব'লছিল? ও, তুমি চ'লে গেছ?—আবার ছায়া অনুসরণ ক'রে ছোটাবে? মনে ক'রছ পিছনে ফেলে পালাবে? না, না, না—বেশী দূর তোমাকে যেতে দেব না!—তুমি শুকনো পথে পালাবে কেন? অশ্রু ফেলে পথ পিছল ক'রে দেব—বারে বারে যেন পদস্খলন হয়! (শ্রীঘনদেবের মৃতদেহ জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল)

(নায়ক ধীরে ধীরে এসে পশ্চাতে উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাড়িয়েছে—উদয়মুখী চাঁদের আলোয় বনান্তরালের অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে—সহসা কুহুর উপর তরবারির আঘাত করলেন)

না—বিদেশিনী পাপ!

সপ্তম দৃশ্য

মুরলী ও তাহার বীণা

বীণা তন্বী যুবতী—রঙ্গমঞ্চ আকাশের মত নীল

মুরলী—বীণা, নীরব কেন? তন্ত্রীতে আঘাত লেগেছে, বীণা?

বীণা—না; মুরলী—তোমার অঙ্গুলিপ্রান্তে শিরীষ, নাগকেশর আর শিবমল্লীর কোমলতা—কণ্টকের উপর শিতচ্ছত্রার স্পর্শের মত—মর্ম্মরিত পত্রে পত্রে দক্ষিণবায়ুর প্রিয়াবলেপ—আঘাত লাগবে কেন?

মু—তবে কোথায় তোমাকে ব্যথা বাজল, সখি?

বী—পরজন্মে বীণাকে তুমি তরবারি ক'রবে, মুরলী ?

মু—নিরুপায় সখি, আগামী জন্মে হিন্দুস্থানের গোপুরে গোপুর, গৃহে গৃহে, গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাঢ় নিদ্রার শয়ন পাতা থাকবে, বীণা। একখানা আকাশ পরিসর ঘুম হিমাদ্রি থেকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত পাতা থাকবে—বীণাধ্বনি সেই ঘুমে শুধু ললিত কোমল কবোষ্ণ স্বপ্নের উদ্রেক ক'রবে—কিন্তু, ঘুমের সঙ্গে স্বপ্নের ফাঁস জড়াতে দেবো না। মাঝে মাঝে অসির ঝন্‌ঝনায় কোথাও কোথাও নিদ্রার ঘোর টুটবে—জাগরণের সূত্রপাত হবে ধীরে ধীরে—দুই একজন জাগলে বাকী যারা ঘুমন্ত তারা জাগবে—ঘুমন্তদের মধ্যে জাগ্রতেরা চলাফেরা ক'রলে ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙবেই! তাই অসি ধ'রব গরিবাদিনী!

বী— জ্যৈষ্ঠ-শেষের-মাঠে-আষাঢ়ের-আশায়-সদ্যউদ্‌ভিন্ন-তৃণকিশলয়শ্যামস্নিগ্ধ তোমার নয়নে বজ্রদ্যুতি কেমন ক'রে চম্‌কাবে যুগসঙ্গী ?

মু—যুগে যুগে কঠিন থেকে কোমলে, কোমল থেকে কঠিনে, পুষ্পদলনম্র নয়নাশ্রু সেচসিক্ত প্রজাপতিপাখার মত কোমল মন থেকে যুগান্তরে অয়স্মন্ত শিলার মত গাঢ়রক্তনিষ্ঠুরচিত্তে উত্তীর্ণ হ'তে হয় সখি! কখনও রসপ্রবাহউর্ম্মির অবকাশে অবকাশে ভাসমান কুসুম, কখনও শিলাময় তীরে বজ্রাঙ্কুশ। বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ ক'রে পবিত্র বহ্নিকে বার ক'রে আনতে হয়—কখনও হ'তে হয় হৃদয় রাগের রেণু মাখা আনন্দের মধুলাট্‌, কখনও হিংস্র কবন্ধ মস্তিষ্কহীন, মমতাহীন, নিষ্ঠুর দানব—কখনও কখনও বনমালীর মুরলী, কখনও ইন্দ্রের বজ্র।

বী—জগৎ নাট্যের সূত্রধার তুমি, তুমি বরুণ, সৃষ্টির মধ্যে পাশ ছড়িয়ে দিয়ে এক এক যুগ রঙ্গ মঞ্চে এক এক দল মানুষ মানুষীকে তুলে আনো—কত জন্ম আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছো নাট্যগুরু। এজন্মে বিদায় দেবে ? তারপর, কত জন্মের কত যুগের বিরহ কে জানে ? বিরহের তাপে তন্দ্রাক্ষীণ হ'য়ে যাবে—সূত্রবন্ধন কীলকে হয়ত ঘুণ ধ'রবে—তারপরে আর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আকর্ষণ ধরবে না—যুগযুগান্তর ধরে শিথিল হয়ে থাকবে। আবার কবে বীণা বুকে তুলে নেবে নাট্যগুরু ?

মু—কবে ? বর্ষচক্রের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকো দেখতে পাবে।

বী—বর্ষচক্র ? কই ?

(মুরলী বীণার চিবুকটি ধরে তার মুখখানি ঘুরিয়ে দিলেন—ধীরে ধীরে

বর্ষচক্র স্ফুট হ'তে স্ফুটতর হ'তে লাগল—রঙ্গমঞ্চে গম্ভীর সুর ঝঙ্কার বেজে উঠল—নৃত্য ও গীত চলতে লাগল—ধীরে ধীরে নৃত্যগীতের উদ্দামতা কমে আসে—সহসা নেপথ্যে একটা কাচের বাসন যেন কারও হাত হ'তে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায়)

অষ্টম দৃশ্য

অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশ্রাম কক্ষ—অভিনেতা অভিনেত্রীরা একটি টেবিলের চারপাশে বসে চা পান করছেন—ভাস্কর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন—

মায়া—যাঃ—কাপটা হাত থেকে পড়ে গেল, ভাস্কর দা'? কী এত ভাবছিলে?

ভাস্কর—ভাবছিলাম, ভাবে আর ভাণে কোনো তফাৎ নেই—ভাণটাই হয়ত ভাব। মানুষের জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণের সমষ্টি, সেই ভাণগুলো একত্র করলে তার জীবনের ভাবটা ধরা পড়ে। আমি ভাস্কর বোস, অমুক তমুক,—এ আমার ভাণ। আমি ভাস্কর বোস ঘনশ্যাম রায়কে ঘৃণা করি—তার বাঁকা নাকটাকে দেখতে পারি নে—আমি ভাস্কর বোস মাখন ভালবাসি—ফুলের মধ্যে মল্লিকা ভালবাসি—পোষাকের মধ্যে পাঞ্জাবী পছন্দ করি—জুতোর মধ্যে স্যাণ্ডাল—বই-এর মধ্যে দার্শনিক বই ভালবাসি—এসব ভাণ, কিন্তু এই ভাণগুলোকে একত্র না করলে ভাস্কর বোসকে বর্ণনাই করা যাবে না। এই ভাণগুলো বরবাদ করে দিলে ভাস্কর বোসের কিছুই থাকবে না, ভাস্কর বোস নিজেকেই চিনতে পারবে না—

(বলতে বলতে এই নাটকখানা হাতে ছুঁড়তে ছুঁড়তে জানালার কাছে পাতা দু'খানি চেয়ারের মধ্যে একখানিতে বসে পড়ে বাইরের দিকে চেয়ে)

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, দেখছি। আমার মনে হচ্ছে কী সব "প্যাটর্ প্যাটর্" শব্দ হচ্ছে—এ, বন্ধ হলেই ভালো—বেটোফেন বসে থাকলে পিয়ানোতে এই বর্ষণের ঝঙ্কার ধরে ফেলতেন—এই "প্যাটর্ প্যাটর্কে সাজিয়ে নতুন সিমফনি তৈরী করতেন—বৃষ্টির মধ্যে কি সত্যই গান আছে? তোমার আমার কাছে নেই, আবার বেটোফেনের কাছে আছে। বেটোফেনের কাণ মন এই নিয়ে সুরের নতুন ভাণ তৈরী করত সেইটে আবার সঙ্গীতে হয়ে দাঁড়াতো; বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করত। কিন্তু বেটোফেন না

জন্মালে কার্ডবোর্ডের ওপর বৃষ্টির শব্দ খেলো "প্যাটর্‌ প্যাটর্‌ই" মনে হবে —এই ভাগই সৃষ্টি !

মা—জুতোর মধ্যে স্যাণ্ডাল ? মেয়েদের মধ্যে কোন্ জাতের মেয়েকে পছন্দ কর, ভাস্করদা ?

ভা—সরে এসো, বলি ।

(মায়া এসে পাশের চেয়ারে বসল)

ভা—বোসো। মেয়েদের মধ্যে তোমার জাতকে পছন্দ করি।

মা—আমরা কী জাত, ভাস্কর দা ?

ভা—তোমরা ভোজনের পর দক্ষিণা—ভোজ্য পদার্থ যতই উপাদেয় হোক পাকস্থলীতে গেলে তার পচন হবেই—কিন্তু দক্ষিণার পচন নেই—দক্ষিণা তোলা থাকে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে—সিঁদুরের ঢিবির মধ্যে—তোমরা পুরুষের মান—কুলীনের মানের মত।

(মায়া চুপ করে রইল)

চুপ ক'রে রইলে ? তোমাকে আমি বিয়ে ক'রব মায়া।

(মায়া বুকে দুই হাত চেপে মুখ গুঁজে বসে রইল—যেন বুকে বাজছে —আর একটি টেবিলে রোহিণী বাবু ও নন্দিতা বসে আছে—নন্দিতা ভাস্করের কথায় কাণ পেতে অন্যমনস্ক হয়ে আছে)

রোহিণী—শুনছ না যে ?

নন্দিতা—এতদিন ত' শুনে এলাম। কোন কথাইতো মনে নেই ! আর কত শুনব ?

রো—এই বয়সে ঐ রঙ্গ তোমাকে মানায় না। কাণের মূলে দুই একটি খেইতে যে পাক ধ'রেছে।

ন—কোন্ রঙ্গ ?

রো—পীরিতের রঙ্গ—এ বয়সে ও রঙ্গ ষ্টেজেই ভালো—ষ্টেজের বাইরে বেমানান—পুরাণো কাঠের রঙ চটা ফুলদানীতে গোলাপের থোকা !

ন—কী আটপৌরে মন নিয়ে জন্মেছ তুমি ?

রো—তোমার আবার তোলামন আছে নাকি ? তার ভাজে ভাজে একদিন হয়তো আতর ছিল আজ সেই জায়গায় ন্যাপথালীন। রোমান্স বরবাদ কর—রোমান্স এখন রঙ্গমঞ্চেই ভালো—পঞ্চম সন্তানের কাঁথার আধখানায় শুয়ে প্রথম যৌবনের মানসকস্তুরী-মৃগপণা আসলে বেহায়াপণা।

ন—(চীৎকার করে) রোহিণী ! চুপ করো—

রো—চুপ ক'রলাম, কিন্তু, তুমি কি নেশা ক'রেছো, নন্দিতা ? আই মীন; বিনামদের নেশা ? ঐ দেখ—(ভাস্কর ও মায়ার দিকে নির্দ্দেশ করল— মায়া টেবিলের উপর ছড়ানো ভাস্করের ডান হাতটিকে দুই হাতে ধরে টেবিলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—রোহিণীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে লাগলেন)

ন—ভাস্করবাবু, মায়া, তোমরা পাশের ঘরে যেতে পারো না ?

মা—(মাথা তুলে) ঈর্ষ্যা কেন ? নাটকের মধ্যে তোমার সঙ্গে ভাস্করদার যা সম্পর্ক সেটী ষ্টেজের সম্পর্ক—ষ্টেজের বাইরে কি ওঁর সঙ্গে অপর কারুর কোনো সম্পর্ক নেই ?

ন—এই ত' তিন ঘণ্টা ষ্টেজে নেমেছো, মায়া, এর মধ্যে বাইরের জগৎ থেকে তিনটে লোক তফাতে চ'লে গেছো—আমাদের চোখে যে কটু লাগছে !

মা—(উদ্ধত) আমরা যদি আজ এক্ষুনি বিয়ে করি ?

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ন—তা হ'লেও এটাকে বাসর ঘর ক'রতে পারো না ! এটা ষ্টেজ—মধু চন্দ্রিকার জন্যও আড়াল দরকার ।

ম্যা—কী ব্যাপার, নন্দিতা দেবি ।

ন—ভাস্করবাবু ও মায়া আজ এই মুহূর্ত্তে বিয়ে ক'রবে এবং এই গ্রীণরুমেই বাসর পাতবে বলছে—

ভা—তুমি কি প্রকৃতিস্থ আছো, নন্দিতা ?

রো—কেমন ক'রে থাকবে ?

"আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া
সখি, কেমনে ধরব হিয়া ?"

ম্যা—(হেসে) আপনারা কি এখনও নাটকের পাঠ করে যাচ্ছেন ?

রো—দিনকতক পরে এঁরা টালীগঞ্জ থেকে জগুবাবুর বাজার পর্য্যন্ত পথটী ষ্টেজ বানিয়ে ফেলবেন—

ন—(শ্লেষ) তুমি কি করবে ?

রো—ফুটপাথে ব'সে সরবৎআলার পাঠ করব—আড়ালে "সিরাজী" বেচব ।

ভা—এমন কি অস্বাভাবিক, ম্যানেজার ? ষ্টেজে একটি পাঠ করছি— ষ্টেজের বাইরে আরেকটী—দুটো বিভিন্ন পাঠ করার চেয়ে একটি পাঠই

সব জায়গায় বরাবর করায়, সুবিধে আছে—পাঠ গুলিয়ে যাবে না—
এক্সটেম্‌পোর বলতে হবে না—আমি এতে লজ্জিত নই—

মা—আমিও না—

ন—আমি লজ্জিত—তোমাদের সকলের লজ্জা নিয়ে লজ্জিত !

রো—(পায়চারী করতে করতে) তা ভালো। সংসারের রাস্তায় এমনি ধারা লজ্জার 'বিন' থাকলে ভাল হত। মানুষের ভাঁর কমে যেতো। নন্দিতা, বড় কঠিন অভিনয় শুরু করেছো—অভিনয় হয়ত বজায় রাখতে পারবে না।

ম্যা—(স্ব) এদের মন অন্যদিকে ফেরাতে হবে—তা না হলে হয়ত পরের অঙ্কটি মাটি ক'রে দেবে—

('ম্যানেজার ঘরের কোণে পিয়ানোতে বসে দেশী বিলাতী সঙ্কর একখানা সুর বাজাতে শুরু করলেন ও সঙ্গে গান ধরলেন—

টারালা, টারালা, লা—
মন, সে যে সুরার পিয়ালা—
মন, যেন সাগরের ফেণ,
মন, যেন গীটারের ষ্ট্রেণ,
যেন শ্যাম্পেন, যেন শ্যাম্পেন,
যেন, সনেট্‌ নিরালা !
টারালা, টারালা, লা !

(গানের মধ্যে একটি চাকরকে ইঙ্গিত করে ডেকে কী বলে দিলেন—গানের তালে তালে সুইচ অন ও অফ হ'চ্ছে—সুর দেশী-বিলাতী)

হ্যাট্‌, কোট আর ছড়ি !
সবই ভাণ, সবই ভাণ
সবই ভাণ, শঙ্করী !
এই গলি দিয়ে ঘুরে
ঐ গলি দিয়ে আসা,
পার্লের মত দাঁত ভেঙ্‌চানো,
কিংবা ভালবাসা।
সব ভাণ, শঙ্করী !
মানুষ বুঝি হায়, সিগারেট রে !

ধোঁয়ায় স্বপন বোনে,
মহাকাল অধর কোণে,
টান দেয়, দেয় টান ;
জ্বলে জ্বলে অবসান,
শ্মশান, হায়, এ্যাসট্রে।

রো—Et tu Brute! তুমিও নাবতে শুরু করেছো, মাঝি? বৈঠা ধ'রবে কে?

ম্যা—পরের অঙ্কের জন্যে আপনারা তৈরী ত? রোহিণীবাবু, আপনি?

রো—সর্ব্বদাই, রোহিণীর মনে ত বাখর নেই যে মন গেঁজে মদ হয়ে যাবে?

(টেবিল হতে এক গ্লাস তুলে পান করল)

—আমার মন নয় তো, যেন ধর্ম্মতলার ফিরিঙ্গি মেম! যেন রঙিন কাগজের প্রজাপতি, মাধবী ফুলের মধুমাতাল সজীব প্রজাপতিকে টেক্কা দিয়ে উড়ে যায়! ওদের নেশা নেই, নেশায় ওদের নেশা নেই—যাহা রাত তাহা দিন—ওরা বিনা নেশায় এমন সহজভাবে মাতাল হয়! —নেহাৎ জল-ভরা রঙিন কাঁচের গ্লাস—দেখে মনে হয়, আহা, কত নেশা! কিন্তু, ওরা জানে, স্রেফ্ জল! তবু তাদের চোখ চিক্ চিক্ করে গেলাসের কাণায় সদ্যঢালা 'এক শো' মদের চমক নিয়ে! এই-ত' অভিনয়! আমি তৈরী, সর্ব্বদাই—ওদেরই মতো সর্ব্বদাই তৈরী!—"রিক্সায় থিয়েটারে যাবে?"—"খুসী মনে"। "টমটমে গড়ের মাঠে?"—"এক্ষুণি!" "বিয়ে ক'রবে?"—"এক্ষুণি, গীর্জ্জায় চলো"—বলিহারি প্রস্তুতি! এমন এক পরম প্রস্তুতি যে সব অবস্থার সঙ্গেই খাপ খায়! যেন রেসের ঘোড়া, সব সময় "রেডী"—ঠিক যেন রোহিণীর মন!—আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত!

ম্যা—ভাস্কর বাবু?

ভা—যতক্ষণ প্রয়োজন পাঠ ক'রে যেতে হ'বে—ষ্টেজ ছাড়লে হবে কেন? জোর করে পোবাক ছিঁড়ে পাঠ নষ্ট ক'রলে হবে কি? শ্রোতারা, দর্শকরা হাসবে—যতক্ষণ মঞ্চে আছি, অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে⋯⋯যে অরূপ ফলের রূপ ধরে মঞ্চে নেমেছ, সে ফল পাকা পর্য্যন্ত বোঁটায় লেগে থাকে—আমাদি'কেও জীবনের বোঁটায় লেগে থাকতে হবে—যতদিন না পোষাকটা জীর্ণ হয়, আর জীর্ণ পোষাক খুলে নিয়ে জীবন

মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়, ততদিন—আমি ষ্টেজ ছাড়তে পারি না. ম্যানেজার।

(মায়া সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে চেয়ার হ'তে পড়ে গেল)

এদি'কে আসুন, ম্যানেজার বাবু!

(ভাস্কর মায়ার দুই বাহুমূল নিজের দুই হাতে চেপে ধরে আছে, মায়ার মাথা শ্লথ হয়ে মাটির দিকে ঝুলে আছে)

ম্যা—(ব্যগ্র) কী হোল মায়া দেবি ?

ভা—ও কথা বলতে পারবে না। ফিট্ হয়েছে। আমি ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, আপনি ষোল নম্বরের ডাক্তারকে ফোন করুন।

(মায়া, ভাস্কর ও ম্যানেজারের প্রস্থান)

ঐ—ঢঙ্ !

ব্লো—"হ্যাট্ কোট্ আর ছড়ি !
সবই ঢঙ্, শঙ্করী !"

কিন্তু ঐ ঢঙের প্রতিবাদে উদ্ধত লাঠির মত তুমি যে দাঁড়িয়ে পড়লে ?—বোসো, কথা আছে, শোনো—এখানে ভাস্কর নেই, মায়া নেই, ম্যানেজারও নেই—একটু নিরিবিলি পেয়েছি—কাল আবার কথাগুলো ভুলে যাবো নেশায়—চাপা পড়ে তলিয়ে যাবে—কথাগুলো বেশ পেকে উঠেছে—শোনো—

শ—বলো, কিন্তু, কী কথা ?

ব্লো—একটু আড়াল পেয়ে সিরীয়স্ হলে চটবে না তো? আমার ঐ স্বভাব, আড়ালে ছাড়া গম্ভীর হ'তে পারি নে—

শ—কী এমন কথা ?—ভূমিকা রাখো। কাজের কথা থাকে ত বল ?

ব্লো—বলি ; কাজের কথা দিয়েই মুখবন্ধ করতে হবে—হঠাৎ একেবারে অকেজো কথা বলি কি করে ?

শ—ভণিতা করো না, বল !

ব্লো—তবে বলি শোনো—এ মাসে সংসার খরচা একটু বেশী করে ফেলেছো দেখলাম, বার দিনের হিসেব লেখনি—কান্ত দর্জ্জি দু টাকা চার আনা পেতো—ভুলে গিয়েছিলাম—আজ বিকেল বেলায় তার দোকানের সামনে দিয়ে আসবার সময় একগাল হেসে একটু তেতো রকম তাগাদা দিয়েছে—ব্যাঙ্কে ওভার ড্রাফট ক্লিয়ার করতে পারিনি—শেয়ারের দাম

ভয়ানক নেবে গেছে—বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান্ কপার শেয়ার—ফিজিক্সে বলে কপার বিজলীর খুব ভাল কন্‌ডাক্টর!

ন—আঃ, কি যে আবোল তাবোল বকছ?

রো—আবোল তাবোল? আজ বিকেল চারটে পর্যন্ত এই গুলোই আমাদের কথার রাজ্যের "মান্দারিন" ছিল হঠাৎ তিনঘণ্টা পরে তারা "পারিয়া" হয়ে গেল কি রকম? ভাবের রাজ্যে সিঁধ কেটেছো বুঝি? আমি বলছিলাম, ভালো নয়, পাঁচটি সন্তানের জননী, কুড়ি কুড়ি চল্লিশ তোমার বয়স, অর্থাৎ বাঙালীর হিসেবে তুমি দুবার বুড়িয়েছো, এখন এসব কি?

ন—কী সব?

রো—এই সব আকর্ষণ, বিকর্ষণ! যে জমিতে ফসল দাঁড়িয়ে আছে সেই জমিতে ফিরে-ফিরতি চাষ দিয়ে কণ্টিকারী বুনছো কেন?

ন—তুমি কি বলছ?

রো—আমি বলছি, ভালবাসার তোমার বয়স গেছে—এ তোমার ভালবাসার চোরা কারবার—এ তুমি বন্ধ করো!

ন—এইতো ভালবাসার বয়স রোহিণী—এতদিন নারী হিসাবে সমাজকে যেটুকু দেবার দিয়ে দিয়েছি, সংসার করেছি, ছেলে মানুষ করেছি, বিয়ে না করেও স্ত্রীর কর্ত্তব্য করেছি—এতদিন ভালবাসাকে পেছন থেকে ঠেলা দিয়েছে অধীর যৌবন—আকুল দেহ—সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা দিয়েছে প্রকৃতি—যে প্রকৃতি ফলের জন্য ফুল রাঙায়! এইবার খাঁটি ভালবাসার অবসর মিলেছে—এখন আমি মুক্ত, আমার হৃদয় মুক্ত! প্রকৃতির দাবী মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আমি সমাজ সংসারের দায়মুক্ত—এইত ভালবাসার সময়!

রো—এতদিন কি ভালবাসনি? এতদিন তবে কি করছিলে?

ন—এতদিন দেনা শোধ করছিলাম।

রো—আমাকে সাক্ষী রেখে দেনা শোধ করছিলে বুঝি? যেন দেনা শোধের পাকা ওয়াশীল পড়ে? তা বেশ! (আর এক গ্লাস্ গলাধঃকরণ করে) তা বেশ!

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যা—আপনারা পোষাক বদলে নিন।

রো—আমার নামটা মনে পড়ছে না ত ম্যানেজার?

ম্যা—মাধব রাও।

রো—হাঁ, মনে পড়েছে, চন্দ্রকলার স্বামী! তুমিই চন্দ্রকলা, নন্দিতা!

ন—মনে আছে।

ম্যা—দেখি দুর্গাবাঈ আর মুকুলদেব কী করছেন?

ন—বিবাহের পুর্ব্বেই ওরা মধুচন্দ্রিকায় মগ্ন!

রো—আঃ ছিঃ নন্দিতা। চোখের আজনাইটা ঘোচাও।

(সকলের প্রস্থান)

(পাশের ঘরে মায়া শয্যায় শায়িতা, পাশে ভাস্কর বসে আছেন; অদূরে জাহাজী বাঁশীর শব্দ)

মা—ইরাণী ঘাটে জাহাজ এসেছে, না?

ভা—কোথায় ইরাণী ঘাট? ষ্টেজের শব্দ।

মা—এই ষ্টেজ যদি ইরাণী ঘাট হত—আমরা দুজনে টিকিট কেটে বেরিয়ে পড়তাম! কত লোক ত বেরিয়ে পড়ে! ......বেরিয়ে পড়া! বেরিয়ে পড়া! বেরিয়ে পড়েছে রাধা, বেড়িয়ে পড়েছে শরৎবাবুর কিরণময়ী—বেড়িয়ে পড়েছে তাঁর অভয়া—বেরিয়েছে বিল্বমঙ্গল—বেরিয়ে পড়া!—ভাবতে ভাবতে কেমন একটা খোলা মাঠের হাওয়া লাগছে মনে! বাঁধন খুলে বেরিয়ে পড়া!

ভা—কোথায় যাবো?

মা—এখানে থাকব নাকি?

ভা—সে এখন পরের কথা—এখন ও সব ভেবোনা—

মা—পরের কথা? কেন? বিয়ে ক'রবেনা? আমার জাতের ঠিক নেই ব'লে পিছিয়ে যাচ্ছো? সোনায় সরকারী ছাপ থাকলে মোহর হয়, কিন্তু ছাপ না থাকলে সোনাটার কি কোনো দাম হয় না?

ভা—না, না, তা বলছি না! জাতের কথা কে ভাবছে? ভাবছি তোমার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে—

মা—শরীর? একবার যদি বেরিয়ে পড়তে পারি, বেরিয়ে যেতে পারি তোমার সঙ্গে, তাহ'লে দেখবে আমার ঝাঁঝরা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁশীর সুর বাজবে! আমার দেহ হবে বাঁশী—চণ্ডীদাসের সেই "বাঁশরী করাও উপদেশ" পদের বাঁশী।

(নেপথ্যে জাহাজী বাঁশীর তীব্র শব্দ)

মা—আমি কি প্রলাপ বকছিলাম, ভাস্কর দা ?

ভা—কোন্ কথাগুলো সুস্থ মনের ভাষা আর কোন্ কথা অসুস্থ মনের, তা নির্ণয় করা বড় কঠিন মায়া—আমাদের মন যে কখন সুস্থ আর কখন অসুস্থ, তা কি আমরা বুঝতে পারি ?

(নেপথ্যে জাহাজী বাঁশীর তীব্র শব্দ)

মা—পরের অঙ্কের সময় হ'য়েছে বুঝি ? চলো, ভাস্করদা, পোষাক বদলে নিইগে ! এ অঙ্কে তোমাকে কী ব'লে ডাকব, ভাস্করদা ?

ভা—মুকুলদেব—

মা—মুকুলদেব, মুকুলদেব—আর ক'টি জন্ম পরিচয় বদলে বদলে আমাকে হয়রাণ ক'রবে ? ধরা দেবে ত' দাও ! আমি আর পারছিনা ! জন্মে জন্মে এই নতুন ক'রে পরিচয়, জন্মজন্মান্তরের পাতা প্রণয় নতুন ক'রে জন্মে জন্মে ঢেলে সাজানোর এই ব্যর্থ শ্রম, কেন ? কেন, বলতো ভাস্কর দা ? কি ? চুপ ক'রে রইলে যে, বলো ?

ভা—(শ্রান্ত) অভিনয় থেকে জীবনের দূরত্বটা কমিয়ে দিলে মায়া ?

মা—অভিনয় তোমাকে কে বললে ? এই-ত' সত্যি ! সব বিগত জন্ম এই জন্মের তিথিতে স্তরে স্তরে সাজানো আছে। বুঝতে পারছোনা ?

(জাহাজী বাঁশীর তীব্র শব্দ)

চলো, ভাস্করদা, চলো, মুকুলদেব সাজ বদলে নাওগে—

ভা—যাচ্ছি মায়া !

মা—মায়া কি ? দুর্গাবাঈ ! বলো দুর্গাবাঈ !

ভা—আমি যাচ্ছি, দুর্গাবাঈ ! তুমি অসুস্থ—রঙ্গমঞ্চে নেমে তোমার কাজ নেই—তুমি এ অঙ্কটার জন্যে বিশ্রাম করো—আমি অন্য কাউকে তোমার রোলটা দিচ্ছি—

মা—(বিছানা হতে উঠে) তুমি কি পাগল হ'লে ভাস্কর দা ? আমার পাঠ অন্যে ক'রবে কি ? না, না, না, ছেলে মানুষী ক'রো না, চলো ! তুমি কি সত্যই ভাস্কর বোস নাকি ?—না। তুমি—প্রিয়ম্বদক—শুভবর্দ্ধন —শ্রীঘনদেব—মুকুলদেব—ভাস্কর ! আর আমি, রম্ভা—চম্পাবতী—কুহু —দুর্গাবাঈ—মায়া—মার্গারেট—চলো আমিও পোষাক বদলে নিইগে !

ভা—"এই যাদু যুগযুগ ধ'রে জন্মজন্মান্তরে তোমাকে পৃথিবীর রূপরসগন্ধ-স্পর্শের রসসঙ্গমে বারংবার টেনে আনছে, বন্ধু—এই যাদু কখনও তোমাকে বৌদ্ধ, কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয়, কখনো প্রণয়বিধুর কুমার, কখনও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়ে চ'লেছে"—কাব্য? নিছক কাব্য! মিথ্যে—মায়ার হয়ত মাথার ঠিক নেই! এই অভিনয় ওকে নেশার মতো পেয়ে ব'সেছে! মনেও গোলাপী আমেজ চড়িয়েছে,—বাকী আছে শুধু রোহিণী—পাণ-সমুদ্রে ও 'বয়া'র মত স্থিরনোঙ্গরে দাঁড়িয়ে আছে! (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নৌ-বন্দর—কয়েকটি জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশীতে শব্দ করছে—জাহাজগুলি হ'তে বহু প্রকার বাণিজ্য সামগ্রী নামানো হ'চ্ছে—একটি জাহাজ হ'তে কয়েক শত বিদেশী ঘোড়া নামান হচ্ছে—লোকজনও নাবছে—বেশ সোরগোল উঠেছে—অবতরণিকার একধারে রাজপুত পোষাকে একটি আধাবয়সী লোক, লোহার বেড়াতে হেলান দিয়ে জাহাজ হ'তে অবতরণরত মানুষগুলোর প্রতি চেয়ে আছে—তাদের মধ্যে বহু শ্বেতাঙ্গ আছে—আধাবয়সী লোকটির চুল রুক্ষ, চোখ দু'টি ঈষৎ রক্তাভ, মলিনছিন্ন পোষাক, কোমর হ'তে কোষহীন একখানি খাটো তরবারি ঝুলছে—দেখলে মনে হয় বিকৃত মস্তিষ্ক—আপন মনে একটি সুরের আলাপ করছে—(সুর, বাহার)—আলাপের ফাঁকে ফাঁকে কথাও বলছে—

…কে যায়?…চন্দ্রকলা, মাধব বেনিয়ার…মাধব বেনিয়ার স্ত্রী…মাধব ওকে বাঁধতে পারলে না…মুকুল দেবের কাছে সুরত ভিখারিণী…ঐ, এদিকেই আসছে…(আলাপ চলছে)

চন্দ্রকলা—কিরীট ভাই, এখানে?

কিরীট—রাজারা সব মাথা থেকে খুলে ফেলে দিলে, আমি কোথায় যাই বল? বিদেশে যাবো বলে বন্দরে দাঁড়িয়ে আছি…

চ—কিরীট ধারণযোগ্য কোন শির এদেশে কি নেই?

কি—একজনের শির ছিল—কিন্তু গত কয়েক মাস ধ'রে সেই শিরে পীড়া দেখা দিয়েছে—

চ—কে সে? মাধব রাও?

কি—ইদানীং মাধব রাও-এর শিরঃপীড়া জন্মেছে তা জানি, আর কি কারণে জন্মেছে তাও জানি—

চ—কী কারণে?

কি—তার চন্দ্রকলায় কীট লেগেছে—গ্রহণের রাত্রে রাকার কিনারে কীট-রূপী রাহুর মত—

চ—কিন্তু, তার জন্যে তার মাথায় কিরীট বসবে না?

কি—না। তাছাড়া বণিক মাধব রাও বিনিময় শিখেছে। দেখছ না—বন্দরে বিদেশীর জাহাজ ভিড়েছে—মাধব রাও পণ্যের জোগান দেবে ব'লে? পারলে, মাধব রাও বিদেশী দর্পণের বিনিময়ে সারা দেশটাকে জাহাজে চাপিয়ে দিত! মাধব রাও বিনিময় শিখেছে—দেশী হাতীর বদলে বিদেশী ঘোড়া আমদানী ক'রছে।

চ—তবে কি মুকুল দেবের মাথায় কিরীট বসবে?

কি—বসত, কিন্তু কিরীট রক্ষা করতে হ'লে অসি ধরতে হবে যে!

চ—ক্ষত্রিয় সে, যুদ্ধ তার ব্যবসা, অসি ধ'রতে পারবে না?

কি—কামিনীর কুচকুম্ভ কিনার ধ'রে রসের দ্বারে সে ভিখারী সেজেছে—তার মুষ্টি যে পূর্ণ—কুচকলসে ব্যাপৃত—অসি ধ'রবে কেমন ক'রে?

চ—(হেসে) তুমি সত্যই পাগল, কিরীট! তা যাক্, তবে কার মাথায় কিরীট বসতে পারতো!

কি—সে এক নারী, চন্দ্রকলা।

চ—দুর্গাবাঈ?

কি—হ্যাঁ, দুর্গাবাঈ! কিন্তু মাথায় কিরীট পরলে সিঁথি ঢেকে যাবে—সিঁদুর পরবে কোথায়?

চ—মুকুল দেবের সঙ্গে তার বিয়েতে তোমার মত নেই, কিরীট?

কি—না।

চ—তাও ভালো! এক দিকে অন্ততঃ তুমি আমার পক্ষে আছো—কিন্তু বিয়ে বন্ধ ক'রবে কি ক'রে কিরীট? বলতে পারো এ বিয়ে বন্ধ করার

কি উপায়? এ বিয়ে তুমি বন্ধ করাও কিরীট, তোমাকে এক জাহাজ হীরে পুরস্কার দেব—

(কিরীটের উচ্চহাস্ত)

চ—আমারই ভুল—তুমি হীরের কাঙাল নও—কিন্তু, তুমি আমার আত্মীয়, সম্পর্কে আমার ভাই—আমার মঙ্গলটা দেখবে না?

কি—কীসের মঙ্গল, চন্দ্রকলা? মুকুল দেবের সঙ্গে তোমার অবৈধ প্রণয়ের মধ্যে তুমি কী মঙ্গলের সন্ধান পেয়েছো?

চ—কিন্তু, কোনদিন আমার এই আচরণকে অবৈধ মনে হয়নি, কোনদিন মনে এতটুকু দ্বিধা জাগেনি। সেই সে বাল্যে কখন মাধবের সঙ্গে পরিণয় হ'য়েছিল মনে নেই—সে পরিণয়কে মন কোনো দিন স্বীকার করেনি—যেদিন থেকে যৌবনবোধ জন্মেছে সেই দিন থেকে মুকুলকে দয়িত বলে চিনেছি! সমাজ স্বীকার ক'রবে না—কিন্তু, আমিই বা সমাজকে স্বীকার ক'রব কেন? মাধবও হয়ত জানে—মাধবও বোধ হয় স্বীকার ক'রে নিয়েছে!

কি—তাই বুঝি মাধব বিনিময়ের ব্যবসা ধ'রেছে? ভাল! মুকুল দেব ঐ ধারে ঘোরা ফেরা করছে—তোমারি অপেক্ষায়। যাও—আমার চিন্তায় বৃথাই তরঙ্গ উঠিও না (মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল ও আপন মনে স্বরের আলাপ করতে শুরু করল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশ্বশালা, নানা জাতির নানা বর্ণের ঘোড়া বাঁধা আছে—মাধব রাও ক্রত ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াচ্ছে—

মাধব—(স্বগতঃ) (সহসা হোঁচট খেয়ে) আমিও ঘোড়া হ'য়ে গেলাম নাকি? (ঝুঁকে নীচে চেয়ে) একখণ্ড পাঁথর মেঝের সঙ্গে আড়ি ক'রে নাক বের ক'রে আছে—পাথরেও আড়ি করে? আমি মানুষ, আমি আড়ি করি না কেন? কার সঙ্গে আড়ি করব? কেন? চন্দ্রার সঙ্গে? চাঁদের সঙ্গে চকোরের আড়ি হয় না—চাঁদের স্বভাবই এই, তরল দেখলেই তার ওপর নেমে আসে। চাঁদমুখেরও স্বভাব এই, তরল মন পেলে সেখানেই নামে! এক চাঁদ হাজার পল্বল জুড়ে থাকে, এক

চাঁদমুখ হাজার তরল মন জুড়ে থাকে—আমি কি চকোর? কত চাঁদমুখ দেখি প্রতিদিন, তামাটে, গৌর, কালো চাঁদমুখ—মনের উপর তাদের ছায়াগুলি টলটল করে—হ্যাঁ, চকোর বইকি!…চকোর কি ঘোড়ার ব্যবসা করে? দেখতে তো পাচ্ছি, করছে!—অলস কল্পনা—মনে হয় ঘোড়া কিনতে কিনতে একদিন পক্ষীরাজকে আস্তাবলে বেঁধে ফেলব—তার পিঠে চ'ড়ে ধূপের ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাবো—মানসলোকের পথে পথে আলোর ধুলো উড়িয়ে চ'লে যাবো (আবার হোঁচট্)—হোঁচট খেয়ে নামব আবার এই 'বলভী' বন্দরে…আচ্ছা, আমার হোল কি? লোকে বলে মাধব রাও দুষ্ট লোক—মাধব দুষ্ট নয় ভাই, চাঁদ দুষ্ট। দুষ্ট চাঁদ বুকে বেঁধে সংসার সমুদ্রে নামোনি ত! বুঝবে কেমন ক'রে? দুষ্ট! দুষ্ট!…মানে? মানে পোকায় কাটা পট্টবস্ত্রের মত দুষ্ট, কোকিল উচ্ছিষ্ট ফলের মত দুষ্ট, ঘসা মুদ্রার মত, থাকুগে …এতো তোমারি দোষ, মাধব! যা তোমার হ'তে পারে না, তাকে তুমি আপন ক'রেছো! চন্দ্রা আমার হ'তে পারে না! সোনার তানপুরা, সোনার জন্যে চুরী করতে পারো—কিন্তু বাদক না হওতো বাজাতে যেও না! বাজল না ব'লে দুঃখ ক'রো না! দেখে লোভ হ'য়েছিল—হয়ত বহু জন্ম ধ'রে এই লোভটাকেই মনে মনে ব'য়ে এনেছি—তাই বুঝি চন্দ্রাকে পেলাম…একটি গল্প মনে প'ড়েছে—এক ছিল গঙ্গাফড়িং যমুনার তীরে একটি বেতসমূলে সে বাস করত! জন্মজন্ম ধ'রে সে চাঁদকে খেতে চেয়েছিল—জন্মের পর থেকে সে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকত—ভাবত, আহা, যদি খাওয়া যেত! কোথাও নড়ত না। রাত্রে চাঁদের দিকে চেয়ে আর দিনে তার ধ্যানে কাটিয়ে দিত—এমনি ক'রে বহু জন্ম কেটে গেলো—একজন্মে একদিন চাঁদ সামনে নেমে এসে বললে, কীট পুঙ্গব, কাছে দাঁড়িয়েছি, খাওতো?—পারবে কেন? (একটা ঘোড়ার ডাক) তুই আবার কে? কথাগুলো বুঝতে পেরেছিস্ নাকি? হয়ত পেরে থাকবি—কে জানে, তুই কোন্ বাসনায় এজন্মে অশ্বরূপ ধরেছিস? কোনো চন্দ্রকলাকে পিঠে নিয়ে পালাবি ব'লে কি অশ্বরূপ নিয়েছিস?—পারবি হয়ত—কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত ঠকে যাবি—শেষে আমার এই হোল? তবে কেন আত্মা এতগুলো জন্মের নাড়ী-ছেঁড়া পথ ব'য়ে এল? (অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) মিছি মিছি—

(মুকুল দেবের প্রবেশ)

মু—কি মিছি মিছি মাধব রাও ?

মা—প্রণাম যুবরাজ, স্বাগতম ! সংসারে জন্মে এই সোনা রূপো কুড়োনর ব্যবসা মিছি মিছি।

মু—কুড়োনর লোক না থাকলে যে ছিটিয়ে আনন্দ নেই মাধব ! ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাইত' আমি সোণা রূপো ছিটিয়ে সুখ পাচ্ছি! আবার কিছু ছিটোতে এসেছি, কুড়োবার ব্যবস্থা করো। আমার একটি ঘোড়া চাই—

মা—আস্তাবলে ঘুমোবার জন্যে ?

মু—(হেসে) না। অনুমান করো দেখি !

মা—দানা নষ্ট ক'রবার জন্যে।

মু—তাও নয়।

মা—বুঝেছি ; সে ধরণের ঘোড়া আমি আমদানী করি না—

মু—(বিস্ময়ে) কোন্ ধরণের ?

মা—যার পিঠে চড়ে বরষার রাত্রে নিঃশব্দে নিরাপদে সঙ্কেতস্থানে যাওয়া যায়। সে ঘোড়া নেই—সে মানুষ আছে, কিনতে পারবেন—আমাকেই কিনতে পারেন—পিঠে ক'রে ব'য়ে সঙ্কেতগৃহে পৌছে দিয়ে আসবে—অভিসার পথের কাদা গায়ে লাগবে না।

মু—(উচ্চহাস্য) ওসব কিছু না, মাধব রাও—তার পিঠে চ'ড়ে বিয়ে ক'রতে যেতে হবে !

মা—বিয়ে ? স্বর্গের চুক্তিতে, না, পাতালের চুক্তিতে ?

মু—রাজনৈতিক চুক্তিতে। দুর্গাবাঈ-এর রাজ্য বড়, সৈন্যদলও বড়, তার সৈন্যেরা যুদ্ধও করে ভাল—দুর্গাবাঈর শক্তির আড়ালে নিশ্চিন্তে বাস করা যাবে।

মা—বেশ ! বেশ ! রাজপথে ব'সে মুখের ওপর শিরস্ত্রান ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে মদ্যপান করা, বেশ ! বেশ ! কিন্তু, একি যুবরাজ ? ভারতবর্ষের পুরুষরা কি হঠাৎ পারাবত হ'য়ে গেল, যে নারীর বক্ষবলভীতে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে ? আসুন যুবরাজ, এই খোলা চত্বরে আমরা দু'জন পারাবত মিলে বকম্ বকম্ করি—উপস্থিত আমরা দু'জন ত' একই বলভীর আশ্রিত !

মু—আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করতে আসিনি মাধব, ঘোড়া কিনতে

এসেছি। তুমি যদি মুখ বন্ধ করে থাকো, তোমাকে শত মুদ্রা বেশী মূল্যের সঙ্গে ধ'রে দেব—

আ—সবেরই বিনিময় মূল্য আছে, না মহারাজ? শুধু একটি জিনিষের কী যে বিনিময় মূল্য দাবী করব তা আজ পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারিনি—যখন সেই বিনিময় মূল্যটি মনে মনে নির্দ্ধারিত হবে তখন সেটা দাবী করব—আসুন, ঘোড়া দেখাইগে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

উপরে প্রাসাদ অলিন্দে দুর্গাবাঈ ও কিরীট—নিম্নে কুচকাওয়াজরত সৈন্যদল—শিঙ্গা ও ভেরীর শব্দ—কিছুক্ষণ পরে কুচকাওয়াজ হ'তে সৈন্যদল ধীরে ধীরে অপসরণ করে গেল

দুর্গাবাঈ—ওরা কি রুখতে পারবে কিরীট?

কিরীট—কম্পমান হাতে পতাকার মত তোমার মন দুলছে কেন দুর্গাবাঈ? দখিণা বাতাসের নেশা লাগল নাকি?

দু—মনে হ'চ্ছে কে যেন আমার মনটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে পিছনে টানছে—সৈন্যেরা স্থানে স্থানে চ'লে গেল—কেউ চ'লে গেল আরাবল্লীর গিরিসঙ্কটে—কেউ চ'লে গেল কনককান্তারের সপ্তপর্ণী বনের ছায়া শিবিরে; আমার মনত' কই ওদের সঙ্গে ছুটে গেল না? এইখানে থমকে রইল, যেন কোনো অদৃশ্য পঙ্কলপঙ্কে তার পা ডুবে গেছে! আমি প্রাণপণে মনে মনে চীৎকার ক'রে বলছি—চল্ মন তুই চল্, ঐ সৈন্যপদোত্থিত ধূলিজালের কেতনকে লক্ষ্য ক'রে—মাটিকে রক্ষা করতে হবে—রাজপুতানার রাঙা মৃত্তিকা যেন নিখিল ভারতবর্ষের মরমচিহ্ন হ'য়ে না থাকে! মন তুই চল্—

কি—চল্ চল্, মন তুই চল্—

দু—কিন্তু মন চলে কই কিরীট? চঞ্চুতে আকাশ থেকে ভূমিস্পর্শী, অদৃশ্য, রক্তরাঙা মৃণাল নিয়ে সে চলবে কেমন ক'রে? সে নীচে নেমে প'ড়েছে—

কি—দূষিত জলপঙ্কলে নামবে দুর্গা—সাবধান হও; কোন্ মৃণাল, বোন্?

দু—হয়ত বহুজন্ম পশ্চাতের কামনাপঙ্কে এই মৃণালের মূল প্রোথিত র'য়েছে কিরীট, মনে মনে বুঝছি, একটি জন্মান্তর বিসর্পী ভ্রমের শৃঙ্খলী মনের,

চক্ষুতে আটকে গেছে—সমস্ত বিগত জন্মের গাঁটগুলো ছিঁড়ে ফেলবে কেমন ক'রে? আজ এই সন্ধ্যায় শূন্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে আছি—, কত ছায়াছবি মনের উপর দিয়ে ভেসে চ'লে যাচ্ছে—এই গাছ পালা, এই আকাশবাতাস, এই রাঙা ধূলির সঙ্গে বহুবার বহুরূপে বহু সম্পর্কের পরিচয় ছিল—পুরাণো সম্পর্কগুলো মনের ওপিঠে প্রচ্ছন্ন স্মৃতির অক্ষরে লেখা আছে—মনটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে যাচ্ছি, কিন্তু মন ঘুরছে চাকার মত—দক্ষিণ থেকে বামে কালের প্রচলিত পথে—চাঁদের ওপিঠের মত মনের ওপিঠ অদৃশ্য র'য়ে গেল! সহসা মনের ওপিঠ যদি নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠত, পুরানো স্মৃতির অক্ষরগুলো পড়তে পারতাম—একই পৃথিবীর সঙ্গে, একই ভূমিখণ্ডের সঙ্গে, কত ভিন্ন পরিচয় যে ঘটেছে, কিরীট! তা না হ'লে এই অস্ফুট বেদনা কেবল মনের ওপিঠে উঁকি মেরে দেখতে চায় কেন? মুকুল দেবকে দেখেছি মাত্র কয়েক বার—এজন্মে তার সঙ্গে এখনো কোনো সম্পর্ক নেই—কিন্তু তাকে দেখে মনে হ'ল তার সঙ্গে বহুবার বহু সম্পর্কে আমি বাঁধা ছিলাম—এজন্মে ও মুকুল দেব! যেন জন্মে জন্মে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে ও আমার সঙ্গে সম্পর্কিত—সেই ভোলা নাম সেই ভোলা সম্পর্ক আমার মন খুঁজে ফিরছে; মনে হ'চ্ছে পুরোণো নামে ডাকলে ও চমকে সাড়া দেবে—পুরোণো কথার একটা মাত্র অক্ষরের পুনরাবৃত্তি ক'রলে তার আমার মাঝখানের এই ধূসর ভ্রান্তির প্রদোষটা চকিতে কেটে যাবে—কিন্তু মনে পড়ে না—শুধু একটা বিধুরতা সমস্ত অন্তর ব্যাপে জল-ভারাবনত মেঘের মত সঞ্চরণ করে...বর্ষণে অন্তরকে মুখর করে না! তোমাকে দেখেও তাই মনে হয় কিরীট—তোমার কত নাম আমার জানা আছে কিরীট—একটা নামও কিন্তু মনে পড়ছে না—বর্তমানের নামটা প্রকাণ্ড হ'য়ে স্মৃতির দ্বার রোধ ক'রে আছে—তা' না হ'লে জগৎটা এমন চেনা-অচেনা, এমন জানা-অজানা, মনে হবে কেন? এ জন্মের এই পরিচয়টাই যদি প্রথম হ'ত তা হ'লে ও' চেনাটা পুরো হ'ত!

কি—না, এ ভাবে ভাবা চলবে না!

কিন্তু—কিন্তু আমার মনের ওপর কেমন যেন একটা ক্লান্তি ছড়িয়ে প'ড়েছে—উৎসাহ পাচ্ছি না—মনে হ'চ্ছে—

কি—কি মনে হ'চ্ছে—

দু—গত রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্তটা জু'ড়ে নাচের আসর বসেছে—

(কিরীটের উচ্চহাস্য)

মনে জোর পাচ্ছি নে, আমি যুদ্ধ চালাবো কেমন ক'রে? আমি ত' পুরুষ নই, কিরীট—বিয়েটা আগে হ'য়ে যাক্—

কি—ভয় পাচ্ছো, ম'রে যাবে ব'লে? কত বার ম'রেছো, তা জানো? এ জন্মটা অপেক্ষা করতে পারবে না?

দু—অপেক্ষা? এ জন্মটা গোটা?

কি—হাঁ, আমি এ বিয়ে হ'তে দেব না। উদ্যত খড়্গকে সিন্দুরলিপ্ত ক'রে ঘরের কোণে তুলে রাখতে দেব না। না। না। যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে দুর্গাবাঈ—

দু—যুদ্ধ আমি ক'রব কিরীট—কিন্তু অন্যমনস্ক মানুষ কি যুদ্ধে জয়লাভ করে?

কি—(হতাশায়) নিজেকে হারিয়ে ব'সে আছো—তোমাকে নতুন ক'রে হারাবে কে? বেশ তাই হোক্—বিয়ের দিন কবে?

দু—আগামী পুর্ণিমায়—

কি—আমি আসতে পারবো না—সীমান্তে থাকবো। মাঝে মাঝে সংবাদ দেবো। ভাগ্য তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হোক দুর্গাবাঈ! আমি চললাম! একলাই চললাম! (প্রস্থানের সময় ধীরে ধীরে) একা চারণ যুদ্ধ ক'রে ক'রবে কি?

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্রতীর; অদূরে বন্দর দেখা যাচ্ছে

মু—আমি বিয়ে ক'রতে চ'লেছি চন্দ্রা—

চ—বিয়ে ত' আমিও ক'রেছি, মুকুল!

মু—কীইবা আসে যাবে?

চ—কিছু আসে যাবে না। মুকুল আর চন্দ্রা, মুকুল ও চন্দ্রাই থাকবে!

মু—একটা বড় রাজত্ব পাবো, বিপুল বিত্ত পাবো। সেই জন্যই ত' বিয়ে করছি। কিন্তু দুর্গাবাঈকে নিয়ে কী হবে?

চ—কেন? তার রাজপ্রাসাদে সে যেমন তোলা আছে তেমনি তোলাই থাকবে। (ঈষৎ হেসে) যেমন তোলা আছে মাধব রাও!

মু—আহা, বেচারা মাধব রাও!

চ—কেন? কেন? আহা কেন?

মু—সেদিন দেখলাম মাধব রাও আমাদের শিশুকে কোলে নিয়ে আস্তাবলে ঘুরে ঘুরে ঘোড়া দেখাচ্ছে—

চ—সে যদি নির্ব্বোধ হয় আমি তার কি ক'রব? শিশুর মুখখানা লক্ষ ক'রলেই তো তার ভুল ভেঙে যায়! (কোমল হয়ে) আহা! কী সুন্দর খোকার মুখটা হ'য়েছে! দেখেছো লক্ষ্য ক'রে? অবিকল তোমার মুখের মত! (মুকুল দেব লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইলেন) লজ্জা পেলে কেন?

মু—লজ্জা পাবো না?

চ—তোমাকে লজ্জা পেতে দেব না। তুমি পুরুষ। তুমি যদি লজ্জা পাও আমি লজ্জা থেকে বাঁচব কেমন ক'রে? কিন্তু লজ্জা কিসের? লোক লজ্জা? (মুকুল দেব চুপ করে রইলেন—চন্দ্রকলা মুকুল দেবের হাতটি টেনে নিলেন) ওকি? তুমি চুপ ক'রে রইলে যে? বল, বল আমি কিছু অন্যায় করিনি! তোমাকে ভালবেসে অন্যায় করিনি!

মু—আমার বলায় কী আসে যায় চন্দ্রা? (দূরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল)

চ—আমি এতদিন অন্যায় করিনি—হয়ত আজ থেকে অন্যায়ের শুরু হোলো। (মুখে হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করল)

মু—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দুর্গাবাঈ। দুর্গাবাঈ আমার চেতনার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে সন্তর্পণে চ'লে বেড়াচ্ছে, যেন আমাকে ধরতে বেরিয়েছে সে দুর্গাবাঈ।

চ—(হাত দিয়ে মুকুল দেবের মুখ বন্ধ করে সজল চোখে) ওর নাম উচ্চারণ ক'রো না, মুকুল দেব, ওর নাম তুমি যতবার উচ্চারণ ক'রেছো ততবার তুমি যেন আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ—ও-নাম মুখে এনো না মুকুল। তুমি কি আমাকে নিয়ে তৃপ্ত নও?

মু—"তৃপ্ত" বলছ? আমার পদনখ থেকে কেশাগ্র পর্য্যন্ত, দেহের সীমান্ত থেকে অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত চন্দনের মত সৌরভে আর মধুর মত আস্বাদে পরিতৃপ্ত। কিন্তু কী জানি কেন দুর্গাবাঈকে বার বার মনে পড়ে! দুর্গাবাঈ-এর নাম মর্ম্মের অদৃশ্য স্থলে কণ্টকের মত বেঁধে

গেল, আর সেই ক্ষত স্থানকে ঘিরে বেদনা প্রসারিত হল—সেই বেদনা কেন জানি ধীরে ধীরে সারা চিত্তলোকে ছড়িয়ে পড়ল—আমিও বিস্ময়ে আমাকেই প্রশ্ন করছি, কেন? কেন? কোনো উত্তর পাইনি। তুমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো, চন্দ্রা?

চ—করি।

মু—মনে হয় পূর্ব্ব জন্মে ওর আমার মধ্যে কোনো না কোনো সম্পর্ক ছিল। এই বিয়ের আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে যেদিন ওকে দেখলাম সেদিন অভাবনীয় তৃপ্তিতে মন ডুবে গেল—মনে হ'ল যেন বহু যুগ ধ'রে একাকী সমুদ্রযাত্রার পর সহসা চিরকালের নিজের যে ঘর সেই ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম। আমার সমুদ্রযাত্রার নৌকাটি দূরে সমুদ্রের সবুজ ঢেউয়ের মাথায় এককলা চাঁদনীর মত দুলছে—দেখলাম সেই এককলা চাঁদনী আমার দেহ—আমি সেদিন দেহ থেকে অধীর আবেগে বেরিয়ে এসে তাকে পূর্ব্বসত্ত্বা দিয়ে নিঃশব্দে সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। সে-ও তার দেহসম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল—দু'জন দু'জনকে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম—দুজনের মাঝখানে, আশে পাশে, কত বসন্তের সৌরভ, কত শরতের প্রসন্নতা, কত সমুদ্রের স্বাদবাহী সমীরণ।

চ—নেশা, নেশা, ও নেশা সুর্মার মত আমার নয়নেও লেগে আছে মুকুল! তুমি যখন আমার পাশে থাকো, তখন তুমি শুধু মুকুল নও, তুমি সেই ফুল, জন্মজন্মান্তরের স্রোতে ভাসতে ভাসতে চ'লেছো, আর আমি, ভ্রমরার মত ত্বরিতসরিত মুখে ঐ ফুলটিতে বসবার প্রয়াসে বহুজন্ম ধ'রে ছুটে আসছি। আজ তোমার একটা দলের স্পর্শ আমার বড়ঙের একটা অঙ্গে লেগেছে! তাই চন্দ্রকলা ব্যভিচারিণী, তবু নির্লাজ, হাস্যমুখে তোমার পথে অভিসারকে চরমার্থ ব'লে সে মেনে নিয়েছে!

মু—নেশা, নেশা? কিন্তু এ যে নেশার থেকে গাঢ়; নেশার চেয়ে তীব্র। নেশায় চেতনাকে অপহৃত করে, এ চেতনাকে জ্বালাময়ী ক'রে দেয়, জ্বলন্ত চেতনার যজ্ঞকুণ্ড হ'তে শিখা উঠে' মনের অন্ধকার কোণে কোণে অদৃশ্য ছায়া মূর্ত্তিকে দেখিয়ে দেয়!

(দূরে বিউগিল ধ্বনি, একত্রে বহু পদের তালসমন্বিত পদধ্বনি)

চ—ওরা কারা?

মু—ইংরেজের সৈন্য। দুর্গাবাঈ-এর অমরাবতী দুর্গ দখল ক'রতে চ'লেছে—

দুর্গাবাঈ পারবে না—রাজপুতানার লালমাটি নিখিল ভারতের সরমচিহ্ন হ'য়ে থাকবে।

চ—চলো, আমরা পালিয়ে যাই! পালিয়ে যাই! নর্ম্মদার একটা বাঁকে, মর্ম্মর পাহাড়ের ছায়ায়, স্থির নীলজলের কোল ঘেঁষে আমি একটা বিশ্রামাগার তৈরী করিয়েছি—চারিধারে তার পরিখা খুঁড়িয়েছি—একদিকে তার নর্ম্মদা, দিবারাত্র নীলজলে রাজহংস চরে, বাকী তিন দিকে পরিখার জলে কুমুদ কহ্লার বসিয়েছি; কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া দিয়ে তৈরী করিয়েছি ছোট নৌকো, প্রাসাদে পার হবার জন্যে; প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ধূপদণ্ড জ্বালিয়ে এসেছি—বহুবৎসর ধ'রে সেই ধূপশলাকারা জ্বলবে, নিভবে না। যেন পূর্ব্বজন্মের অনন্ত সৌরভকে সেই স্ফটিক প্রাসাদে বন্দী ক'রেছি—চ'লো পালিয়ে যাই—সেখানে কেউ কোনোদিন যাবে না—সেখানকার অতিথি শুধু চক্রবাক চক্রবাকী—চলো, চলো পালিয়ে যাই—(মুকুল দেব স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন) ওঠো, মুকুল দেব ওঠো। (মুকুল দেব নিশ্চল) হংসী হ'লে তোমাকে মৃণালের মত ঠোঁটে তুলে নিয়ে আমার সরোবরে রোপণ করতাম। আমার অন্তরের পল্বলে তুমি শিকড় ফেলে ব'সে আছো মুকুল—কেউ এসে তোমাকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে যাবে এ আমি সইবো না; আমার অন্তস্থল বিদীর্ণ ক'রতে দেব না—চলো! চলো!

মু—কিন্তু আমাদের শিশু?

চ—সে তোমার পশ্চাতের পদচিহ্ন!

মু—কিন্তু তোমার?

চ—সমাজের বেদীতে আমার নাভি-নিষ্কষিত উৎসর্গ! আমার বলিদান এসো, পালিয়ে এসো—(দূরে আবার দ্রুততালসমন্বিত পদধ্বনি) পালিয়ে এসো, ওরা বন্দী ক'রে নেবে; ওরা জানে দুর্গাবাঈ-এর তুমি বাগদত্ত!

পঞ্চম দৃশ্য

কিশোরী—চুরী ক'রে নিয়ে চ'লে গেল! চন্দ্রা মুকুলকে চুরী ক'রে নিয়ে চ'লে গেল। (ভাবতে ভাবতে পায়চারী করতে লাগল ও গুণগুণ করে সুর ধরল—সুর বাহার) চন্দ্রা-মুকুল পালিয়ে গেল...হিন্দুস্থানে সূর্য ডুবেছে—পশ্চিমে তারকার গায়ে, মূর্চ্ছিত আকাশের গায়ে তার মরণের লালিমা

ভেঙে প'ড়েছে! লজ্জা! লজ্জা! নর্মদাতীরের আরাম কুহক—পারাবত! পারাবতী! ছিঃ, ছিঃ মুকুল, ছিঃ। আমি আছি দুর্গা। এই আমার প্রহরণ। (ভোঁতা তলোয়ারটা সামনে ধরে) এই আমার অস্ত্র—ভোঁতা? মুকুলের আত্মার মতো—মুকুলের আত্মায় শাণ দেবে কে? চন্দ্রা?—ছিঃ, চন্দ্রা। অনন্ত জীবনের চেয়ে একটা জীবন বড় হ'ল? এত লোভ কেন? (কল্পনায়) ঐত' চন্দ্রা—মধুমত্তা ভ্রমরা—চিরকালের বারমুখ্যা—জন্মজন্মান্তরের অনন্তবিস্তৃত পথের পাশে নাগরী সেজে দাঁড়িয়েছে—ছিঃ, চন্দ্রা, ছিঃ (দূরে তালসমন্বিত বহুপদের ধ্বনি)…যাই দুর্গা। যাই।

(মার্চ্চ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

ষ্টেজের সামনে ড্রপ নেই—মায়া ভাস্করকে হাত ধরে একপ্রকার টেনেতে টানতে আনছে।

মা—চলো, ভাস্করদা, চলো পালিয়ে যাই।

ভা—পাগল! যাবে কোন্ দিকে? দু'ধারে উইংসে লোক, সামনে দর্শকেরা ব'সে আছে, পিছনে 'সিন' টানানো র'য়েছে—যাবে কোন্ দিকে? এই অঙ্কটা শেষ ক'রে নাও—তারপরত' যাবই।

মা—না, না, আমি আর পাঠ করতে পারছি না। বুকে খুব কষ্ট হ'চ্ছে।

ভা—তা হয় না মায়া, পাঠ ক'রতে নেমে স'রে পড়া যায় না—আজ এই শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্রিমামধুর পিপাসায় পালিয়ে গেলে কাল আর কেলেঙ্কারীর অন্ত থাকবে না—কাগজে কাগজে তোমার আমার গালে অজস্র ছাঁপার কালি লেপে দেবে। তা হয় না—এই অঙ্ক শেষ করো। ব'লেছি ত', আজ অভিনয় শেষ ক'রে তোমার বাসাতেই যাবো—যতক্ষণ পারো চাঁদনীতে ছাদের ওপর বসিয়ে রেখো—হ'লত?

মা—ক্ষ্যাপা নাকি? বই শেষ হ'তে দুপুর রাত পেরিয়ে যাবে—বাসায় ফিরতে প্রায় রাত দু'টো। সময় পাবো কোথায়?

ভা—সময়? কিসের সময়?

মা—কেন? এই রাত্রে গীর্জ্জায় যাবো। গীর্জ্জা থেকে যখন বেরিয়ে আসব তখনও খানিকটা রাত থাকবে—(ভাস্কর স্তম্ভিত) কেন, রোমিও জুলিয়েট পড়নি?

গ—মায়া, তুমি হিপ্‌নটাইজড্‌ হ'য়ে গেছ, গ্রীণরুমে ফিরে টক্‌ লেবুর সরবৎ খেয়ে এসো।

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যা—(দর্শকদের প্রতি চেয়ে) ছিঃ ছিঃ চন্দ্রা-মুকুল, আপনারা এই ষ্টেজে। খোলা ষ্টেজে ?

ভা—খোলা ষ্টেজে ? কেন ? সামনে ড্রপ নেই ?

ম্যা—সামনে তাকিয়ে দেখুন না ? (উইংসের পাশে রোহিণীর আবির্ভাব, রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে হাসছে)

ভূ—আমরা বুঝতে পারিনি—রোহিণীবাবু ড্রপটা তুলে দিয়েছেন।

ম্যা—(রোহিণীর দিকে) ড্রপটা ফেলে দিস। (ড্রপ)

সপ্তম দৃশ্য

প্রাসাদের কক্ষ : যোদ্ধ্‌বেশে দুর্গাবাঈ। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিরীট পড়ছেন। পাশে সুসজ্জিতা দাসী দাঁড়িয়া আছে।

দুর্গাবাঈ—(কিরীট পরে সম্মুখের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে) আজ বুঝি ত্রয়োদশী লছমী ?

ল—হ্যাঁ; মহারাণী।

দু—পূর্ণিমার মাত্র দু'দিন দেরী ?

কি—(প্রবেশ করে) পূর্ণিমার বহু দেরী বোন, এসো—

(দুর্গা দাসীর হাত হ'তে একছড়া মণির মালা নিয়ে পরতে যাচ্ছে)

কি—ফেলে দাও, দুর্গা, ফেলে দাও! ঐ মালায় কাপুরুষের স্পর্শ লেগে আছে।

দু—কাপুরুষ ? মুকুল দেব কাপুরুষ ?

কি—হ্যাঁ, দুর্গাবাঈ, কাপুরুষ, ব্যভিচারী—দুশমনের ভয়ে লুকিয়েছে, চন্দ্রকলার সঙ্গে পালিয়ে গেছে—

দু—পালিয়ে গেছেন ?

কি—হাঁ, পালিয়ে গেছেন।

দু—চন্দ্রকলার সঙ্গে ? মাধবরাও-এর পত্নীর সঙ্গে ?

কি—হাঁ, মাধব রাও-এর ধর্ম্ম পত্নীর সঙ্গে নর্ম্মদার তীরে একটি গুপ্ত প্রাসাদে পালিয়ে গেছেন—কাপুরুষ!

(দুর্গার হাত হ'তে মালাটি পড়ে গেল)

চলো, দুর্গা, বেরিয়ে চলো, রাত্রির মধ্যে আরাবল্লীর দুর্গে
হবে—কাল যুদ্ধে যদি জয়লাভ করো, স্বয়ং কার্ত্তিকেয় কৌম
ক'রে তোমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে।—স্বামী? মুকুল দেব তোম
হ'তে পারে? —কাপুরুষ!...এসো।

(দুর্গা মন্ত্রমুগ্ধার মত কিরীটের সঙ্গে বের হয়ে গেল)

অষ্টম দৃশ্য

নর্ম্মদাতীরের প্রাসাদ অলিন্দ। গোধূলি। চন্দ্রকলা নৃত্যরতা। মু
সম্মুখে উপবিষ্ট।

মু—পশ্চিমে মশাল জ্বলছে—

চ—(নৃত্য থামিয়ে) মশাল? কই? (বাইরে চেয়ে) না, না, সূ
আভা।

মু—দাঁড়াও—ন'ড়োনা—স্থির হ'য়ে দাঁড়াও—দেখি তোমাকে—হ্যাঁ,
মশালের আলো প'ড়েছে তোমার মুখে।...কিন্তু, আমার চোখের
সব ঝাপসা হ'য়ে আসছে—আরো একটু দাঁড়াও—তোমাকে
...তোমাকে দেখে মনে হ'ল বহুকালের পুরাণো পুষ্পসার
মত তোমার ঐ মুখচ্ছবি—কাছে এসো—কাছে এসো চন্দ্রক
পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জন্মে জন্মে অন্তরে কালো পাহাড় সৃষ্টি ক'রেছে
পাহাড়ের একটি খাঁজে তুমি হেলান দিয়ে আছো—অনুরাগনত
এক ফালি জ্যোৎস্না দৃষ্টির মত—স'রে এসো—

চ—এক ফালি চাঁদ নই মুকুল, জন্মে জন্মে এক এক কলা ক'রে
ক'রে আজ আমি পূর্ণিমার পূর্ণতা পেয়েছি—আজ এই পূর্ণিমার

মু—(চমকে) পূর্ণিমা? পূর্ণিমা?—দুর্গাবাঈ!

(ত্বরিত পদে উঠে পায়চারী করতে করতে)

দুর্গাবাঈ! দুর্গাবাঈ! আজ পূর্ণিমা, দুর্গাবাঈ!

(সহসা যোদ্ধৃবেশে শ্লথবেশা রক্তাক্তদেহে দুর্গাবাঈ-এর প্রবেশ।
করে মুকুলের পায়ে পড়ে গেল)

দুর্গা—আমি এসেছি, মুকুল!

চ—(চীৎকার করে) কে? ও কে?

মাধব রাও সম্মুখে অগ্রসর হ'য়ে তীক্ষ্ণ হেসে)

—তোমার স্বামী, চন্দ্রকলা। তবে স্বেচ্ছায় নয়। অদৃষ্টের চক্রান্তে! তাড়াতাড়ি—চ'লে এসো। আশা করি তোমাকে বেঁধে আনতে হবে না।

(দু'জন গোরা সৈন্যের আবির্ভাব)

(মুকুল দেবের দিকে নির্দ্দেশ করে) বাঁধো।

(চন্দ্রকলা তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল, মাধব রাও উত্তরীয় দ্বারা জোর করে তার মুখ বন্ধ করে তুলে নিয়ে গেল, মুকুল স্তম্ভিতের মত দুর্গাবাঈ-এর মাথার কাছে বসে ছিল—ধীরে ধীরে উঠে সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করল)

(যাবার সময় দুর্গাবাঈ-এর রক্তাক্ত দেহের দিকে চেয়ে) চ'ললাম, দুর্গাবাঈ। আবার পরজন্মে। (প্রস্থান)

ঃ, অদৃষ্টের জটিলতার কী সরল সমাধান। (স্থির হয়ে বসল, যেন ধ্যানে—কিছুক্ষণ পরে) হ্যাঁ, এইত, চেয়েছিলাম। কিন্তু, এ শব দাহ ক'রব কোথায়?—এইখানেই দাহ ক'রব, নর্ম্মদার এই বাঁকে। এই গোধূলি লগ্নে। চক্রবাক্ চক্রবাকীকে সাক্ষী ক'রে। তারপর?

(ড্রপ)

পঞ্চম অঙ্ক

কারাগার কক্ষের ওধারে গরাদ ধরে ভাস্কর দণ্ডায়মান; সহসা ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত রোহিণীর আবির্ভাব।

রোহিণী—(মত্তকণ্ঠে) বেরিয়ে এসো ভাস্কর—নাটক শেষ হ'য়ে গেছে—এ নাটক আমরা অভিনয় ক'রবনা—লেখক আমাদেরই জীবন নিয়ে এই নাটক লিখেছে—তার নামে আমরা মামলা দায়ের ক'রবো—নন্দিতা এত ভাল? আর, রোহিণী এত মন্দ? লেখক নন্দিতাকে ভালবাসে নন্দিতার পাশের বাড়ীতে হারামজাদা কয়েক দিন ছিল—রূপ দেখে তাকে পাল্ ফুপ্‌সে গেছে—তবে, সে একটা কাজ ক'রেছে। মার্কা ভাস্করকে আমাদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে। নন্দিতার জুটেছো, ভাস্কর? তাত' জানতুম না!—তা, কী ক'রবে ভাগ্য! তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—বেরিয়ে এসো ভাস্কর—

রোহিণী চৌধুরী আর এক ধারে গত অঙ্কের মাধব রাও—আজ হঠাৎ পর্দার আড়ালে মিশে গেছে—মাধব রাও রোহিণী হ'য়ে গেছে। (দর্শকদের দিকে চেয়ে) নন্দিতাকে ব'ললাম, চ'লো, অভিনয় ত' শেষ হ'য়ে গেছে। বললে, না শেষ হয় নি—জিগ্যেস করলাম, বাকী কিছু আছে নাকি? জবাব দিলেনা—আমি জানি বাকী আছে, ভাস্করকে ও চায়—ও আমার সঙ্গে আর ঘরে ফিরবে না। বললে, এই ক'বছর ধ'রে ও আমার সঙ্গে অভিনয় করছিল—সে অভিনয়টা ওর আজ শেষ হ'ল--

ভাস্কর—রোহিণী, তুমি মাতাল হ'য়েছো—এটা ষ্টেজ।

রো—ষ্টেজ? জানি (অদৃশ্য কাউকে লক্ষ্য করে) এ্যাও, ড্রপ ফেকো মৎ—এ্যায়সা রহনে দো—

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

এই যে, এসো ম্যানেজার, যুগ যুগ ধরে কখনও বসন্তক, কখনও উদয় দেব, কখনও মুরলী, কখনও কিরীটের ছদ্মবেশে এই হতভাগ্যদের নিয়ে ষ্টেজ ম্যানেজ ক'রে এসেছো। আসলে তুমি বরিশালপাড়ার হরগোবিন্দ।—তুমি তো সনাতন কালের প্রযোজক, এরপর কি? পঞ্চম অঙ্কের পরে কি?

ম্যা—এর পর আর নেই—চ'লে এসো রোহিণী। এই, ড্রপ ফেলে দাও।

রো—খবরদার, যে ড্রপ ফেলবে তাকে খুন করে ফেলব।

ম্যা—মাতালটাকে নিয়ে কী মুস্কিলেই প'ড়েছি।

রো—মাতাল? হাঃ হাঃ হাঃ, কে মাতাল নয়, ম্যানেজার? ওই দেখ ভাস্করকে, ও একটী মাতাল—দেখলে না, বৌদ্ধযুগ থেকে কেমন টাল খেতে খেতে এল? ওর নেশা হুইস্কির নয়, ওর মদ ঐ নন্দিতার অনুরাগ—ও সব চেয়ে সেরা মাতাল—পান না ক'রে মাতাল, দূরে থেকে মদের বোতলটা দেখেই মাতাল—হাঃ হাঃ হাঃ—

নন্দিতা—(নিজের স্বাভাবিক বেশে প্রবেশ করে) ভাস্কর, মাই Sun। চ'লে এসো, মাত্র বার'টা এখন, অনেকটা রাত আছে।

রো—তুফানকে আঁচলের গেরোতে বাঁধা যায় না, ধনি!

ভা—(হেসে) যাই, নন্দিতা কি ক'রছে দেখি।

ম্যা—তুমি যাও ভাস্কর—

রো—হাঃ। যাও ভাস্কর, সূর্য্যমুখী অপেক্ষা ক'রছে—

(ভাস্কর ও ম্যানেজারের প্রস্থান

—আরও ভালো। তোমার আমার মাঝখানে থাকবে দুঃসহতম বিরাগ! সেই ত' ভালো।

—আমাকে বিয়ে ক'রলে তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসব, রোহিণী।

রো।—(সোল্লাসে) এই—ড্রপ ফেকো, ড্রপ ফেকো।

(ড্রপ পড়ে গেল—ড্রপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রপের ওধার হ'তে উচ্চহাসির উচ্ছ্বাস উঠল)।

সমাপ্ত